বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম ও উত্তরণ সম্ভাবনা:

একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে

আবুল বারকাত

মুক্তবুদ্ধি
প্রকাশনা

বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম ও উত্তরণ সম্ভাবনাঃ

একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে

আবুল বারকাত

মুক্তবুদ্ধি
প্রকাশনা

একটি মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা গ্রন্থ

"বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার
কারণ-পরিণাম ও উত্তরণ সম্ভাবনা:
একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে"

Causes, Consequences and Transformation Possibilities of
Poverty-Disparity-Inequality in Bangladesh:
In Search of a Unified Political Economy Theory

প্রথম প্রকাশ: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা ১০ জানুয়ারি ২০১৬
স্বত্ব ২০১৬ © আবুল বারকাত
মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনার দ্বিতীয় গ্রন্থ

বাংলাদেশে আবুল বারকাত কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত

প্রকাশক
মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনার পক্ষে
আবুল বারকাত
বাড়ি নং ৫, রোড নং ৮, মোহাম্মদিয়া হাউজিং সোসাইটি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন নং: ৮১১৬৯৭২, ০১৭৫৬১৪২৩১৫;
ইমেইল: info@hdrc-bd.com, hdrc.bd@gmail.com
ওয়েব সাইট: www.muktobuddhi.com

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অলংকরণ: আবু তালেব

মুদ্রণ ও বাঁধাই: আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং
২৭ বাবুপুরা রোড, নীলক্ষেত, ঢাকা।

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN : 978-984-9792-1

মূল্য: ৩০০ টাকা, ইউএস ২০ ডলার, ইউকে ১৩ পাউন্ড, ইউরোপ ১৮ ইউরো

উদ্ধৃতি সুপারিশ: আবুল বারকাত (২০১৬),
"বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম ও উত্তরণ সম্ভাবনা:
একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে", ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

উৎসর্গ

আমার প্রয়াত মা নুরুন নাহার ও প্রয়াত বাবা ডা. এম এ কাশেম–
যাঁরা আমাকে যুক্তির জীবন বেছে নিতে অনুপ্রাণিত করেছেন।

আবুল বারকাত

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা

অধ্যায় ১ রাজনৈতিক অর্থনীতি নিয়ে প্রাক্‌কথন ৯

২ "দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা"-র শেকড়ে Rent Seeking: বিষয়টি আসলে কী? ১৩

৩ দারিদ্র্য-দুর্দশা-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা: প্রকৃতি, ব্যাপ্তি এবং ভাবনার দারিদ্র্য যেখানে প্রকট ১৮

৪ বৈষম্য-অসমতা উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন-উদ্দিষ্ট rent seeking-সহ দুর্বৃত্তায়নই দারিদ্র্যের উৎস ৩২

৫ দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা পুনরুৎপাদনে শক্তিশালী মাধ্যম: Rent-seeker-দের সংগঠিত মূল্য ও বাজার-সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট ৩৮

৬ "দুর্নীতি দারিদ্র্য বাড়ায়" কিন্তু দুর্নীতি হয় কেনো? Rent seeking-ই দুর্নীতির প্রধান উৎস ৪১

৭ দারিদ্র্য হ্রাস "নীতি-কৌশলের দারিদ্র্য"; Rent-seeker ধনী নিয়ে গবেষণা জরুরি ৪৬

৮ ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও জঙ্গিত্ব: দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা যেখানে প্রধান কারণ ৪৮

৯ "সুশাসন" না-কি সর্বরোগের নিরাময়? Rent seeking যখন সুশাসনে বাধা ৫৫

১০ দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বিমোচনে বিশ্বায়নের সম্ভাব্য ভূমিকা কী হতে পারে? বৈশ্বিক Rent-seekers ও বৈশ্বিক অর্থনীতির সংকট: আমাদের উন্নয়নে নতুন ভাবনার সুযোগ আছে কি? ৬০

১১ মানুষে মানুষে অসাম্য কেন হয়, কিভাবে হয়, হলে কী হয়? আধুনিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাস্তবতা ৬৬

১২ Rent seeking নিয়ন্ত্রিত দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা কাঠামো থেকে উত্তরণ: সম্ভাব্য রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক রূপান্তর-পরিবর্তন-এর স্বরূপ প্রসঙ্গে ৭২

সারণিসমূহ

সারণি ১: বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক শ্রেণি বিকাশের গতি-প্রবণতা, ১৯৮৪-২০১২ **২৩**

২: বাংলাদেশে rent seeking সৃষ্ট বৈষম্য-অসমতার গতি-প্রবণতার গত চার দশকের খেরোখাতা **৩৫**

৩: বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতির খাত-প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বার্ষিক নিট মুনাফা, ২০১৪ **৫২**

ছকসমূহ

ছক ১ Rent-seekers, রাজনীতি ও সরকারের অশুভ সমস্বার্থের ত্রিভুজ: দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির উৎস **১৪**

২: বাংলাদেশে 'ধনী-দরিদ্র' শ্রেণি পিরামিড, ২০১২ (মোট জনসংখ্যা = ১৬ কোটি) **২৩**

৩: বঞ্চনা-বৈষম্যের চক্র হিসেবে দারিদ্র্য **২৪**

৪: দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা পাইপ: সময়ের সাথে সাথে ঢোকা-বেরোনো কাঠামো **২৫**

৫: বাংলাদেশে সাংবিধানিক অধিকার বঞ্চিত মানুষের সংখ্যা, ২০১২ (২০১২ এর মোট ১৬ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে) **২৮**

৬ক: Rent-seeker, রাজনীতি ও সরকারের অশুভ সমস্বার্থের ত্রিভুজ: দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির উৎস **৭৮**

৬খ: জনসমৃদ্ধিকামী সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা যেখানে rent-seeker-দের কোন স্থান নেই **৭৮**

৬গ: সামাজিক-গণতান্ত্রিক (জনগণতান্ত্রিক) সমাজব্যবস্থা যেখানে rent-seeker দুর্বৃত্তদের অবস্থা দুর্বল এবং তারা রাজনীতি ও সরকারের অধীনস্থ (উল্টোটা নয়) **৭৮**

তথ্য উৎস **৭৯**

নির্ঘণ্ট **৮৩**

কৃতজ্ঞতা

কবে-কখন-কোন অবস্থায় আমি এ গ্রন্থের অন্তর্নিহিত বিষয় নিয়ে ভাবা শুরু করি তা সময় নির্দিষ্ট করে বলা দুষ্কর। তবে গ্রন্থের যে বিষয় অর্থাৎ দরিদ্র মানুষ, দারিদ্র্যের উদ্ভব ও পরিণাম, মানুষের বঞ্চনা, মানুষে মানুষে বৈষম্য-অসমতা এবং নীতি-নৈতিকতার নিরিখে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব মানুষই যে সমান– এ কথা আমাকে বুঝতে শিখিয়েছেন আমার প্রয়াত মা নুরুন নাহার ও প্রয়াত বাবা ডা. এম এ কাসেম। "মানুষ নিয়ে ভাবনা" জীবনের অন্যতম আদর্শ বিষয় হওয়া উচিত অন্যথায় জীবন মূল্যহীন– এ কথাও শিখিয়েছেন আমার প্রয়াত মা-বাবা। ছোটবেলা থেকেই দেখে এসেছি মানুষের মঙ্গল কামনায় আমার মা-এর আকুতি আর চিকিৎসক হিসেবে বাবার শত প্রতিকূলতার মধ্যেও স্পষ্টভাষ্য-সদর্প উচ্চারণ। নারীসমাজের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ১৯৫০-৬০ এর দশকে আমার মা কুষ্টিয়া মহিলা সমিতির শুধু নেতৃত্বই দেননি, পাকিস্তানি স্বৈরশাসন বিরোধী ও শোষণহীন সমাজব্যবস্থার সংগঠকদের যতো ধরনের প্রকাশ্য ও গোপন সহায়তা দেয়া সম্ভব ছিলো সবই দিতেন। আর আমার বাবা ছিলেন প্রকৃতই একজন নীতিনিষ্ঠ যুক্তিবাদী মুক্তিকামী প্রবল ইচ্ছাশক্তির অতুলনীয় সাহসি মানুষ। কুষ্টিয়ার মত ছোট শহরে গরিব মানুষের পক্ষে যখন কেউ উচ্চকণ্ঠে কথা বলে না; পাকিস্তানি বর্বর শাসকদের বিরুদ্ধে যখন কেউ সাহস করে এগিয়ে আসে না; হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি জোরদখল করলে যখন কেউই সাহস করে প্রতিবাদ করে না; মুক্তির আন্দোলনে যখন এমনই আকাল যখন আন্দোলনকারীদের কেউই নৈতিক ও আর্থিক সহায়তা দিতে সাহস করে না– এসব অবস্থায় প্রবল মনোশক্তি দিয়ে আমার বাবা-মা উভয়েই সহায়তা দিয়েছেন যা আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। আমার মাতা-পিতার জীবন দর্শনই আমাকে শুধু এ গ্রন্থ নয় এ গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তুসংশ্লিষ্ট সব ধরনের কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করেছে। সঙ্গত এসব কারণেই গ্রন্থটি আমি আমার প্রয়াত মা ও বাবাকে উৎসর্গ করেছি। এ কোনো মূল্যহীন আনুষ্ঠানিকতা নয়।

এ গ্রন্থ রচনায় অনেকেই আমাকে সহযোগিতা করেছেন। ক্লান্তি আর অবসাদে এক কাপ চা এগিয়ে দেয়া থেকে শুরু করে গ্রন্থের বিষয়বস্তুর মর্মবস্তু নিয়ে জ্ঞানালোকিত আলোচনা-তর্ক-বিতর্ক– কী ছিলো না সহযোগিতার মধ্যে। নিঃস্বার্থ ছিল সবার সহযোগিতা। আমি চিরকৃতজ্ঞ চিরঋণী তাদের সবার প্রতি। কৃতজ্ঞতা স্বীকারের কাজটি এক কথায় শেষ করলেও করা যায়। আর তা হলো যেহেতু আমি প্রকৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ সেহেতু বিশ্বপ্রকৃতির কাছেই চিরকৃতজ্ঞ আমি। কিন্তু মানুষ হিসেবে "নৈতিক দায়বদ্ধতা" বিষয়টি এমনই যে কিছু মানুষ সম্পর্কে নাম ধরে না বললে কৃতজ্ঞতাবোধ অপ্রকাশিত থেকে যায়, থেকে যায় তা অসম্পূর্ণ। এসব দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতার কারণসহ কয়েকজন ব্যক্তির নামোল্লেখ প্রয়োজন বোধ করছি। অধ্যাপক ড. আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী ও ড. জামালউদ্দিন আহমেদসহ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ২০১৪-১৬ সময়কালের কার্যনির্বাহক কমিটির ২৮ জন নির্বাচিত সদস্য যারা ২১ মার্চ ২০১৪ (৮ চৈত্র ১৪২০) তারিখে সমিতির লোকবক্তৃতা ২০১৪-এর (লোকবক্তৃতার স্থান ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট অডিটোরিয়াম) লোকবক্তা হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে আমাকে বেছে নিয়েছিলেন– তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। কারণ ঐ লোকবক্তৃতাতেই আমি সর্বপ্রথম তুলনামূলক সুসংহতভাবে "দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতাসংশ্লিষ্ট একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতি তত্ত্ব" উত্থাপন করেছিলাম। শুধু তা-ই নয় ঐ লোকবক্তৃতায় সমাজের বিভিন্ন মত-পেশা ধর্ম-বর্ণ নারী-পুরুষসহ প্রায় বারো শত ব্যক্তির উপস্থিতি এবং পরবর্তীকালে তাদের অনেকেরই তাগাদা যে লোকবক্তৃতায় উত্থাপিত আমার বক্তব্যসমূহ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হোক– এসবই এ গ্রন্থ রচনায় আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত লোকবক্তৃতা ২০১৪ তে উপস্থিত সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তবে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ তাদের কাছে যারা এই গ্রন্থ রচনায় নিয়ত উৎসাহ যুগিয়েছেন। এদের মধ্যে আছেন লোকবক্তৃতার প্রধান অতিথি, বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক (বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি), অধ্যাপক ড. শফিক উজ জামান (অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), জনাব শামসুল হুদা (এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট), অধ্যাপক সুভাস কুমার সেনগুপ্ত, ডা. মর্তুজা মজিদ ও জনাব আসমার ওসমান (হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার) প্রমুখ। আমি এসব ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও অনেক সাধারণ পাঠকের কাছে সবিশেষ কৃতজ্ঞ যারা বলেছিলেন অর্থনীতিশাস্ত্রের নাম শুনলেই ভয় লাগে তাই লোকবক্তৃতা যখন গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হবে তখন দুটো কাজ করা যায় কি-না: (১) অর্থনীতির বিষয়াদি আরও সহজবোধ্য করা যায় কি-না? (২) গ্রন্থের শিরোনামটা আরো একটু স্ব-ব্যাখ্যায়িত করা যায় কি-না? দুটোই যুক্তিসঙ্গত বিধায় চেষ্টা করেছি। ২০১৪ সালের উল্লিখিত লোকবক্তৃতা পরবর্তীকালে কেউ কেউ প্রশ্নাত্মক সুপারিশ করেছিলেন যে, "সমস্যা চিহ্নিতকরণসহ বিশ্লেষণ অনেক করেছেন কিন্তু সমাধানের পথ-পদ্ধতি নিয়ে বললেন না কেন?" এ গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে সে চেষ্টাও করেছি।

গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি অনেকদফা টাইপ করেছেন মোজাম্মেল হক ও আরিফ মিয়া। টাইপকৃত পাণ্ডুলিপির ভুলত্রুটি সংশোধনে যত্নশীল ছিলেন সেলিম রেজা, প্রচ্ছদ ডিজাইনসহ গ্রন্থের বাহ্যিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির বিষয়াদি দেখে দিয়েছেন আবু তালেব–

হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টারের এদের সকলের প্রতি আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। এ গ্রন্থের তথ্য উৎস তৈরিতে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টারের আলী আহমেদ টুটুল ও আসমার ওসমান মেধা ও শ্রম নিবেদন করেছেন। তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। পাণ্ডুলিপির বাংলা বানানসহ ভাষাগত দিকসমূহ দেখে দেবার জন্য কুয়াত ইল ইসলাম এর প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটা পাঠ করেছেন বাংলাদেশ বিজ্ঞান লেখক ও সাংবাদিক ফোরাম এর সদস্য এস এম এ কবীর হাসান। ধন্যবাদ তাকে। গ্রন্থের নির্ঘণ্ট প্রণয়নে সহযোগিতার জন্য অধ্যাপক ড. সাইফুল আলম (তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)-এর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। প্রেস ও বাঁধাইখানার কাজ বেশ জটিল। এ কাজগুলো করেছে আগামী প্রেস। গ্রন্থটি মুদ্রিত আকারে সুন্দরভাবে উপস্থাপনে সদাসচেষ্ট ছিলেন আগামী প্রেসের স্বত্বাধিকারী শাহীন আহমেদ, কম্পিউটার টাইপ সেটিং-এর কাজটি নিখুঁতভাবে করার চেষ্টা করেছেন আব্দুল মোতালেব আর ম্যাশিনম্যান আরিফ রব্বানির হাত দিয়ে ঘুরেছে মুদ্রণের চাকা– আমি এদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার আবাসস্থল উত্তর ফুলার রোড ৩৭/জ-এর চিলেকোঠায় যেখানে বসে আমি আমার গ্রন্থ রচনার কাজ করেছি সেখানে ক্লান্তি নিবারণে চা-পানি দিয়েছে আদুরি খাতুন, সাহেরা বেগম ও আবদুল হক বাবুল– তাদের প্রতি আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। আমার সহধর্মিনী অধ্যাপক ডা. সাহিদা আখতার, আমার তিন কন্যা অবন্তি বারকাত, আনোখি বারকাত আর অরণি বারকাত– ওরা আমার নির্ঘুম কাজে উৎসাহ দিয়েছে, আর বিনিময়ে আমি ওদের তেমন কোন সময় দিতে না পেরে বলা চলে অবিচারই করেছি। ওদের ঋণ অপরিশোধ্য। আর সবশেষে দার্শনিক জ্যাঁ-জ্যাক রুশোর (১৭১২-১৭৭৮) কথা দিয়েই বলি "*আমি খুব ভালো করেই জানি, এসব জানার বেশি আগ্রহ পাঠকের নেই। কিন্তু আমার আগ্রহ আছে তাদেরকে বলার*"। আগাম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তাদের কাছে যারা এই গ্রন্থটি পাঠ করবেন, ভাববেন, অন্যকে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করবেন– এবং এসব করে মুক্তবুদ্ধজ্ঞানচর্চার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করবেন।

আবুল বারকাত

১৬ ডিসেম্বর ২০১৫
ঢাকা।

অধ্যায় ১

রাজনৈতিক অর্থনীতি নিয়ে প্রাক্কথন

"চেতনা, চিন্তন এবং চিন্তনের অনুশীলন ছাড়া মানুষের মনের অন্য কোনো গতি নেই।"
থমাস হবস্, ১৫৮৮-১৬৭৯

এ গ্রন্থে আমার দুটো মূল লক্ষ্য আছে। প্রথম লক্ষ্যটি হলো– সমাজে বিদ্যমান ও ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কার্য-কারণ বিশ্লেষণপূর্বক রাজনৈতিক অর্থনীতির একীভূত এক তত্ত্ব বিনির্মাণ-এর চেষ্টা করা। আর দ্বিতীয় লক্ষ্যটি হলো– সমাজে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কার্য-কারণ উদঘাটিত হলে যৌক্তিকভাবেই এ প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করা যে তাহলে উত্তরণের উপায় কী? উত্তরণ-উদ্দিষ্ট সেই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার স্বরূপ কেমন হবে (বা হতে পারে) যেখানে সমাজে মনুষ্য সৃষ্ট দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বিলুপ্ত হবে? আর প্রশ্নের পিঠে প্রশ্ন: যেহেতু অন্যায্য সমাজব্যবস্থা উচ্ছেদের অধিকার মানুষের প্রাকৃতিক অধিকার সেহেতু ঐ অধিকার বাস্তবে রূপ দিতে আমাদের করণীয় কী, কী আমাদের করার কথা, কী করা উচিত অথবা উচিত নয়, কী আমরা করতে সক্ষম, কোন শর্তাবস্থায় আমরা তা করতে সক্ষম?

শুরুতেই বলে রাখি "রাজনৈতিক অর্থনীতি" (Political Economy) নতুন কোনো বিষয় নয়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের ধ্রুপদী বা ক্লাসিকাল অর্থনীতি শাস্ত্র আসলে রাজনৈতিক অর্থনীতি হিসেবেই অভিহিত হতো।[১] এ গ্রন্থে বিচার্য বিষয়বস্তুর কারণেই ক্ল্যাসিকাল বা ধ্রুপদী অর্থনীতিশাস্ত্র অর্থাৎ রাজনৈতিক অর্থনীতি চিন্তাধারার (Classical School of Economic Thoughts) ঐতিহাসিক সময়কালসহ মর্মবস্তুর বড় মাপের দুটি বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ যুক্তিযুক্ত মনে করি। প্রথমত, ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রবক্তারা সামন্তবাদ থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণ ও শিল্প বিপ্লবের ঐতিহাসিক যুগে নীতিশাস্ত্রীয় মূল্যবোধ সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন দর্শন (Moral Philosophy) বিনির্মাণে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ যা যা বলেছেন তা হলো: সমাজ শ্রেণিবিভক্ত (Society is class based); শুধুমাত্র উৎপাদনেই (sphere of production) সম্পদ (Wealth) সৃষ্টি হয় আর বিনিময়ে (sphere of exchange) সম্পদের রূপ পরিবর্তন হয় মাত্র; যেহেতু প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে বাজার এবং একমাত্র বাজারই সব উৎপাদককে সজাগ করে সেহেতু বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না অর্থাৎ মুক্তবাজার ও মুক্ত কর্ম প্রচেষ্টাই (*laissez faire laissez passe*) হবে উন্নয়নের মূল কর্মপন্থা– সবকিছু "বাজারের অদৃশ্য হাতের" (invisible hand of market) উপর ছেড়ে দেয়া সঙ্গত হবে; বাজার হতে হবে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক; একক ব্যক্তি– স্বার্থবাদী এবং যুক্তিবাদী (তবে শ্রেণি দৃষ্টিতে); অর্থনীতির উন্নয়নে পুঁজির সঞ্চয় ও বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ; একমাত্র শ্রমশক্তিই মূল্য সৃষ্টি করে (যা labour theory of value নামে পরিচিত); উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পুঁজির মালিক শ্রমিকের উদ্বৃত্ত শ্রমের ফসল উদ্বৃত্তমূল্য (surplus value) শোষণ করে; উৎপাদন প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের ভূমিকা হবে নিয়ন্ত্রণমূলক এবং সেবাধর্মী। দ্বিতীয়ত, ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের প্রায় সব চিন্তাবিদের গ্রন্থের শিরোনামে 'রাজনৈতিক অর্থনীতি' অভিধাটি স্থান পেয়েছিলো। যেমন সপ্তদশ শতক থেকে উনবিংশ শতক পর্যন্ত ঐতিহাসিক কালানুক্রম অনুযায়ী তাদের চিন্তাভাবনার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শনসমৃদ্ধ কয়েকটি মৌলিক গ্রন্থের শিরোনাম নিম্নরূপ: ফরাসি অর্থনীতিবিদ এন্তোনি দে মনক্রেশিয়ে (১৫৭৫-১৬২১) যিনি অর্থশাস্ত্রের চিন্তার ইতিহাসে সর্বপ্রথম ১৬১৫ সালে "রাজনৈতিক অর্থনীতি" প্রপঞ্চটি ব্যবহার করেছিলেন, তার গ্রন্থের শিরোনাম "Treatise on Political Economy" (Traicté de l'oeconomie politique); ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ স্যার উইলিয়াম পেটি (১৬২৩-১৬৮৭)-র গ্রন্থের শিরোনাম "Political Arithmetic" (প্রকাশকাল ১৬৯০ সাল), ফরাসি অর্থনীতিবিদ জ্যা-বাতিস্ত সেই (১৭৬৭-১৮৩২) এর গ্রন্থের শিরোনাম "A Treatise on Political Economy" (প্রকাশকাল ১৮০৩ সাল), ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩)-র গ্রন্থের শিরোনাম "On the Principles of Political Economy and Taxation" (প্রকাশকাল ১৮১৭ সাল), সুইস অর্থনীতিবিদ জ্যা-চার্লস লিওনার্ড দে সিসমন্ডি (১৭৭৩-১৮৪২)-র গ্রন্থের শিরোনাম "New Principles of Political Economy" (প্রকাশকাল ১৮১৯ সাল), ব্রিটিশ

---

[১] রাজনৈতিক অর্থনীতিশাস্ত্রের উদ্ভব ও প্রণিধানযোগ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির জন্য বিস্তারিত জানতে দেখুন: আবুল বারকাত, ২০১৫, নীতি-নৈতিকতার নিরিখে অর্থনীতিশাস্ত্রের বিকাশ: 'দর্শনের দারিদ্র্য' প্রসঙ্গে, পৃ: ১৩-১৮, ২৫-৩০।

অর্থনীতিবিদ জেমস্ মিল (১৭৭৩-১৮৩৬)-এর গ্রন্থদ্বয়ের শিরোনাম "Elements of Political Economy" এবং "Whether Political Economy is Useful" (প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৮২১ ও ১৮৩৬ সাল), ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ রবার্ট ম্যালথাস (১৭৮৬-১৮৩৪)-এর গ্রন্থদ্বয়ের শিরোনাম "Definitions of Political Economy" এবং "Principles of Political Economy" (তার মৃত্যুপরবর্তী সময়ে প্রকাশিত; প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৮২৭ ও ১৮৩৬ সাল), ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩)-এর গ্রন্থের শিরোনাম "Principles of Political Economy" (প্রকাশকাল ১৮৪৮ সাল), মার্কিন অর্থনীতিবিদ হেনরি জর্জ (১৮৩৯-১৮৯৭)-এর গ্রন্থের শিরোনাম "The Science of Political Economy" (প্রকাশকাল ১৮৯৮ সাল) ইত্যাদি।

এতো গেলো সামন্তবাদ আর সামন্তবাদ থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণকালের অর্থনীতিশাস্ত্র– রাজনৈতিক অর্থনীতিশাস্ত্রের কথকথা। অবশ্য পরবর্তীকালে যখন থেকে পুঁজিবাদী আর্থসামাজিক ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী রূপ দেবার চেষ্টা করা হলো তখন থেকেই শুরু "রাজনৈতিক অর্থনীতি" শাস্ত্রকে শুধু "অর্থনীতি" শাস্ত্র নামে আখ্যায়িত করার সচেতন জোর প্রয়াস। প্রথম দফা উনবিংশ শতকের শেষের দিকে আর দ্বিতীয় দফা বিংশ শতকের প্রথমার্ধে প্রধানত রাজনৈতিক কারণেই "রাজনৈতিক অর্থনীতি" শাস্ত্রের নামকরণ থেকে "রাজনীতি" শব্দ বাদ দেয়া হয়। বলা চলে এ প্রক্রিয়ায় দুটো ঢেউ (two waves) কাজ করেছে। এসবে বিভিন্ন ধরনের ঐতিহাসিক উপাদান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাত্রায় কাজ করেছে, যার মধ্যে আছে– শোষণভিত্তিক বৈষম্য সৃষ্টিকারী পুঁজিবাদী আর্থসামাজিক ব্যবস্থার জন্মসূত্রীয় অন্তর্নিহিত দুর্বলতা আড়াল করার প্রায়াস, উঠতি পুঁজিবাদ-শিল্পে পুঁজিবাদের সাথে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের সংঘর্ষ, পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বাণিজ্য চক্রের বিভিন্ন স্তরে ভারসাম্যহীনতা উদ্ভূত গণ-অসন্তোষ, অষ্টাদশ শতকে ব্রিটেনে শ্রমিকদের অসন্তোষের প্রকাশ হিসেবে 'লুডাইট' আন্দোলনকারীদের দ্বারা কলকারখানার যন্ত্রপাতি ধ্বংস করা, ব্রিটেনে শ্রমিক শ্রেণির চার্টিস্ট আন্দোলন (১৮৩৮-১৮৫৮), ব্রিটেন ও ইতালিতে নবজাগরণ (রেঁনেসা), ১৭৮৯-১৭৯০ এর ফরাসি বিপ্লব, ষষ্ঠদশ শতকে ফরাসি রেঁনেসা (নবজাগরণ) ইত্যাদি। এ অবস্থায় উনবিংশ শতকে নয়া-ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদরা[২] যা বলা শুরু করলেন তার মর্মার্থ এ রকম: "একক ব্যক্তি জানে যে সে কী করছে, সুতরাং ব্যক্তিকে তার মত করে থাকতে দিতে হবে (তাকে বিরক্ত করা যাবে না)। তবে বাজার ব্যবস্থ্যায় একটু আধটু সমস্যা হলে তা ঠিকঠাক করতে যা লাগে তা করতে হবে"। নয়া ধ্রুপদী এসব অর্থনীতিবিদেরা পুঁজিবাদী আর্থসামাজিক ব্যবস্থাকে জিইয়ে রাখতে রাজনৈতিক অর্থনীতি শাস্ত্রকে "বিশুদ্ধ বিজ্ঞান" (pure science)-এ রূপান্তরের লক্ষ্যে বললেন এই শাস্ত্র থেকে একক ব্যক্তির মূল্যবোধ সংশ্লিষ্ট বিচার-বিবেচনা বাদ দিতে হবে অর্থাৎ বাদ দিতে হবে নীতিশাস্ত্রীয় বিষয়াদি অর্থাৎ বাদ দিতে হবে "রাজনীতি"। "রাজনৈতিক অর্থনীতি" শাস্ত্রের নামকরণ থেকে 'রাজনীতি' প্রপঞ্চটি বাদ দেয়ার দ্বিতীয় ঢেউ এসেছে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের পরবর্তী এক পর্যায়ে, বিশেষত গত শতকের ৩০-এর দশকের শুরুর দিকে বিশ্ব অর্থনৈতিক মহামন্দার (Great Depression, ১৯২৯-১৯৩৩) সমসাময়িককাল থেকেই "রাজনৈতিক অর্থনীতি" শাস্ত্রের নামকরণ থেকে "রাজনীতি" শব্দটি চূড়ান্তভাবে বাদ দেয়া হয়। আবার সময়-কালটা ছিলো বিশ্বের ইতিহাসে প্রথমবারের মত সমাজতন্ত্র বিনির্মাণ প্রয়াসের শুরুর কাল। অর্থাৎ আপাতত নির্মোহ শেষ সত্য কথাটি হলো অর্থনীতি শাস্ত্রের নামকরণ পরিবর্তনের পিছনেও "রাজনীতি" কাজ করেছে।

রাজনৈতিক অর্থনীতি চিরায়ত অর্থে উৎপাদন সম্পর্কের (production relation) সাথে উৎপাদিকা শক্তির (productive forces) আন্তঃসম্পর্ক নির্ণয়কারী শাস্ত্র।[৩] যেখানে মূল কথা হলো নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্ক যেমন উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ নির্ধারণ করবে তেমনি উৎপাদিকা শক্তির বিকাশে বাধার কারণ হলে পুরাতন উৎপাদন সম্পর্কের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য পাল্টে যাবে। এ অর্থে মানুষের বিকাশ, সমাজের বিকাশ, সভ্যতার বিকাশ কোন অনড় (static অর্থে) বিষয় নয়, তা পরিবর্তনশীল

---

[২] নয়া-ধ্রুপদী এসব অর্থনীতিবিদদের অন্যতম হলেন উইলিয়াম জেভনস (১৮৩৫-১৮৮২), লিও ওয়ালরাস (১৮৩৪-১৯১০) এবং আলফ্রেড মার্শাল (১৮৪২-১৯২৪)। উল্লেখ্য যে আলফ্রেড মার্শাল রচিত ১৮৯০ সালে প্রকাশিত "Principles of Economics" গ্রন্থটি "রাজনৈতিক অর্থনীতি" শাস্ত্রকে "অর্থনীতি" শাস্ত্রে রূপান্তরে মোটামুটি নিয়ামক ভূমিকা রেখেছিলো।

[৩] সভ্যতার ইতিহাসে আমরা এ পর্যন্ত ৫ ধরনের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা (socio-economic formation) দেখেছি: (১) আদিম সাম্যবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা, (২) দাস উৎপাদন ব্যবস্থা, (৩) সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা, (৪) পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা, এবং (৫) সাম্যবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা (যার প্রথম স্তরকে বলা হয় সমাজতন্ত্র)। প্রতিটি আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার স্ববৈশিষ্ট্যের উৎপাদন পদ্ধতি (mode of production) আছে। আর প্রতিটি উৎপাদন পদ্ধতি নির্দিষ্ট ধরনের উৎপাদন সম্পর্ক (production relation) ও উৎপাদিকা শক্তি (productive force) এর দ্বান্দ্বিক সমাহার। যেখানে উৎপাদন সম্পর্কের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের প্রধান নিয়ামক হলো উৎপাদনের উপায়ের (means of production– যেমন জমি, জলা, যন্ত্রপাতি-কলকারখানা ইত্যাদি) উপর মালিকানার ধরন (যে মালিকানার ধরন হতে পারে ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, রাষ্ট্রীয়, সমবায়ী, ঐতিহ্যগত, প্রথাগত, সার্বজনীন ইত্যাদি), আর উৎপাদনের উপায়-এর মূল উপাদান হলো শ্রমের বস্তু ও শ্রমের উপায় বা হাতিয়ার। আর উৎপাদিকা শক্তির প্রধান তিনটি মৌল উপাদান হলো (১) উৎপাদনী অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতাসহ শ্রমশক্তি– মানুষ, (২) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, (৩) উৎপাদনের উপায়। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ নিরন্তর। আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন অথবা সমাজ-অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটে তখন যখন নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তির বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। (এসব বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন: আবুল বারকাত, ১৯৮৫, বিশ্ববীক্ষার বিষয়: সম্পাদকের বক্তব্য, পৃ: ১৫-২১)।

(dynamic অর্থে), সদা পরিবর্তনশীল। যেহেতু এ বিকাশ নিরন্তর সেহেতু নির্দিষ্ট কোনো এক সময়ে এ বিকাশের ভবিষ্যত সীমাসহ সুনির্দিষ্ট সম্ভাব্য রূপরেখা নির্ণয় সম্ভব নয়। আবার এ কথার অর্থ এও নয় যে প্রকৃতি জগতের সবকিছুই অজ্ঞেয়।[৪]

আমরা সাধারণভাবে সমাজ, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সরকার, রাষ্ট্র সব নিয়েই কথা বলি। এসবের অর্থনৈতিক ভিত্তি আছে, আছে রাজনৈতিক সারবত্তা। আর সে কারণেই আমার মতে এমন কোনো বিষয়ই হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না যার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক মর্মবস্তু নেই– কারণ-পরিণাম যেদিক দিয়েই দেখি না কেন। এসব বিবেচনা থেকেই এ গ্রন্থে আমি বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতির কাঠামোগত বিষয়াদির হাজারো বিষয় থেকে অগ্রাধিকার বিবেচনায় আন্তঃসম্পর্কিত শুধু সে বিষয়গুলিই বেছে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি যার সংশ্লেষণের ফলে যেনো বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতির একটি সমগ্রক (holistic) চিত্র বের করে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার একীভূত তত্ত্ব (unified theory) বিনির্মাণ করা সম্ভব হয়। এ অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে আমার বেছে নেয়া বিষয়গুলি নিম্নরূপ: দারিদ্র্য, বঞ্চনা, বৈষম্য, অসমতা, দুর্বৃত্তায়ন, একচেটিয়া বাজার, বাজার সন্ত্রাস ও মূল্য সিন্ডিকেট, দুর্নীতি, মৌলবাদের অর্থনীতি, সুশাসন আর বিশ্বায়ন-এর পাশাপাশি ধনী দেশের অর্থনীতি ও সমাজে অসাম্য-বৈষম্য সৃষ্টির কারণ-পরিণাম। ধনী দেশের (এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের) বিষয়টি যুক্ত করেছি দু'টি কারণে, প্রথমত: প্রায়শই মনে করা হয় যে দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা-দুর্বৃত্তায়ন-দুর্নীতি-অপশাসন– এসব শুধু আমাদের মত *উন্নয়নশীল-অনুন্নত-স্বল্পোন্নত-দরিদ্র* দেশেই ঘটে থাকে। দ্বিতীয়ত: অসাম্য-বৈষম্য বিষয়ে উন্নত দেশের উদাহরণ টেনেছি উপরোল্লিখিত প্রথম ধারণার অন্তর্নিহিত ভ্রান্তি প্রমাণ করার লক্ষ্যে; বলার চেষ্টা করেছি যে ব্যাপক প্রচলিত এসব ধারণা আসলে অলীক বা কল্পকথা মাত্র (myth অর্থে)।

এ গ্রন্থে আমার গবেষণার মূল অভীষ্ট হলো গ্রন্থের শিরোনামে যা লেখা আছে হুবহু তাই, অর্থাৎ "বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম ও উত্তরণ সম্ভাবনা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে"। যেহেতু আমার অনুসন্ধানের বিষয়াদি রাজনৈতিক-অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট সেহেতু যৌক্তিক বিচারেই প্রাক্কথনীয় এ অধ্যায়ে রাজনৈতিক-অর্থনীতি শাস্ত্রের বিবর্তন নিয়ে প্রয়োজনীয় কিছু কথা বলতে হলো। "দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা" নিয়ে সামাজিক বিজ্ঞানের সংশ্লিষ্ট গবেষণায় বহু বছর ধরেই বিদেশে-দেশে বেশ লেখালেখি হয়েছে; অনেকেই যথেষ্ট নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাসহ এসবের উৎসমূল অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন; অনেকেই বিষয়টিকে খণ্ডিতভাবে (fragmented) অথবা কামরাভুক্তভাবে (compartmentalized) দেখেছেন বিধায় কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় এগুতে সক্ষম হননি; অনেকেই দারিদ্র্য হ্রাস-বৈষম্য হ্রাস-অসমতা হ্রাস নিয়েও ভেবেছেন এবং গুরুগম্ভীর-গভীর তথ্যানুন্ধান করে এসবের শেকড়ের কারণে যাবার চেষ্টা করেছেন; অনেকেই সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব বিনির্মাণেও সচেষ্ট হয়েছেন; কেউ কেউ আবার সমাধানের পথও খুঁজেছেন (এসব বিষয় এ গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট সুনির্দিষ্ট জায়গায় বর্ণনা-বিশ্লেষণ করেছি)। তবে আমার জানামতে সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষকদের কেউই এখনও পর্যন্ত শ্রেণিবিভক্ত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় (বিশেষত পুঁজিবাদে) দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার প্রকৃত কারণ-পরিণাম নিরূপণসহ দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা থেকে উত্তরণ সম্ভাবনার রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্ব বিনির্মাণ করেননি; সম্ভবত কেউই সম্পূর্ণ বিষয়টিকে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অন্তর্গত সমগ্রতার (holistically) নিরিখে বিচার করতে সক্ষম হননি বিধায় বিজ্ঞানসম্মত উপসংহারে উপনীত হতে সক্ষম হননি। এখানে সামাজিক বিজ্ঞানের পদ্ধতিতত্ত্বীয় (methodological) একটি বিষয় উল্লেখ জরুরি। তা হলো সমগ্র বিষয়টি অনুসন্ধানে আমার চিন্তা-প্রবাহ (flow of thoughts) আর চিন্তা প্রবাহের ফলাফল হিসেবে উপস্থাপন-প্রবাহ (flow of presentation) এক নয়। এক্ষেত্রে আমি যা করেছি তা হলো প্রথমেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চিন্তা-প্রবাহের খুটিনাটি বিষয় লিপিবদ্ধ করেছি আর তারপরে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আমার মতে যেভাবে যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছে যার ফলে একদিকে যেমন সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্ব বিনির্মাণ করা যায় এবং একই সাথে উত্তরণের পথ-পদ্ধতি বাতলানো যায় সে পদ্ধতি অবলম্বন করেছি (আমার মতে পদ্ধতিটি দ্বান্দ্বিক)। এখানে একটি উদাহরণ দেয়া

---

[৪] যেমন জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড-প্রকৃতি-জীব বৈচিত্র্য-জীবন-মানুষ– এসবের বিকাশ বিবর্তন প্রক্রিয়া (evolutionary process) অজ্ঞেয় নয়; মানব সমাজ আদিতে যুথবদ্ধ ও সাম্যবাদী ছিল– এসব অজ্ঞেয় নয়; অজ্ঞেয় নয় যে শ্রেণি সমাজ ঐতিহাসিকভাবে উত্তরণশীল সমাজ এবং তা চিরস্থায়ী নয়; গাছপালার জীবন আছে– তা অজ্ঞেয় নয়; মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র মস্তিষ্কে ১২০ বিলিয়ন নিউরন আছে– তা অজ্ঞেয় নয়; ব্রহ্মাণ্ড সীমাহীন এবং জ্ঞাত সীমানা ক্রমবর্ধমান– তা অজ্ঞেয় নয়। তবে অনেককিছুই অজ্ঞেয় এবং অনেককিছুই মানবসমাজ জানবে আবার অনেককিছুই অজ্ঞেয়ই থেকে যাবে। 'অজ্ঞেয়' অর্থ অজ্ঞতা নয়, অজ্ঞেয় অর্থ জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তা ও সুযোগ চিরস্থায়ী। দর্শনশাস্ত্রে অজ্ঞেয়বাদ (agnosticism) এর অর্থ জ্ঞানের ক্ষেত্রে অথবা বিশ্বকে জানার অক্ষমতা বুঝায়। অজ্ঞেয়বাদ হলো সংশয়বাদ বা সন্দেহবাদ। অষ্টাদশ শতকের দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট, ডেভিড হিউম, টমাস হাক্সলি প্রমুখেরা ধর্ম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অজ্ঞেয়বাদী দর্শন অবতারণ করে মূল সত্তা (যাকে তারা বলেছেন 'নু মেনা') হিসেবে বস্তুকে জানার অসম্ভবতার তত্ত্ব হাজির করেন। আসলে মূল কথা হলো এ রকম: উনবিংশ শতকে দর্শনশাস্ত্রে অজ্ঞেয়বাদের উদ্ভবের সাথে সরাসরি জড়িত বিষয় হলো সমসাময়িককালে বাস্তব জীবনে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এবং অর্থনৈতিক বিকাশে উঠতি পুঁজিবাদের সাথে শ্রমিক শ্রেণির সম্পর্ক ও ক্রমবর্ধমান বিরোধ উদ্ভূত সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা থেকে। এ অবস্থায় ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শন প্রয়োগ করে তাঁর 'এ্যান্টি ডুরিং' গ্রন্থে অজ্ঞেয়বাদকে খণ্ডন করে বলছেন, "বস্তুকে আমরা জানতে পারি কি-না এ নিয়ে মাথা ঘামাবার দিন শেষ। কারণ আমরা বস্তুকে তাত্ত্বিকভাবে জানছি; স্পর্শ করছি; বিশ্লেষণ করছি; অন্তর্নিহিত বিধিবিধান জানছি এবং জ্ঞাত বিধানকে প্রয়োগ করে বস্তুকে নতুনভাবে গঠনও করছি।" এসবের পরে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অজ্ঞেয়বাদ কমজোরি দর্শনে রূপান্তরিত হয়।

যুক্তিসঙ্গত হবে, যেমন "Rent seeking" বিষয়টি আমি আবিষ্কার করেছি গবেষণার শেষের দিকে কোনো এক পর্যায়ে কিন্তু বিষয়টি উপস্থাপন করেছি গ্রন্থের শুরুর দিকে– দ্বিতীয় অধ্যায়ে। এভাবে বিষয়টির পরস্পর সম্পর্ক ও যুক্তিপরম্পরা বজায় রেখে গ্রন্থটিকে মোট বারোটি অধ্যায়ে বিভাজিত করা হয়েছে। উপস্থাপন ক্রমানুসারে গ্রন্থের অধ্যায়সমূহ নিম্নরূপ: রাজনৈতিক অর্থনীতি নিয়ে প্রাক্কথন (অধ্যায় ১); "দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা"-র শেকড়ে Rent seeking: বিষয়টি আসলে কী? (অধ্যায় ২); দারিদ্র্য-দুর্দশা-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা: প্রকৃতি, ব্যাপ্তি এবং ভাবনার দারিদ্র্য যেখানে প্রকট (অধ্যায় ৩); বৈষম্য-অসমতা উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন-উদ্দিষ্ট rent seeking-সহ দুর্বৃত্তায়নই দারিদ্র্যের উৎস (অধ্যায় ৪); দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা পুনরুৎপাদনে শক্তিশালী মাধ্যম: Rent-seeker-দের সংগঠিত মূল্য ও বাজার-সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট (অধ্যায় ৫); "দুর্নীতি দারিদ্র্য বাড়ায়" কিন্তু দুর্নীতি হয় কেনো? Rent seeking-ই দুর্নীতির প্রধান উৎস (অধ্যায় ৬); দারিদ্র্য হ্রাস "নীতি-কৌশলের দারিদ্র্য": Rent-seeker ধনী নিয়ে গবেষণা জরুরি (অধ্যায় ৭); ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও জঙ্গিত্ব: দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা যেখানে প্রধান কারণ (অধ্যায় ৮); "সুশাসন" না-কি সর্বরোগের নিরাময়: Rent seeking যখন সুশাসনে বাধা (অধ্যায় ৯); দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বিমোচনে বিশ্বায়নের সম্ভাব্য ভূমিকা কী হতে পারে? বৈশ্বিক Rent-seekers ও বৈশ্বিক অর্থনীতির সংকট; আমাদের উন্নয়নে নতুন ভাবনার সুযোগ আছে কি? (অধ্যায় ১০); মানুষে মানুষে অসাম্য কেন হয়, কিভাবে হয়, হলে কী হয়? আধুনিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাস্তবতা (অধ্যায় ১১); Rent seeking নিয়ন্ত্রিত দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা কাঠামো থেকে উত্তরণ: সম্ভাব্য রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক রূপান্তর-পরিবর্তন-এর স্বরূপ প্রসঙ্গে (অধ্যায় ১২)।

উল্লেখ্য যে মোট বারোটি অধ্যায়ের প্রথম ১১টি অধ্যায়ে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির বিশ্লেষণপূর্বক এ বিষয়ে একটি "একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্ব" (Unified Political Economy Theory) বিনির্মাণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ উদ্ভূত সংশ্লেষণ (synthesis followed by analysis) থেকে সমাধানের কিছু পথনির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং স্পষ্ট যুক্তি দেয়া হয়েছে যে সমগ্র বিষয়ের পুর্ণাঙ্গ সমাধান– বিষয়টি শেষ বিচারে রাজনৈতিক। আর সর্বশেষ দ্বাদশ অধ্যায়ে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার বহুমাত্রিক-বহুধা-জটিল কারণ পরিণাম অনুসন্ধানপূর্বক সংশ্লিষ্ট একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্ব বিনির্মাণ করে উত্তরণের পথ-পদ্ধতি উদঘাটন করা হয়েছে। এই সর্বশেষ অধ্যায়েই বলা হয়েছে যে সমাধানটি রাজনৈতিক এবং রাজনৈতিক এ সমাধানের দুটি সম্ভাব্য পথ আছে। প্রথম পথটিকে বলা যায় চূড়ান্ত সমাধান– "কাঙ্ক্ষিত আদর্শ সমাধান" যার মর্মবস্তু "জন-সমৃদ্ধিকামী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা" প্রতিষ্ঠা করা। আর দ্বিতীয় পথটিকে বলা যায় "মধ্যবর্তীকালীন সমাধান" যার মর্মবস্তু "সামাজিক-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা" অথবা "জন-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা" প্রতিষ্ঠা করা। সবশেষে স্পষ্টভাবে আরো দুটো কথা বলা হয়েছে:

(১) উল্লিখিত দুটো পথের মধ্যে যেটাই গ্রহণ এবং প্রতিষ্ঠিত করা হোক না কেন শেষ বিচারে তা সচেতন সক্রিয় রাজনৈতিক মতাদর্শের বিষয়, এবং

(২) উল্লিখিত দুটো পথের মধ্যে যেটাই গ্রহণ এবং প্রতিষ্ঠিত করা হোক না কেন– এসবে বিস্তারিত খুটিনাটি তারাই নির্ধারণ করবেন যারা সমসাময়িককালে সিস্টেমিক ঐ পরিবর্তনের সহযাত্রী হবেন।

অধ্যায় ২

"দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা"-র শেকড়ে Rent Seeking: বিষয়টি আসলে কী?

> "সব সত্য তিনটি পর্যায় অতিক্রম করে। প্রথম পর্যায়ে তা নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রুপ-ঠাট্টা-মশকরা করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে তাকে হিংস্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। তৃতীয় পর্যায়ে তাকে স্বতঃপ্রমাণিত হিসেবে গ্রহণ করা হয়।"
>
> আর্থার শোপেনহাউয়ের, ১৭৮৮-১৮৬০

যেহেতু দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা– এসব সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির শেকড়ে আছে rent seeking সেহেতু আলোচনার সুবিধার্থে প্রথমেই rent seeking প্রত্যয় বা প্রপঞ্চটির (category অর্থে) মর্মার্থ স্পষ্ট করা প্রয়োজন। প্রথমেই বলে রাখি এ গ্রন্থে আমি বাংলা অনুবাদ করিনি এবং তা সচেতনভাবেই। তবে প্রপঞ্চ বা প্রত্যয় হিসেবে 'Rent seeking' এর মর্মানুবাদ হতে পারে অন্যের সম্পদ জোরদখলকারী, দুর্বৃত্ত, পরজীবী শ্রেণি, অনুপার্জিত আয়কারী, লুটেরা, আত্মসাৎকারী, ফাও-খাওয়া শ্রেণি, চাটার দল, দুর্নীতিবাজ, চোরাদের চোর, অসৎ, কালোবাজারি, দুঃখী মানুষের উপর অত্যাচারকারী, ফটকাবাজ গোষ্ঠী ইত্যাদি।[৫] যেহেতু 'rent seeking' এর গ্রহণযোগ্য একক বাংলা প্রতিশব্দ এখনও নেই সেহেতু উল্লেখ করা প্রয়োজন যে 'rent-seeker' ও 'rent seeking'-এর প্রায়োগিক মর্মানুবাদ হতে পারে উল্লিখিত প্রপঞ্চ বা প্রত্যয়সমূহের এক বা একাধিক-এর মিশ্র কোনো রূপ। তবে আপাতত আমার দৃষ্টিতে "মর্মানুবাদ"-এর চেয়ে "মর্মার্থ" গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সে বিষয়েই জোর দিতে চাই।

Rent seeking বিষয়টির মর্মকথায় আসা যাক। Rent seeking এর ব্যাখ্যাটি এ রকম: বিত্তবান বা সম্পদশালী হওয়া যায় দু'ভাবে। প্রথম পদ্ধতিতে বিত্তবান-সম্পদশালী হওয়া যায় সম্পদ সৃষ্টির (by wealth creation) মাধ্যমে– এটা rent seeking নয়; এ পদ্ধতিতে সমাজের মোট বিত্ত-সম্পদ বাড়ে (total wealth increases)। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে বিত্তবান-সম্পদশালী হওয়া যায় অন্যের সম্পদ গ্রহণ, অধিগ্রহণ, হরণ, দখল, বেদখল, জবরদখল, লুটতরাজ, আত্মসাৎসহ সমরূপী বিভিন্ন পদ্ধতিতে। দ্বিতীয় পদ্ধতির এসবই rent seeking, আর এসবের সাথে যুক্ত যারা তারাই rent-seeker। প্রথম পদ্ধতি যেখানে সমাজের মোট বিত্ত বাড়ায় সেখানে rent seeking এর পরিণাম হয় ঠিক উল্টো। Rent seeking সমাজের মোট বিত্ত কমায় এমনকি ধ্বংস করে (total wealth decreases or destroys total wealth)। Rent seeking পদ্ধতির সরব উপস্থিতির অর্থ হলো সমাজের উঁচুতলার বিত্তবানদের বিত্তের বড় অংশ আর নীচুতলার মানুষের দুর্দশার উৎস– বিত্তের সৃষ্টি নয় (not creation of wealth) বিত্তের হস্তান্তর (wealth transfer অর্থে)। এ পদ্ধতিতে আবিষ্কারটা হলো এ রকম: উপরতলার ধনীরা জনগণের সম্পদসহ নীচতলার মানুষের কাছ থেকে অর্থ-সম্পদ হাতড়ে নেবে কিন্তু নীচতলার মানুষ বুঝতেই পারবে না– কিভাবে কী হয়ে গেলো! আর rent seeking এর এই প্রক্রিয়ায় rent-seeker-দের সাথে রাজনীতি ও সরকারের এক অশুভ সমস্বার্থের সম্মিলন ঘটে যা দুর্ভেদ্য– যে ত্রিভূজটি দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে (দেখুন ছক ১)।

---

[৫] Rent-seeker ও rent seeking প্রত্যয় বা প্রপঞ্চের এসব বাংলা মর্মানুবাদ কেউ কখনও করেছেন কি-না তা গবেষণার বিষয়। তবে বলে রাখা প্রয়োজন যে এসবের অনেকগুলোই বাঙালির জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবনের সর্বশেষ জনসভায় ১৯৭৫ এর ২৬ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে স্পষ্ট উল্লেখ করেছিলেন। জনসভায় তাঁর ব্যবহৃত প্রত্যয়ের মধ্যে যেসব শব্দ-বাক্য ছিলো সেগুলোর অন্যতম হলো "চাটার দল", "চোরাদের চোর", "দুঃখী মানুষের উপর অত্যাচারকারী", "দুর্নীতিবাজ", "ঘুষখোর", "কালোবাজারী", "অসৎ" ইত্যাদি। (পূর্ণাঙ্গ ভাষণটির জন্য দেখুন, মিজানুর রহমান মিজান (সম্পাদিত), ১৯৮৯, "বঙ্গবন্ধুর ভাষণ", পৃ: ২০৭-২১৮)।

ছক ১: Rent-seekers, রাজনীতি ও সরকারের অশুভ সমস্বার্থের ত্রিভুজ:
দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির উৎস

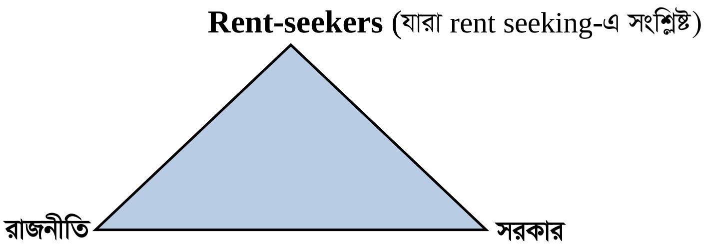

Rent seeking এর এ বিষয়টি অর্থনীতির ভাষায় 'zero sum game'ও নয়– এটা প্রকৃত অর্থে 'negative sum game'। বিষয়টি আরো একটু স্পষ্ট করা প্রয়োজন। আধুনিক অর্থশাস্ত্রের জনক এডাম স্মিথ যুক্তি দিয়েছিলেন যে ব্যক্তির স্ব-স্বার্থ (self interest) বিকশিত হবার সুযোগ দিলে এক 'অদৃশ্য হাত' (যাকে অর্থনীতিবিদেরা বলেন invisible hand of market) অন্য সকলের জীবনসমৃদ্ধি বাড়াবে। কিন্তু ১৯২৯-৩৩ এর বিশ্বমহামন্দা আর ২০০৭-০৮ এর বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের পরে এডাম স্মিথের 'অদৃশ্য হাততত্ত্ব' আর কেউ বিশ্বাস করেন কি-না সন্দেহ– 'অদৃশ্য হাত' এখন অদৃশ্য।[৬] আগেই বলেছি rent seeking বিষয়টি এমনকি 'zero sum game'ও নয় যখন একজন ব্যক্তির লাভ বা প্রাপ্তি (gain) অন্য আর এক জনের ক্ষতির (loss) ঠিক সমান সমান হয়। আসলে rent seeking হলো 'negative sum game' যেখানে বিজয়ীর লাভ বা প্রাপ্তি ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতির চেয়ে কম। আর এ প্রক্রিয়ায় সমাজের ক্ষতির হিসেব কষলে– ব্যাপারটি আরো বেশি সত্য। কারণ rent seeking এর প্রক্রিয়ায় শেষ পর্যন্ত ব্যাপক ধ্বংসাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয় সমাজ। সেইসাথে এটা 'negative sum game' এজন্যও যে গরিবদের কাছ থেকে ধনীদের কাছে অর্থ-বিত্ত-সম্পদ নির্বিঘ্নে পৌঁছে দেবার এ প্রক্রিয়ায় সরকার ও রাজনীতিবিদদের যথেষ্ট সম্পদ ব্যয় করতে হয়; সব ধরনের অন্যায় পথ পেরুতে হয়, যথেষ্ট তয়-তদবির লবি করতে হয়, যথেষ্ট সময় ব্যয় করতে হয়, মারপ্যাচ করতে হয় অনেক এবং অনেক ঘাটে অনেক পথ-পদ্ধতিতে। অর্থাৎ অর্থনীতির rent seeking আসলে একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিত্ত-সম্পদ নীচতলার অন্য সবার কাছ থেকে নির্বিঘ্নে উঁচুতলার ধনীদের কাছে পৌঁছে যায়।

Rent seeking এর রূপ হতে পারে অনেক ধরনের। যেমন, অদৃশ্য হস্তান্তর (hidden transfer), দৃশ্যমান হস্তান্তর (open transfer), সরকারি ভর্তুকি, নিয়ম-কানুন বিধি-বিধান যা বাজারের প্রতিযোগিতাসক্ষমতা হ্রাস করে অথবা বাজারকে প্রতিযোগিতাহীন করে, বাজার-প্রতিযোগিতার বিদ্যমান আইন-কানুন-বিধি-বিধান কার্যকর হতে না দিয়ে বা প্রয়োগে বাধা দিয়ে (non enforcement or counter enforcement), বিধি-বিধান-স্টাটিউট যা ব্যবসা-বাণিজ্য-কর্পোরেশনসমূহকে অন্যের জন্য প্রদেয় সুবিধে হস্তগত করতে সহায়তা করে অথবা অনেক কিছুর ব্যয়ভারের দায়ভার সমাজের কাঁধে চাপিয়ে দেয়। আর এ প্রক্রিয়ায় rent-seeker-দের সহায়তা করে সরকার ও রাজনীতি। যেসব ক্ষেত্রে বিত্তবান অথবা সম্পদশালী হবার প্রক্রিয়ায় সম্পদ সৃষ্টির চেয়ে rent seeking পদ্ধতি জোর তালে চলে সেক্ষেত্রে সরকার ও রাজনীতি rent-seeker-দের অধীনস্থ অথবা বলা যায় rent-seeker গোষ্ঠীর কথায় ওঠ্-বস্ করে (ছক ১ দেখুন)। এ প্রক্রিয়া একদিকে যেমন সমাজের নীচুতলার মানুষের সম্পদসহ রাষ্ট্রের মালিকানাধীন প্রাকৃতিক সম্পদ সমাজের উঁচুতলার গুটিকয়েক মানুষের হাতে তুলে দিয়ে সমাজে বৈষম্য-অসমতা বাড়ায়, তেমনি ঐ ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতা সমাজ ও অর্থনীতিতে অস্থিতিশীলতা বাড়ায়, আর ক্রমবর্ধমান এ অস্থিতিশীলতা বৈষম্য-অসমতা আরো বাড়ায়। Rent seeking প্রক্রিয়া থেকেই উদ্ভূত এ এক পরিবর্তন-অসাধ্য দুষ্টচক্র (irreversible vicious cycle)।

যেহেতু দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির প্রধান মাধ্যম rent seeking সেহেতু rent seeking-এর ইতিবৃত্ত নিয়ে আরো একটু বলা দরকার। ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রে rent seeking বলতে ভূমি খাজনা (agricultural/land rent) বা ভূমি থেকে প্রাপ্তি (returns to land) বুঝানো হতো। অর্থাৎ জমির মালিক ভূ-স্বামী (যেমন ব্রিটেনে Lord, Barron, Knight ইত্যাদি) জমিতে নিজে কোন শ্রম না দিয়েই শুধুমাত্র জমির মালিক হবার কারণেই অন্যের (কৃষকের) শ্রমে সৃষ্ট

[৬] বিষয়টি বুঝাতে জোসেফ স্টিগলিজ বলছেন "আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের জীবনসমৃদ্ধি ঘটেছে অন্য সবার ক্ষতির বিনিময়ে" (দেখুন: নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ, ২০১৩, The Price of Inequality, পৃ: ৪১)। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য অধ্যায়সহ *মানুষে মানুষে অসাম্য কেন হয়* শিরোনামের একাদশ অধ্যায়ে।

উৎপাদনের ভাগ পেতেন– এটাই ভূমি খাজনা। বা ভূমির মালিক হবার কারণে কোনো শ্রম না দিয়ে আয়।[৭] পরবর্তীকালে অর্থশাস্ত্রে যে একচেটিয়া মুনাফা (monopoly profit) প্রত্যয়টি (terminology অথবা category অর্থে) দেখি তা আসলে ঐ ভূমি খাজনা বা rent এরই সম্প্রসারিত রূপ, যাকে বলা হয় একচেটিয়া খাজনা বা monopoly rent, যার সারার্থ হলো ঐ আয় যা একজন একচেটিয়াভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের (control অর্থে) ফলে পেয়ে থাকেন। আরো পরে rent প্রত্যয়টি সম্প্রসারিত হলো মালিকানা দাবির অন্যান্য ক্ষেত্রেও। যেমন সরকার যদি কোন কোম্পানিকে নির্দিষ্ট পরিমাণের কোন পণ্য আমদানির একচ্ছত্র অনুমতি বা অধিকার দেয় (যাকে বলে 'কোটা') যেমন চিনি, ভোজ্য তেল, চাল, ডাল, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পেট্রোল, ডিজেল, কয়লা, সার, কীটনাশক, বিশেষ প্রযুক্তি বা প্রযুক্তির অংশ, যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঐ অনুমতি বা অধিকার উদ্ভূত মালিকানা থেকে অতিরিক্ত প্রাপ্তি (extra return)-টিই হলো 'কোটা খাজনা' (quota-rent)। আর ঐ 'কোটা খাজনা' কিন্তু সলিমুদ্দি-কলিমুদ্দি-রাম-শ্যাম-যদু-মধু-সখিনা-ভৈরবিরা কোন দিনই পান না তা সরকার ও রাজনীতির মালিক Rent-seeker-দের একচ্ছত্র দখলিস্বত্ব। প্রাসঙ্গিক বিধায় এখানেই উল্লেখ সমীচীন যে প্রায়শই দেখা যায় যে যেসব দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ যতো বেশি সেসব দেশে rent seeking কর্মকাণ্ড ততো বেশি প্রকট।

অনেকেই মনে করেন একটি দেশে সম্পদ বিশেষত প্রাকৃতিক সম্পদ যতো বেশি থাকবে ততবেশি দরিদ্র-বঞ্চিত মানুষের উপকার হবে, ততবেশি দরিদ্র মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে সরকারের ব্যয় করার সক্ষমতা বাড়বে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রকৃত সত্যটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। এখানে "soft state" অথবা "hard state" তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় (যা অনেকেই বলে থাকেন)– বিষয়টি যে কোনো পথে অন্যের সম্পদ-সম্পত্তি-বিত্ত হরণ করা, কব্জাগত করা।[৮]

এ কথা কতদূর সত্য-সঠিক যে মানুষের শ্রম ও সঞ্চয়ের উপর বেশি কর (tax) বসালে কর্ম প্রণোদনা হ্রাস পেতে পারে? এ নিয়ে আমি সন্দিহান, যথেষ্ট সন্দিহান। এ কথা অর্থশাস্ত্রের এক গ্রুপের মত। এসব ভ্রান্ত মতের বিপরীতে একথা ধ্রুব সত্য যে ভূমি, জ্বালানি তেল (পেট্রোল, গ্যাস, ডিজেল ইত্যাদি), খনিজ দ্রব্য (যেমন কয়লা) অথবা অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট rent এর উপর কর বসালে এসব সম্পদ অদৃশ্য (disappear) হয়ে যাবে না। উল্টো ঐসব সম্পদ থেকেই যাবে এবং আজ না হোক পরে– ভবিষ্যতে তা ব্যবহার করা যাবে। এবং এক্ষেত্রে কোনো বিরূপ প্রণোদনা প্রভাব (adverse incentive effects) এর প্রশ্ন অবান্তর। অর্থাৎ, এসব কারণে নীতিগতভাবেই শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য মানব উন্নয়ন খাতে অর্থায়নের জন্য সরকারের রাজস্ব আয়ের কমতি হবার যৌক্তিক কারণ নেই। তারপরেও আমরা দেখছি সেসব দেশেই বৈষম্য-অসমতা বেশি যাদের প্রাকৃতিক সম্পদ বেশি। তবে এসব দেশের মধ্যে তাদের অবস্থা বেশি খারাপ যেখানে rent-seeker গোষ্ঠী রাজনীতি ও সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রাসঙ্গিক বিধায় উল্লেখ্য যে ল্যাতিন আমেরিকার সবচে' বেশি তেলসমৃদ্ধ ধনী দেশ ভেনিজুয়েলায় হুগো শ্যাভেজ ক্ষমতায় আসার আগে দেশের অর্ধেক মানুষই ছিলেন দরিদ্র– এবং এটা ধনবান দেশে সেই প্রকৃতির দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা যেখানে হুগো শ্যাভেজের মত জনকল্যাণকামী নেতৃত্বের অভ্যুদয় ঘটেছে।

Rent seeking এর আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রূপের কথা বলা প্রয়োজন। যেমন রাষ্ট্রীয় সম্পদ (তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ) যখন ন্যায্য-বাজার মূল্যের (fair price) চেয়ে কমদামে কারো হাতে চলে যায়। আরো একটা রূপ হলো যখন ওরাই অথবা অন্য কেউ বাজার মূল্যের চেয়ে বেশি দামে তা সরকারের কাছে বিক্রি করে (যাকে বলে non competitive procurement)। ওষুধ কোম্পানি ও মিলিটারি কন্ট্রাকটররা এসবে যথেষ্ট পটু। এসবের পাশাপাশি rent seeking-এর অন্যান্য ক্ষেত্রের অন্যতম হলো বিভিন্ন ধরনের সরকারি ভর্তুকি (দৃশ্যমান ও অদৃশ্য) যখন এর বড় অংশ হাতড়ে নেয় rent-seeker-রা। Rent-seeker-রা যে তাদের উদ্দেশ্য সফল করতে সবসময় সরকারকেই ব্যবহার করে তাও নয়।

---

[৭] অর্থনীতিবিদেরা এটাকে 'আয়' (income) বললেও এটা আসলে আয় কিনা তা নিয়ে পুনঃভাবনা জরুরি বলে আমি মনে করি। কারণ যে প্রাপ্তির পিছনে 'নিজস্ব শ্রম নেই' তার নামকরণ আর যাই হোক তা আয় (income অর্থে) হবে কেনো? এমনকি যে প্রাপ্তির পিছনে 'নিজস্ব শ্রম আছে' সেটাও তো অনেক ক্ষেত্রে 'আয়' নামে নামাঙ্কিত করা সঠিক নয় বলে আমি মনে করি। যেমন, ঘুষ, দুর্নীতি, মাস্তানি, রাহাজানি, টেন্ডারবাজি, মুক্তিপণের ব্যবসা, অস্ত্র ব্যবসা, ড্রাগ ব্যবসা, কালোবাজারি, ভাগ্যন্বেষণে নারী-পুরুষ-শিশুদের গভীর সমুদ্রে পাঠিয়ে দেয়া এসব যারা করছেন তারা তো জাল-জালিয়াতি সংশ্লিষ্ট পরিশ্রম কম করেন না– এসব কি 'আয়'? এসব কি সামাজিক-শ্রম উদ্ভূত শ্রমফল? এসব কী নামে আখ্যায়িত করা যুক্তিসঙ্গত হবে তা নিয়ে অর্থনীতিবিদসহ সমাজবিশারদদের গভীর ভাবনা জরুরি। আমি মনে করি বৈজ্ঞানিক কারণেই তা জরুরি। অন্যথায় বিজ্ঞান-যুক্তি বিজ্ঞান-এর অবক্ষয় বাড়তেই থাকবে।

[৮] আর শ্রেণিবিভক্ত সমাজে 'ভাল সরকার', 'মন্দ সরকার', 'soft state', 'hard state', 'কম গণতন্ত্রী সরকার', 'বেশি গণতন্ত্রী সরকার', 'নির্বাচিত সরকার', 'অনির্বাচিত সরকার'– এসব শব্দ-বাক্য আবিষ্কার করে অথবা পুরানো শব্দ নতুনভাবে নতুনদের দিয়ে (বিশেষত তথাকথিত 'বিশেষজ্ঞ', 'বুদ্ধিজীবী শ্রেণি; 'সুশীল সমাজ শ্রেণি', 'বেসরকারি সংস্থা' ইত্যাদি) গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল বিভিন্ন রং-বেরং-এর দাতাগোষ্ঠী (যাদের কিন্ত বিভিন্ন পথ-পদ্ধতিতে এত উদ্বৃত্ত অর্থ-সম্পদ হয়েছে যে আপনি না চাইলেও ওরা জোর করে দেবে) "সুশাসন" (Good Governance) নামক একটা বাক্য ব্যবহারে জোরজবরদস্তি করছে। কোন অধিকারে তারা ওসব করছে তা তারাই ভাল জানে। তবে আমি বুঝি এ হলো ওদের "বৈশ্বিক rent seeking ব্যবস্থা জিইয়ে রাখার পন্থা মাত্র।

যেমন ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সম্পদ হাতিয়ে নেয়। অনেক ক্ষেত্রেই আর্থিক প্রতিষ্ঠান– যেমন বিভিন্ন ব্যাংক, বিমা, লিজিং কোম্পানি, পুঁজিবাজার ইত্যাদি– বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর নিরক্ষরতা এবং পূর্ণাঙ্গ সত্য তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে একচেটিয়া ব্যবসার মাধ্যমে তাদের শোষণ করে। এক্ষেত্রে অবশ্যই প্রভাবক হিসেবে সরকারের ভূমিকা থাকে– সরকারের যা করার কথা তা না করে, অবৈধ কর্মকাণ্ড প্রশ্রয় দিয়ে অথবা তা বন্ধ না করে, সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন-বিধি-বিধান প্রণয়নসহ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যকর ব্যবস্থা না নিয়ে।

ইদানীং rent-seeker এর অবাধ চারণ ক্ষেত্রের মধ্যে অন্যতম টেলিকমিউনিকেশন ইন্ডাস্ট্রি (বিশ্বের সবচে ধনীদের মধ্যে মেক্সিকোর কার্লোস স্লিম থেকে শুরু করে বাংলাদেশে ভিওআইপিসহ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ গেইটওয়ে ব্যবসা), খনিজ সম্পদ (ইদানীং রাশিয়ার খনিজ সম্পদ কব্জাকারী অলিগার্খি), আর্থিক প্রতিষ্ঠান (corporate CEOs), স্বাস্থ্যসেবা খাত, তথ্য-প্রযুক্তি খাত (মাইক্রোসফট থেকে শুরু করে অনেকেই), উচ্চ পর্যায়ের আইনজীবী যারা জটিল ও অস্বচ্ছ derivative[৯] market ডিজাইনে সহায়তা করেন এবং যারা আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়েই মনোপলি ক্ষমতা ব্যবহারের চুক্তিপত্র তৈরি করে দেন– আর এসব করে তারা কিন্তু কখনও জেল-হাজতে যান না।

Rent seeking এর সাথে রাজনীতির সম্পর্কটি প্রত্যক্ষ। বিষয়টি এ রকম: নিয়ম মেনে খেলা অর্থাৎ 'Fair game' এ জেতা এক কথা আর ঐ খেলার নিয়ম-কানুন এমনভাবে বানানো যার ফলে সুনির্দিষ্ট কোন পক্ষের জেতার সম্ভাবনা বাড়ে সেটা আরেক কথা। আরো মারাত্মক হলো সে অবস্থাটি যখন আপনি খেলছেন আবার আপনিই খেলার রেফারি অথবা আম্পায়ার নিয়োগ দিচ্ছেন। বিষয়টি এ রকম যে প্রায়শ দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে রেগুলেটরি এজেন্সিতে প্রধান হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন তারাই যারা আবার নিজেরাই rent-seeker অথবা rent-seeker-দের চাকরি করেন আর এজেন্সির কাজ শেষে আবারও rent-seeker গোষ্ঠীতে ফিরে যান।[১০] এটা হলো "regulatory capture" (নিয়ন্ত্রণ সংস্থা কব্জাকরণ)। আবার কখনও কখনও দেখা যায় যে নিয়ন্ত্রণ সংস্থা দখল অর্থ-বিত্তের শক্তিতে নয় মানসিক-মনস্তাত্ত্বিক কারণেও ঘটে, যাকে বলে "cognitive capture" (অভিজ্ঞানগত কব্জাকরণ)। এসব ক্ষেত্রে rent-seeker-দের লবিস্টদের ভূমিকা খুবই শক্তিশালী এবং রাজনীতিবিদদের সাথে দুর্ভেদ্য ঐক্যভিত্তিক।

Rent-seeker-দের সাথে সরকারের সম্পর্কটিও প্রত্যক্ষ। আগেই বলেছি সরকারি 'granted' হোক আর সরকারি 'sanctioned' হোক বাজার প্রতিযোগিতার আইন-কানুন কার্যকরভাবে প্রয়োগ বা বাস্তবায়ন না হবার (inadequate enforcement) কারণে দুনিয়াজুড়ে বিত্তভাগ্য খুলেছে অনেকেরই। যারা প্রায় সবাই rent-seeker।

Rent seeking পদ্ধতিতে ধনী হবার আরো সহজ কিছু পথ-পদ্ধতি আছে। যেমন ধরুন আইনের এমন কিছু পরিবর্তন করা হলো যা সহজে চোখে পড়লো না, কিন্তু ফাঁক দিয়ে কিছু ব্যক্তি রাতারাতি ধনী হয়ে গেলো। এদেশে এসব প্রায়শই ঘটে। যেমন, বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় শুল্কহার নির্ধারণ থেকে শুরু করে রাজস্ব আয়ের অনেক ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রীরা অনেক ধরনের জাল-জালিয়াতির আশ্রয় নেন। যেমন ধরুন জাতীয় সংসদে খসড়া বাজেট মোটামুটি বিস্তারিতভাবেই উত্থাপন করা হলো, জনগণও জানলেন কোন পণ্যে কত শুল্ক-কর হার– জনগণ হয়তোবা খুশিও হলেন। কিন্তু ঐ একই জাতীয় সংসদে এক মাস পরে যখন চূড়ান্ত বাজেট উত্থাপন করা হলো এবং অর্থবিলসহ এক নিমেষে পাশ হয়ে গেলো তারপরে

---

[৯] Derivates যে আসলে কী সে সম্পর্কে বিলিয়নিয়ার ওয়ারেন বাফেট বলেছেন, "Financial weapons of mass destruction" (উদ্ধৃত হয়েছে জোসেফ স্টিগলিজ, ২০১৩, The Price of Inequality, পৃ: ৯৭, ৪২৪)। সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য দেখুন: (নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ) পল ক্রুগম্যান, ২০১৩, End This Depression Now, পৃ: ৭৫-৮২; চ্যাং হা-জুন ও ইলিনি গ্রাবেল, ২০০৫, Reclaiming Development: An Alternative Economic Policy Manual, পৃ: ৩৩-৩৬।

[১০] এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন: পল ক্রুগম্যান, ২০১৩, End This Depression Now, পৃ: ৮৫-৯০।

দেখা গেলো অনেক ক্ষেত্রেই খসড়া বাজেটে পেশকৃত শুল্ক-কর হার অনেক কমে গেলো কিন্তু জনগণ এসবের কিছুই জানলো না।[১১] এ হচ্ছে বাজেট নিয়ে rent-seeker-দের 'গণতন্ত্রী' খেল্।[১২]

Rent seeking এর সাথে সরকারের সংশ্লেষ সম্পর্কে আরো কিছু বাস্তব উদাহরণ দেয়া প্রাসঙ্গিক হবে। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মেডিকেয়ার ড্রাগ বেনিফিট ২০০৩ আইনে একটি ধারা সংযোজিত হলো যেখানে বলা হলো "সরকার ঔষধের মূল্য নিয়ে দরকষাকষি করতে পারবে না"। এর ফলে ঔষধ প্রস্তুতকারী কোম্পানিরা এমনি এমনিই বছরে ৫০ বিলিয়ন ডলারের বেশি উপহার (gift) পেয়ে গেলো[১৩]। ঠিক একই ধরনের উপহার পেলো আর্থিক derivative market এর কোম্পানি AIG ২০০৮-০৯ সালে, তবে অর্থের পরিমাণ ১৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আবার একই সময়ে মন্দা কাটিয়ে উঠতে সরকার শূন্য সুদ হারে কোটি কোটি ডলার দিলো ব্যাংকগুলোকে যে ব্যাংকগুলো আবার উচ্চসুদে ঐ ডলারই ধার দিলো সরকারকে (এ হলো কোটি কোটি ডলারের অদৃশ্য উপহার)[১৪]। একইভাবে rent-seeker-দের জন্য সরকারের প্রভাবকের ভূমিকা স্পষ্ট যখন দেখি 'ethanol subsidy' দেয়া হলো, আর ২০০৮ এর recession এর পর যখন বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম কমে গেল তখন subsidy দেবার পরে ethanol তৈরির কারখানাগুলো দেওলিয়া হয়ে গেলো। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিতে ভর্তুকির ক্ষেত্রেও দেখা যায় কৃষি ভর্তুকির ডিজাইনটাই এমন যে অর্থের পুনর্বণ্টন এমনভাবে হবে যে দরিদ্র কৃষক এবং পরিবারভিত্তিক কৃষি ফার্ম তেমন কিছুই পাবেন না, কৃষি ভর্তুকির প্রায় পুরোটাই পাবেন ধনী এবং কর্পোরেট কৃষি ফার্ম। এ সবই rent seeking যা নীচুতলার মানুষের বিত্ত-সম্পদ নির্বিঘ্নে কোনো ধরনের বাধা-বিপত্তি ছাড়াই উঁচুতলায় পৌঁছে দেয়। Rent seeking এর বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে যা কিছু বললাম সবগুলোই বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় প্রযোজ্য তবে পার্থক্যটা হতে পারে মাত্রা, গভীরতা, ব্যাপ্তি ও ধরনের ক্ষেত্রে।

তাহলে যা দাঁড়ালো তা হলো বাজার ব্যবস্থাটাই এমন যা rent-seeker সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টি করবে; rent seeking সমাজে বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টি করবে; rent seeking অর্থনীতির অস্থিতিশীলতা (instability) বাড়াবে আর ঐ অস্থিতিশীলতা বৈষম্য-অসমতা আরো বাড়াবে; rent seeking থেকে উদ্ভূত বৈষম্য-অসমতা মানুষের সুযোগের সমতা কমাবে আর সুযোগের অসমতা বৃদ্ধি বিদ্যমান বৈষম্য-অসমতা আরো বাড়াবে; আর পুরো এ প্রক্রিয়ায় রাজনীতি ও সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করবে।

---

[১১] তথ্য গোপন এবং/অথবা ভুল তথ্য সরবরাহ করে Rent-seekerরা বাজেটের সংশ্লিষ্ট এ বিষয়টি নিয়ে হুবহু যে কাজটি করেছে এবং প্রায়শই করে পাঠকের সুবিধার্থে সুস্পষ্ট উদাহরণ দিয়ে তা বলা দরকার। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের খসড়া বাজেটে (যা তিনি জাতীয় সংসদে পেশ করেছেন ৪ জুন ২০১৬ তারিখে) প্রস্তাব করলেন যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে নির্মাণ সামগ্রী 'রেডি মিক্স' এর মূল্য সংযোজন কর (অর্থাৎ ভ্যাট) হবে ১৫ শতাংশ, 'অন লাইন শপিং'-এর ভ্যাট হবে ১৫ শতাংশ, আর মোবাইল ফোনের সিম ট্যাক্স হবে সিম প্রতি ৩০০ টাকা। কিন্তু ২৯ জুন ২০১৫ তারিখে সংসদে যখন অর্থবিল পাশ হলো এবং ৩০ জুন ২০১৫ যখন বাজেট পাশ হলো তখন কেউই বুঝতে পারলো না খসড়া বাজেট আর পাশ করা বাজেটে কী মারপ্যাচ হয়ে গেলো আর তাতে rent-seeker-দের কি বিপুল লাভ আর সরকারসহ জনগণের কি ক্ষতি হয়ে গেলো। পাশকৃত বাজেটে দেখা গেলো 'রেডি মিক্স' এর প্রস্তাবিত ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর কমিয়ে শূন্য শতাংশ করা হলো, 'অন লাইন শপিং' এর ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর কমিয়ে ৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হলো, আর মোবাইল এর সিম ট্যাক্স ৩০০ টাকা থেকে কমিয়ে ১০০ টাকায় নামিয়ে আনা হলো। কিন্তু এ সবের কোনো কিছুই সংসদে আলোচনা হলো না– কণ্ঠভোটে টেবিল থাবড়িয়ে পাশ হয়ে গেলো। এসবে সরকার বঞ্চিত হলো কমপক্ষে ১৫০০ কোটি টাকার রাজস্ব থেকে। শেষ পর্যন্ত লাভ rent-seeker-দের আর ক্ষতি সরকারসহ জনগণের। আসলে ক্ষতি হলো জনগণের, কারণ সরকার তো rent-seeker-দেরই অধীনস্থ সত্ত্বা।

[১২] এক্ষেত্রে 'গণতন্ত্র' প্রসঙ্গে যুক্তরাজ্যের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের একটা উদ্ধৃতি বেশ প্রণিধানযোগ্য। তা হলো "Democracy is the worst form of governance but best among the alternatives".

[১৩] বিস্তারিত দেখুন: জোসেফ স্টিগলিজ, ২০১৩, The Price of Inequality, পৃ: ৬১।

[১৪] বিস্তারিত দেখুন: জোসেফ স্টিগলিজ, ২০১৩, The Price of Inequality, পৃ: ৬১-৬২।

অধ্যায় ৩

দারিদ্র্য-দুর্দশা-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা: প্রকৃতি, ব্যাপ্তি এবং ভাবনার দারিদ্র্য যেখানে প্রকট

> "মানুষের চৈতন্য তাদের অস্তিত্বকে নির্ধারণ করে না, বরং তাদের সামাজিক অস্তিত্বই তাদের চৈতন্যকে নির্ধারণ করে।"
>
> কার্ল মার্কস, ১৮৫৯ (অর্থশাস্ত্র-বিচার প্রসঙ্গে)

ষোল কোটি[১৫] মানুষের এ দেশে "দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা"[১৬] যে অতি রূঢ় বাস্তবতা এবং উদ্বেগের বিষয়, তাতে কেউই সম্ভবত দ্বিমত পোষণ করবেন না। অতীতেও এ নিয়ে দ্বিমত ছিল না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে অদূর ভবিষ্যতেও এ উদ্বেগের নিরসন হবে না। তবে উত্তরণ জরুরি। কারণ এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে সুস্থ-সবল-চেতনাসমৃদ্ধ অসাম্প্রদায়িক ভেদ-বৈষম্যহীন আলোকিত মানুষ সৃষ্টিই ছিল আমাদের স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য। কিন্তু তা অর্জিত হয়নি। আর অর্জিত হয়নি দেখেই আশাবাদী মানুষ হিসেবে আমরা অনেক স্বপ্ন-কল্পের কথা বলছি। এ স্বপ্নের প্রকাশ হিসেবেই বাংলাদেশের মানুষের জন-আকাঙ্ক্ষা হলো মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর পূর্তি নাগাদ ২০২১ সালের বাংলাদেশ হবে "অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, উদার-গণতান্ত্রিক, কল্যাণ রাষ্ট্র"; ২০২১ সালের বাংলাদেশ হবে স্বল্প-বৈষম্যপূর্ণ মধ্য আয়ের একটি দেশ; ২০২১ সালের বাংলাদেশ হবে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ জ্ঞানভিত্তিক একটি দেশ। ২০২১-এ আমরা থেমে নেই এখন, ২০৪১ সালের বাংলাদেশ কেমন চাই– এ নিয়েও ভাবছি। এসব কারণেই আমি এ গ্রন্থে একদিকে যেমন মানব-কল্যাণমুখী রাষ্ট্র-সমাজ-অর্থনীতি গঠনপ্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির কার্যকারণ সংশ্লিষ্ট গূঢ় অর্থ উত্থাপন করার চেষ্টা করেছি আর অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাজনৈতিক-অর্থনীতির একীভূত তত্ত্ব (unified theory) বিনির্মাণের এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রয়াস নিয়েছি।

মানুষ হিসেবে তো বটেই, আর অর্থনীতি শাস্ত্রের মানুষ হিসেবে পেশাগত দায়িত্ব ও সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন– উভয় কারণেই দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা বিষয়াদির পুনর্মূল্যায়ন জরুরি বলে মনে করি। আমি মনে করি দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা, দারিদ্র্য বিমোচনের শ্লথ গতি, দারিদ্র্য উৎপাদন-পুনরুৎপাদনের কার্যকারণ, এবং সেই সাথে আমাদের দারিদ্র্য বিষয়ে অন্যদের (অতি) আগ্রহ ইত্যাদি কারণে বিষয়টির খোলামেলা, যুক্তিনির্ভর, জ্ঞানসমৃদ্ধ মূল্যায়ন-পুনর্মূল্যায়ন এ বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে। 'দারিদ্র্য' ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির পুনঃউত্থাপন করতে চাই এজন্যও যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে "ভাবনার দারিদ্র্য" (mindset poverty অথবা poverty of mindset) প্রকট; মূল ধারার গবেষকদের দারিদ্র্য চিন্তায়– চিন্তার দারিদ্র্য প্রকট। দারিদ্র্য নিয়ে ভাবনা-চিন্তার দারিদ্র্য প্রতিফলিত হয় একদিকে যেমন বহুমুখী দারিদ্র্য চিহ্নিত করাসহ বহুমুখী দারিদ্র্যের কারণ উদঘাটনের ক্ষেত্রে আর অন্যদিকে দারিদ্র্য দূরীকরণে কার্যকর পথ-পদ্ধতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও। দারিদ্র্য-ভাবনায় কখনও বলা হয় না যে দারিদ্র্য মনুষ্য সৃষ্ট– যেখানে rent seeking এর নিয়ামক উপস্থিতিও বাড়-বাড়ন্ত দারিদ্র্য সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টিতে অন্যতম প্রধান ভূমিকা রাখে।

---

[১৫] এ দেশের জনসংখ্যা এখন ১৬ কোটির বেশি হতে পারে। (আমার হিসেবে ২০১২ সালে মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি) হিসেবের সুবিধার্থে ১৬ কোটি বলছি, অন্য কোনো কারণে নয়। মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটির বেশি হলে সে অনুযায়ী অন্যান্য হিসেবপত্তর পরিবর্তিত হবে। রাজনৈতিক অর্থনীতির বিশ্লেষণ যেহেতু প্রধানত গুণগত বিষয় সেহেতু সাধারণ সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিসংখ্যানের একটু-আধটু পরিবর্তনের ফল মূল বক্তব্যকে অপরিবর্তিত রাখবে।

[১৬] Poverty-Distress-Deprivation-Disparity-Inequality অর্থে। তবে আলোচনার সুবিধার্থে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এ গ্রন্থে আমি এসব কিছু বুঝাতে 'দারিদ্র্য' প্রত্যয় বা প্রপঞ্চটি (category) মোটামুটি অন্য চারটি প্রপঞ্চের সমার্থক অর্থে ব্যবহার করেছি যদিও প্রত্যয়/প্রপঞ্চসমূহ আন্তসম্পর্কিত এবং হুবহু সমার্থক নয়। অবশ্য প্রযোজ্য অনেক ক্ষেত্রেই ধারণার বিভ্রান্তি নিরসনে বঞ্চনা, বৈষম্য, অসমতা (অসাম্য) প্রপঞ্চসমূহ ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা– এসব নিয়ে এ দেশের মানুষের মনে প্রশ্নের শেষ নেই; প্রশ্ন শেষ হবার কোনও শর্তও সৃষ্টি হয়নি। প্রধানত এ কারণে এসব নিয়ে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই। চাই কিছু উদ্বেগ তুলে ধরতে। হতে পারে উদ্বেগ উদ্বেগই থেকে যাবে। সম্ভবত অনেক প্রশ্নের উত্তর এ মুহূর্তে আমরা পাবো না। কিছু প্রশ্নে মতানৈক্য থাকবে, সেটাও স্বাভাবিক। নতুন প্রশ্ন উত্থাপিত হবে, তা আশার কথা। এসব বিবেচনা থেকে প্রথমেই কয়েকটি বিষয় উত্থাপন জরুরি বলে মনে করি। আর সেই সাথে দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা উচ্ছেদ ও হ্রাসের লক্ষ্যে কিছু সমাধান-ভাবনাও উপস্থাপন জরুরি বোধ করি (সমাধান-ভাবনা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি দ্বাদশ অধ্যায়ে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি)।

দারিদ্র্যের সংজ্ঞায়নে আমরা ব্যর্থ হয়েছি– এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ নিয়ে আমরা আত্মপ্রবঞ্চনা করছি। আমরা দরিদ্র মানুষের দৃষ্টিতে দারিদ্র্য দেখি না। এমনকি আমাদের মতো অদরিদ্রদের দারিদ্র্য পরিমাপের প্রয়াসও দরিদ্র মানুষের দৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে হয়। কারণ, মাথাপিছু নির্দিষ্ট পরিমাণের আয়, মাথাপিছু ২,১২২ কিলোক্যালরির নীচে খাদ্য ভোগ (পুষ্টিমান যাই হোক না কেনো), তথাকথিত সাক্ষরতা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রকৃত নিরক্ষরতা হ্রাস না পাওয়া (আর শিক্ষার মান যা-ই হোক না কেনো), প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ সৃষ্টি করা (দরিদ্ররা সে সুযোগ গ্রহণ করুক বা না করুক)– দারিদ্র্য সংজ্ঞায়ন ও পরিমাপনে এসব স্থূলতা অতিক্রমে আমরা অক্ষম হয়েছি। আর এসব কারণেই 'দরিদ্র মানুষ জন্মসূত্রেই দরিদ্র হতে বাধ্য'– এ ধারণা আমাদের গবেষকদের বোধের দারিদ্র্যই নির্দেশ করে। সে কারণেই দারিদ্র্য দূরীকরণ বা দারিদ্র্য হ্রাসের প্রেসক্রিপশনগুলোও অনুরূপ স্থূল। বিষয়টি শুধু আমাদের মত 'দরিদ্র' দেশের জন্যই প্রযোজ্য নয় তা অতি উন্নত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যও প্রযোজ্য (বিষয়টি গুরুত্বের কারণে পরে *মানুষে মানুষে অসাম্য কেন হয়* শিরোনামে একাদশ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি)।

"দারিদ্র্য" আমার মতে নেহায়েত এক অর্থনৈতিক প্রত্যয় বা প্রপঞ্চ (category) নয় যা 'আয়' এবং/অথবা 'খাদ্য পরিভোগ' দিয়ে মাপা হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়– যদি কেউ দৈনিক ৬৭ টাকার কম[১৭] আয় অথবা ২,১২২ কিলো ক্যালরির কম খাদ্য ভোগ করেন তিনিই দরিদ্র, আর তার অবস্থাটা 'দারিদ্র্য'। দারিদ্র্য পরিমাপের এ পদ্ধতি এক অতি স্থূলতা। এ স্থূলতার বিপরীতে আমি মনে করি যা কিছু মানুষের পরিপূর্ণ জীবন প্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি করে সে সবই দারিদ্র্যের মানদণ্ড। দারিদ্র্য হলো rent seeking এর বিভিন্ন পদ্ধতিতে কিছু মানুষের অঢেল বিত্তশালী হওয়া আর ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সমসুযোগের অভাব থেকে উদ্ভূত বিত্তহীন হবার এক প্রক্রিয়া। আর বৈষম্য-বঞ্চনা-অসমতা থেকেই এর উৎপত্তি। এ বৈষম্য-বঞ্চনা-অসমতা প্রধানত অর্থনৈতিক হলেও শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নয়। এখানে প্রভাবকের ভূমিকায় আছে রাজনীতি ও সরকার (বিষয়টি ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি, আর পরে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ দেয়া হয়েছে)।

দারিদ্র্য বহুমুখী; বহুরূপ তার। দারিদ্র্য হতে পারে নিম্নরূপ এবং যার প্রতিটি রূপের সাথে rent seeking সিস্টেমের সম্পর্ক আছে:

(১) আয়ের দারিদ্র্য
(২) ক্ষুধার দারিদ্র্য
(৩) কর্মহীনতার দারিদ্র্য
(৪) স্বল্প-মজুরির দারিদ্র্য
(৫) আবাসনের দারিদ্র্য
(৬) শিক্ষার দারিদ্র্য
(৭) স্বাস্থ্যের দারিদ্র্য
(৮) অস্বচ্ছতা উদ্ভূত দারিদ্র্য
(৯) শিশুদারিদ্র্য
(১০) প্রবীণ মানুষের দারিদ্র্য
(১১) নারী-প্রধান খানার দারিদ্র্য
(১২) ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকের দারিদ্র্য

[১৭] অবশ্য সময়ের সাথে সাথে টাকার মূল্যমান ওঠানামাসহ অন্যান্য অনেক বিচারে এ টাকার অঙ্কটি (অর্থাৎ দৈনিক ৬৭ টাকা) কম-বেশি করা হয়ে থাকে।

(১৩) ভাসমান মানুষের দারিদ্র্য

(১৪) প্রতিবন্ধী মানুষের দারিদ্র্য

(১৫) 'মঙ্গা' এলাকার মানুষের দারিদ্র্য

(১৬) বহিঃস্থ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য

(১৭) বস্তিবাসী ও স্বল্প-আয়ের মানুষের দারিদ্র্য

(১৮) পরিবেশ-প্রতিবেশ বিপর্যয়ের দারিদ্র্য

(১৯) নিরাপত্তাহীনতা উদ্ভূত দারিদ্র্য

(২০) প্রান্তিকতা থেকে উদ্ভূত দারিদ্র্য: অনানুষ্ঠানিক সেক্টর, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু, আদিবাসী মানুষ, নিম্নবর্ণ-দলিত, 'পশ্চাৎপদ'-পেশা, চর-হাওর-বাওর-এর মানুষ

(২১) রাজনৈতিক দারিদ্র্য: রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ না করতে পারার কারণে দারিদ্র্য

(২২) রাষ্ট্র-সরকার পরিচালনাকারীদের প্রতি আস্থাহীনতা উদ্ভূত দারিদ্র্য

(২৩) মানস-কাঠামোর (mind set) দারিদ্র্য।

দারিদ্র্যের উল্লিখিত এসব রূপ বা ধরন বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, এসবের সাথে অঙ্গাঙ্গি জড়িয়ে আছে বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা– যা অনেকাংশেই বংশপরম্পরা এবং প্রধানত কাঠামোগত। উল্লেখ্য যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একজন দরিদ্র মানুষের ক্ষেত্রে উল্লিখিত দারিদ্র্যের একাধিক রূপ একই সাথে প্রযোজ্য হতে পারে। আমি মনে করি দারিদ্র্যকে দেখতে হবে সব ধরনের সব রূপের দারিদ্র্যের (বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতাসহ) পরস্পর সম্পর্কিত যৌথ রূপ হিসেবে যেখানে প্রতিটি রূপ ভিন্ন ভিন্নভাবে দারিদ্র্যের নির্দিষ্ট অংশ অথবা বৈশিষ্ট্যকে প্রতিফলিত করে মাত্র। তবে এমনও হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক মুহূর্তে দারিদ্র্যের কোনো এক বা একাধিক রূপ অন্যসব রূপের তুলনায় অধিক গুরুত্ব বহন করে। যেমন আর্থ-সামাজিক যুগভিত্তিক দারিদ্র্য, যুদ্ধকালীন দারিদ্র্য, শিল্পবিকাশের প্রাথমিক স্তরের দারিদ্র্য, বেকারত্বজনিত দারিদ্র্য, ভৌগলিক স্থান ভেদে দারিদ্র্য, বৈশ্বিক উৎপাদন স্থবিরতাকালীন দারিদ্র্য, অতি উৎপাদনকালীন দারিদ্র্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন দারিদ্র্য, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা উদ্ভূত দারিদ্র্য, ধর্মভিত্তিক জঙ্গিত্ব উদ্ভূত দারিদ্র্য ইত্যাদি। আর এসবের সাথে এ কথাটি স্পষ্ট হতে হবে যে দারিদ্র্য হতে পারে তুলনামূলক (relative) এবং নিরঙ্কুশ (absolute)। সুতরাং আমার বিশ্বাস 'দারিদ্র্য বিমোচন' বললে আমরা বুঝবো দারিদ্র্যের কোনো কোনো রূপের তুলনামূলক হ্রাস (poverty reduction), আবার কোন কোনটির নির্মূল বা উচ্ছেদ (poverty eradication)। বলে রাখা জরুরি যে 'দারিদ্র্য' বলতে আমরা যা-ই বুঝি না কেন অথবা এ নিয়ে আমাদের যা-ই বুঝানো হোক না কেন এক্ষেত্রে "বৈষম্য" (disparity) ও "অসমতা" (inequality) সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিই বেশি গুরুত্ববহ।

আমার সার বক্তব্য এক বাক্যেও শেষ করা যেতে পারে। আর তা হলো: যেহেতু দারিদ্র্য বিষয়টি– বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতাসহ শেষ পর্যন্ত শোষণ সৃষ্টিকারী কাঠামো (structural) উদ্ভূত সেহেতু স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য বিমোচন করতে হলে বর্তমান কাঠামোটি ভেঙ্গে তার জায়গায় দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি করতে সক্ষম নয় এমন একটি নূতন কাঠামো বসাতে হবে; আর যুক্তিগতভাবেই এ কাজটি হবে দরিদ্র-শোষিত মানুষের স্বার্থরক্ষাকারী রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞ। এ বক্তব্যে সাম্যবাদী মতাদর্শের গন্ধ আছে বিধায় অনেকেই বাতিলযোগ্য বিবেচনা করলেও যুক্তি হিসেবে আমার বক্তব্যে ভুল নেই (বিষয়টি দ্বাদশ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি)। ভুল-ভ্রান্তি থাকলে তা আছে সময়ের নিরিখে; সময়ের নিরিখে সম্ভাব্যতা বিচারে। সে কারণেই বক্তব্য এক কথায় শেষ করা যাচ্ছে না।

আমার উল্লিখিত বক্তব্য এক কথায় শেষ করা যাবে না এ জন্যেও যে আমরা সবাই মিলে আপাতত স্বতঃসিদ্ধ অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে ধরেই নিয়েছি যে সম্ভবত পুঁজিবাদী কাঠামোতেই আমাদের চলতে হবে; ধরেই নিয়েছি যে মাত্রা যাই হোক না কেন মুক্তবাজার অর্থনীতির আবরণের মধ্যেই দারিদ্র্য হ্রাস অথবা দারিদ্র্য উচ্ছেদ (?) অথবা দারিদ্র্য বিমোচন হতে পারে; ধরেই নিয়েছি যে বৈষম্য-অসমতা-দুর্বৃত্তায়ন জিইয়ে রেখেই 'চুইয়ে পড়া' (trickle down) উপাদান দিয়েই দারিদ্র্য প্রশমিত হবে; ধরেই নিয়েছি যে আমাদের দেশে বাণিজ্যপুঁজি ও ব্যাপক-বিস্তৃত (বিকাশমান) কালো টাকার নিকৃষ্ট পুঁজিকে (গত প্রায় ৪০ বছরে যার পুঞ্জীভূত পরিমাণ হবে আনুমানিক ৮ লক্ষ কোটি টাকা) যে কোনভাবে শিল্প পুঁজিতে রূপান্তর করলেই দারিদ্র্যের অনেক রূপ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই হাল্কা হয়ে আসবে আর সেই সাথে হ্রাস পাবে বৈষম্য-অসমতা; ধরেই নিয়েছি যে সবকিছু 'ডিজিটাল' হলে কোথাও আর কোনো সমস্যা থাকবে না; ধরেই নিয়েছি যে জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বিশ্বায়ন এর সুযোগ (!) গ্রহণ করতে পারলেই দারিদ্র্যাবস্থার ব্যাপক উপশম হবে; ধরেই নিয়েছি যে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা-

বিশ্ব মেধাসত্ত্ব সংস্থাসহ অনুরূপ সাহেব-সংস্থাদের সর্বরোগ নিরাময়ের প্রেসক্রিপশন মেনে চললে সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে ইত্যাদি। আসলে এসব ধরে নেয়ার পিছনের যুক্তি একেবারেই ঠুনকো এবং নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা না করার যুক্তি; বলা যায় কূটযুক্তি বা অলীক, কল্পকথা (myth অর্থে)। এসব ধরে নেয়ার পিছনের যুক্তি কতটা যুক্তিসিদ্ধ ও বাস্তবসম্মত এ নিয়ে আমি শুধুমাত্র পূর্ণমাত্রায় সন্দিহানই নই আমি মনে করি এসব বাদ দিয়ে নিজ বুদ্ধি-বিচার-বিবেচনা প্রয়োগ হবে যুক্তিসম্মত। আর সে কারণেই অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ও ঐতিহাসিক বিচারে যেখানেই যুক্তির পিছনে বিজ্ঞান নেই সেখানেই আমার ভিন্নধর্মী বক্তব্য-বিশ্লেষণ থাকবে– পরিসর ক্ষুদ্র হলেও।

প্রথমেই আসা যাক দারিদ্র্য বিষয়ে সরকারি ভাষ্যের বিচারে। সরকারি ও দাতাগোষ্ঠীর দারিদ্র্য সংক্রান্ত দলিলপত্র প্রায়ই সরলীকৃত দারিদ্র্যের আপাতন (incidence of poverty)-কে সবচে' বেশি গুরুত্ব দেয়। এই ভিত্তিতেই বলা হচ্ছে বাংলাদেশে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে: ১৯৮৫/৮৬ সালের ৫৫.৭ শতাংশ থেকে ২০০৪ সালে ৪০.৪ শতাংশে আর ২০১০ সালে ৩১.৫ শতাংশে (head count ratio based, প্রধানত খাদ্য ভোগ বা প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ এর হিসেবে মাথা-গণনা পদ্ধতিতে)। অর্থাৎ সরকারি হিসেবে গত ২৫ বছরে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে প্রায় ৪৫ শতাংশ। অথচ একই সরকারি দলিল বলছে দরিদ্র মানুষের নিরঙ্কুশ সংখ্যা বেড়েছে। অর্থাৎ এমনকি সরকারি স্থুল হিসেবকে আমলে নিয়েও স্পষ্ট বলা যায় যে, তুলনামূলক দারিদ্র্য (শতাংশ হিসেবে) কমলেও মোট দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেড়েছে এবং বাড়তেই থাকবে (অন্যান্য সবকিছু অপরিবর্তিত থাকলে)। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে যখন দেশের ৭০ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করতো তখন দরিদ্র মানুষের মোট সংখ্যা ছিল ৩ কোটি। আর ২০১০ সালে সরকারি হিসেবে প্রায় ৩২ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করলেও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি। সুতরাং দারিদ্র্যের আপাতন-ভিত্তিক স্থুল হিসেবপত্তরও নির্দেশ করে যে, আসলে দেশে দারিদ্র্য কমেনি। এ কথা আরো সত্য হবে যদি দারিদ্র্য পরিমাপে ইতোপূর্বে উল্লিখিত দারিদ্র্যের বিভিন্ন রূপ-ধরন-বৈশিষ্ট্য আমলে নেয়া হয়। এ কথা আরো বেশি সত্য হবে যদি বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা বিশ্লেষণ করে দারিদ্র্য পরিমাপ করা হয়। আর তা-ই যদি করা হয় তাহলে দারিদ্র্য দূরীকরণ অথবা হ্রাসের প্রচলিত কোনো প্রেসক্রিপশনই যুক্তিতে টিকবে না। সুতরাং নিশ্চিত হওয়া ভাল হবে যদি আজ থেকে আমরা তথাকথিত 'দারিদ্র্য হ্রাস'-এর রাজনৈতিক গালগল্প বাদ দিয়ে বস্তুনিষ্ঠ সত্য-সঠিক চিন্তার পথে অগ্রসর হই।

এখন সঙ্গত প্রশ্ন– দরিদ্র কে?[১৮] বাংলাদেশে আসলেই দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কত? আমার ধারণা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানের "রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি" ও "মৌলিক অধিকার" সংক্রান্ত ৮ থেকে ৪৩ পর্যন্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত জনগণের মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিতরাই দরিদ্র, সম সুযোগের ক্ষেত্রে বঞ্চিতরা দরিদ্র, বৈষম্যের শিকার যারা তারাই দরিদ্র, অসমতার শিকার যারা তারাই দরিদ্র, শোষিত মানুষ মাত্রেই দরিদ্র, আইনের দৃষ্টিতে যিনি অসমান তিনিই দরিদ্র। এসব বিবেচনায় আমার হিসেবে বাংলাদেশের শতকরা ৮৩ ভাগ মানুষই দরিদ্র (পরবর্তী পর্যায়ে সারণি ১-এ দেখানো হয়েছে)– এ সংখ্যা আরো বেশিও হতে পারে। সাংবিধানিক বিধান ও সংবিধানে বিধৃত অধিকার (১৯৭২) থেকে বঞ্চিতরাই দরিদ্র। শুধু সাংবিধানিক বিধানই নয় ন্যায় অধিকার (justiciable rights) থেকে বঞ্চিতরাও দরিদ্র। বহুমাত্রিক মানব বঞ্চনা দূরীকরণে আমাদের সংবিধান[১৯] যে সব অধিকার নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেয় তা হলো ন্যূনতম নিম্নরূপ:

১. প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ (*সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭.১*)
২. অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা (*অনুচ্ছেদ ১৫.ক*)
৩. কর্মের অধিকার; যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিনিময়ে কাজের নিশ্চয়তার অধিকার (*অনুচ্ছেদ ১৫.খ*)
৪. সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার (*অনুচ্ছেদ ১৫.ঘ*)
৫. সকল নাগরিকের সুযোগের সমতা;... মানুষে-মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ (*অনুচ্ছেদ ১৯.১, ১৯.২*)
৬. একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা; ...আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর (*অনুচ্ছেদ ১৭ ক,খ*)
৭. মেহনতি মানুষকে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তি (*অনুচ্ছেদ ১৪*)
৮. জীবনমানের বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে কৃষি বিপ্লব ও গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর (*অনুচ্ছেদ ১৬*)

[১৮] এ বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে অতীতে অনেক লিখেছি ও বলেছি। যে সবের মধ্যে আছে ২০০১-২০১৪ সময়কালে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিভিন্ন আয়োজন, এশিয়াটিক সোসাইটি বক্তৃতামালা-২০১১, শাহ এএমএস কিবরিয়া স্মারক বক্তৃতা-২০১২, জাহানারা ইমাম স্মারক বক্তৃতা-২০১২, শহীদ ড. শামসুজ্জোহা স্মারক বক্তৃতা-২০১৪।

[১৯] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (সর্বশেষ সংশোধনীসহ মুদ্রিত, অক্টোবর, ২০১১), পৃ: ৩-৬, ৮, ১০-১১।

৯. জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন– রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য (অনুচ্ছেদ ১৮.১)
১০. জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা (*অনুচ্ছেদ ১৯.৩*)
১১. মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিতকরণ (*অনুচ্ছেদ ১১*)
১২. সকল প্রকার জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধ (অনুচ্ছেদ ৩৪.১)
১৩. ...জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা থেকে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না (*অনুচ্ছেদ ৩২*)
১৪. ... কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না (*অনুচ্ছেদ ২৮.১*)
১৫. আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান (*অনুচ্ছেদ ২৭*)
১৬. চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা (অনুচ্ছেদ ৩৯.১)।

আমি মনে করি দরিদ্র মানুষেরা বঞ্চিত– বহুমাত্রিকভাবেই বঞ্চিত। আমি মনে করি বঞ্চিতরাই দরিদ্র – এ বঞ্চনা হতে পারে সাংবিধানিক এবং ন্যায়-অধিকার কেন্দ্রিক। এসব মানুষ শুধু বঞ্চিতই নয়– নিরন্তর অসমতার শিকার এবং কাঠামোগত কারণেই। আগেই বলেছি খাদ্য-পরিভোগকেন্দ্রিক দারিদ্র্য পরিমাপ খুবই স্থূল। শারীরিকভাবে প্রয়োজনীয় খাদ্য পরিভোগ– দারিদ্র্য পরিমাপের ক্ষেত্রে এক ধরনের "গরু-ছাগল" পদ্ধতি (যাকে আমি বলি Livestock method of measuring poverty)। বিপরীতে আমি মনে করি দরিদ্র মানুষ মাত্রেই বঞ্চিত এবং বৈষম্য ও অসমতার শিকার; দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষ বস্তুগত– আত্মিক– আবেগী সম্পদ থেকে বঞ্চিত; যে বঞ্চনা তাদের বেঁচে থাকা–বিকাশ-সমৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত করে; যে বঞ্চনা তাদেরকে করে অধিকারহীন। এবং এসব বঞ্চনা-অসমতা তাদের অন্তর্নিহিত অসীম শক্তি ও ক্ষমতাকে বিকশিত হতে দেয় না– ফলে তারা সমাজের "সম-সদস্য" হতে পারেন না এবং তারা পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হন না। আর বস্তুগত, আত্মিক ও আবেগী সম্পদ বলতে আমি যা বুঝি তার পরিমাপসমূহ হলো নিম্নরূপ (এ সবের পরিমাপ যতোই জটিল অথবা দুরূহ হোক না কেনো):

বস্তুগত (material) সম্পদ = আয়, খাদ্য (সুষম-পুষ্টিসমৃদ্ধ), কর্মসংস্থান (ন্যায্য মজুরি-বেতনসহ), শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবায় অভিগম্যতা (গুণগত মানসম্পন্ন), খাসজমি-জলা-বনভূমিতে অধিকার, রাষ্ট্রীয় সম্পদে অধিকার;

আত্মিক (spiritual) সম্পদ= উদ্যোগ, জীবনবোধের পরিপূর্ণতা, আকাঙ্ক্ষা, পারস্পরিক সম্পর্ক-সৌহার্দ-সংহতি, আদর্শ মানুষের মডেল;

আবেগী (emotional) সম্পদ= ভালোবাসা-সহমর্মিতা, আস্থা-বিশ্বাস, মর্যাদা, গ্রহণযোগ্যতাবোধ, অন্তর্ভুক্তি, ছিটকে না পড়ার বোধ, বিচ্ছিন্ন না হবার বোধ।

আমার এ বক্তব্যের পাশাপাশি উল্লেখ জরুরি যে বাংলাদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি বিভাজন সংক্রান্ত সংখ্যাতাত্ত্বিক তেমন কোনো গবেষণা হয়নি অথবা এখনো অন্তত আমার চোখে পড়েনি। অর্থাৎ আমরা জানি না আমাদের দেশে ধনী মানুষের সংখ্যা কত, গরিব কত, মধ্যবিত্ত কত এবং সময়ের নিরিখে তাদের হ্রাস-বৃদ্ধির কী অবস্থা। এ বিবেচনা থেকে এ দেশের মানুষের প্রকৃত আয়, ভূমি মালিকানা এবং কালো-টাকার মালিকানা একীভূত করে জনসংখ্যার শ্রেণি বিভাজনসহ হ্রাস-বৃদ্ধির প্রবণতা হিসেবের একটা চেষ্টা করেছি। আমার হিসেবে ১৬ কোটি মানুষের এ দেশে ১০ কোটি ৫৫ লক্ষ মানুষই (অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৬৬ শতাংশ) গরিব মানুষ (দেখুন: সারণি ১ এবং ২০১২ সনের জন্য ধনী-দরিদ্র শ্রেণি পিরামিড-ছক ২)। প্রকৃত অর্থে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা হবে আরো বেশি। কারণ বাজার অর্থনীতিতে যখন দ্রব্যমূল্যসহ জীবন উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং সেই সাথে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় না এবং প্রকৃত আয় হ্রাস পায় তখন নিম্ন-মধ্যবিত্তদেরকেও আসলে দরিদ্র শ্রেণিভুক্ত হিসেবে গণ্য করা উচিত। এ বিবেচনায় আমার হিসেবে বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে ১৩ কোটি ২৬ লক্ষ মানুষ (অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৮৩ শতাংশ)-ই দরিদ্র।

সারণি ১: বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক শ্রেণি বিকাশের গতি-প্রবণতা, ১৯৮৪-২০১২

গ্রাম/শহর	দরিদ্র		মধ্যবিত্ত								ধনী		সর্বমোট	
			নিম্ন		মধ্য		উচ্চ		মোট					
	১৯৮৪	২০১২	১৯৮৪	২০১২	১৯৮৪	২০১২	১৯৮৪	২০১২	১৯৮৪	২০১২	১৯৮৪	২০১২	১৯৮৪	২০১২
গ্রাম														
(ভূমি মালিকানা ভিত্তিক)														
% গ্রামীণ জনসংখ্যা	৬৩	৭১	১৬.৯	১৬	১১.৬	৮	৪.৭	৩	৩৩.২	২৭	৩.৮	২.০	১০০	১০০
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	৫৩	৮৬.৩	১৪	১৯.৫	১০	৯.৭	৪	৩.৬	২.৮	৩২.৮	৩	২.৪৩	৮৪	১২১.৬
শহর														
(সম্পদ মূল্যভিত্তিক)														
% শহরের জনসংখ্যা	৪৫	৫০	৩০	২০	২০	১৫	৩	১০	৫৩	৪৫	২	৫	১০০	১০০
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	৭	১৯.২	৫	৭.৭	৩	৫.৮	০.৫	৩.৮	৮.৫	১৭.৩	০.৩	১.৯২	১৬	৩৮.৪
মোট (গ্রাম+শহর)														
% মোট জনসংখ্যা	৬০	৬৬	১৯	১৬.৯	১৩	৯.৭	৪.৫	৪.৭	৩৬.৫	৩১.৩	৩.৩	২.৭	১০০	১০০
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	৬০	১০৫.৫	১৯	২৭.১	১৩	১৫.৬	৪.৫	৭.৫	৩৬.৫	৫০.১	৩.৩	৪.৪	১০০	১৬০

হিসেবের পদ্ধতিগত বিষয়াদি: বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোকে চিহ্নিত করার জন্য সরকারিভাবে কোনো গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি নেই। এক্ষেত্রে দেশের সমাজ কাঠামোর গতি পরিবর্তনের ধারা বোঝার জন্য বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক শ্রেণির জনসংখ্যার পরিমাণ নির্ধারণে একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। মানদণ্ড হিসেবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বসত ভিটার মালিকানা ও শহরের মানুষের সম্পদের মূল্যমানকে ধরা হয়েছে। শ্রেণিকরণের এই পদ্ধতি যেভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে তা হচ্ছে: গ্রামীণ এলাকায় বিত্তহীন অথবা কম সম্পদশালী শ্রেণি– যাদের জমির পরিমাণ ১০০ শতক পর্যন্ত এবং শহরের যেসব মানুষের মোট সম্পদের দাম ৫ লক্ষ টাকার কম; নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে তাদের ধরা হয়েছে যেসব গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জমির মালিকানা ১০১ থেকে ২৪৯ শতক এবং শহরের মানুষের ক্ষেত্রে যাদের সম্পদের দাম ৫ লক্ষ থেকে ৯ লক্ষ টাকা পর্যন্ত; গ্রামের মধ্য-মধ্যবিত্ত বিবেচিত হয়েছে ২৫০-৪৯৯ শতক জমির মালিকরা এবং শহরে ধরা হয়েছে যাদের সম্পদের মূল্য ১০ থেকে ২৯ লক্ষ টাকা; গ্রামের যেসব জনগোষ্ঠীর সম্পদের পরিমাণ জমির মালিকানা ৫০০ থেকে ৭৪৯ শতক তারা উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং শহরের ক্ষেত্রে যাদের সম্পদের মূল্য ৩০ লক্ষ থেকে ৪৯ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। আর ধনী (উচ্চবিত্ত) হিসেবে বিবেচিত হয়েছে গ্রামের ক্ষেত্রে ৭৫০ শতক বা তার বেশি জমির মালিকরা এবং শহরের ক্ষেত্রে ৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব সম্পদশালীদের।

অর্থাৎ দরিদ্র মানুষের প্রকৃত সংখ্যাটি সরকারি হিসেবের মোট জনসংখ্যার ৩২ শতাংশ নয়– হবে ৮৩ শতাংশ। এই ৮৩ শতাংশ মানুষই নিরন্তর বঞ্চিত, বঞ্চনা-বৈষম্যের শিকার এবং অসমতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ছক ২: বাংলাদেশে 'ধনী-দরিদ্র' শ্রেণি পিরামিড, ২০১২
(মোট জনসংখ্যা = ১৬ কোটি)

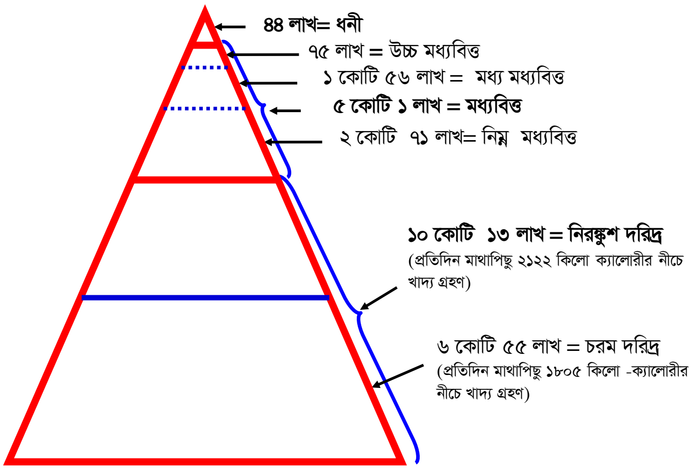

আর ক্রমবর্ধমান অসমতার হিসেব কষলে চিত্রটি হবে আরো ভয়াবহ। কারণ সেক্ষেত্রে সমাজের প্রকৃত চিত্র হবে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজের ভাষায় 'Of the 1%, for the 1%, by the 1%' [২০]। বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা হিসেবে দারিদ্র্য এক চক্রাকারে বিবর্তিত হচ্ছে যে চক্র চূর্ণ করা কঠিন, যে চক্র কাঠামোগত (ছক ৩)।

---

[২০] বিষয়টি বিস্তারিত বিশ্লেষিত হয়েছে পরবর্তী *মানুষে মানুষে অসাম্য কেন হয়* শিরোনামের একাদশ অধ্যায়ে।

ছক ৩: বঞ্চনা-বৈষম্যের চক্র হিসেবে দারিদ্র্য

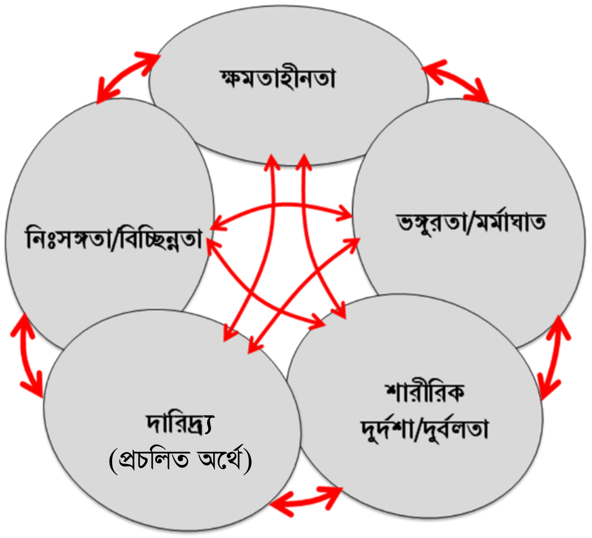

বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা হিসেবে দারিদ্র্য যে শুধু চক্রাকারে বিবর্তিত হচ্ছে তাই নয় সেই সাথে সময়ের নিরিখে আমাদের দেশে দারিদ্র্য-বঞ্চনা এক ধরনের পাইপ যে পাইপে দরিদ্র হিসেবে ঢুকবার পথ বেশি আর বেরুনোর পথ কম (দেখুন ছক ৪)। দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্যের পাইপটির অন্তর্নিহিত কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যই এমন যে একবার এই পাইপের মধ্যে ঢুকলে বেরুনো কঠিন; আবার এ পাইপ থেকে একবার বেরুলে বাইরে থাকাটাও কঠিন (অর্থাৎ আবার ঢোকার সম্ভাবনা অনেক বেশি)। দারিদ্র্য-বৈষম্য-বঞ্চনার এই পাইপে দরিদ্র মানুষ সৃষ্টি-পুনঃসৃষ্টির একটা উদাহরণ দেয়া সমীচীন হবে (উদাহরণটি আমাদের দেশের বাস্তবতার সাথে মোটামুটি সাযুজ্যপূর্ণ হবে বলে মনে করি)। উদাহরণটি এ রকম: (১) ধরুন বছরের শুরুতে দারিদ্র্যের এ পাইপের মধ্যে মোট দরিদ্র মানুষের সংখ্যা (অতীত থেকে আসা) ১০০ জন; (২) একই বছরে ঐ ১০০ জন দরিদ্র মানুষের (২০ খানায়) পরিবারে জন্মগ্রহণ করলো ১০ জন (নবজাত ১০ জন শিশু দরিদ্র) অর্থাৎ নবজাত শিশুসহ মোট দরিদ্র মানুষের সংখ্যা দাঁড়ালো ১১০ জন (১০০ জন মূল দরিদ্র + ১০ জন নবজাত শিশু দরিদ্র); (৩) একই বছরে ১২ জন দরিদ্র কোনো না কোনো পথে এক সময় দারিদ্র্যের পাইপ থেকে বেরিয়ে অদরিদ্র হয়ে গেলো। অর্থাৎ তখন দরিদ্র মানুষের সংখ্যা দাঁড়ালো ৯৮ জন (১১০ জন – ১২ জন)। কিন্তু ঐ একই বছরে দরিদ্রের পাইপ থেকে বেরিয়ে আসা ১২ জনের মধ্যে ৭ জন আবারও দারিদ্র্যের পাইপে ঢুকতে বাধ্য হলো অর্থাৎ এখন দরিদ্র মানুষের সংখ্যা দাঁড়ালো ১০৫ জন (৯৮ জন + ৭ জন); ঐ একই বছরে rent-seeker অধ্যুষিত মুক্তবাজার অর্থনীতিসহ দরিদ্র বিরোধী উন্নয়ন নীতি-কৌশলের কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিচের তলায় অর্থাৎ নিম্নমধ্যবিত্তদের ১০০ জনের মধ্যে ৭ জন দারিদ্র্যের পাইপে ঢুকতে বাধ্য হলো যারা ঐ দারিদ্র্যের পাইপ থেকে বেরুতে পারলো না। ফলে বছরের শেষে মোট দরিদ্র মানুষের সংখ্যা দাঁড়ালো ১১২ জন (১০৫ জন + ৭ জন)। অর্থাৎ বছরের শুরুতে দারিদ্র্যের পাইপে যখন মোট দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ছিল ১০০ জন তখন বছরের শেষে সে সংখ্যাটি দাঁড়ালো ১১২ জনে (১২ শতাংশ বৃদ্ধি)। আর পরবর্তী বছরের শুরুতে দারিদ্র্যের পাইপ শুরু হলো ১১২ জন দরিদ্র মানুষ নিয়ে (যে সংখ্যাটি আগের বছরের শুরুতে ছিলো ১০০ জন)। Rent-seeker পরিচালিত বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতার কাঠামোটি চলমান থাকলে এর পরের বছরের শুরুতে মোট দরিদ্র মানুষের সংখ্যা দাঁড়াবে কমপক্ষে ১২৫ জন (অর্থাৎ দরিদ্র মানুষের সংখ্যা যদি প্রথম বছরে হয় ১০০ জন, তা দ্বিতীয় বছরে বেড়ে হবে ১১২ জন, তৃতীয় বছরে বেড়ে হবে ১২৫ জন ইত্যাদি)। উল্লেখ্য যে দারিদ্র্যের পাইপে যে অতীতের দরিদ্র মানুষ, দরিদ্র ঘরের নবজাত শিশু ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের একাংশ ঢুকছে তাই নয় সেই সাথে এমনকি মধ্য-মধ্যবিত্তের কেউ কেউ বড় ধরনের স্বাস্থ্যগত বিপত্তি (health shocks, যেমন মধ্য-মধ্যবিত্ত পরিবারের কোন একজন সদস্য যদি ক্যানসার, কিডনি রোগে অতি ব্যয়বহুল চিকিৎসার দ্বারস্থ হয়ে পড়েন অথবা নদী ভাঙ্গনসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিঃস্ব হয়ে যান)-র শিকার হয়ে অতি দ্রুতই দারিদ্র্যের পাইপে ঢুকে পড়েন যেখান থেকে আর বেরুতে পারেন না। আর্থ-সামাজিক মৌল কাঠামো এবং ঐ কাঠামোতে rent-seeker-রা যতোকাল নিয়ামক হবে ততোকাল এ প্রক্রিয়ায় কোন ব্যত্যয় ঘটবে না– চলতেই থাকবে।

ছক ৪: দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা পাইপ: সময়ের সাথে সাথে ঢোকা-বেরোনোর কাঠামো

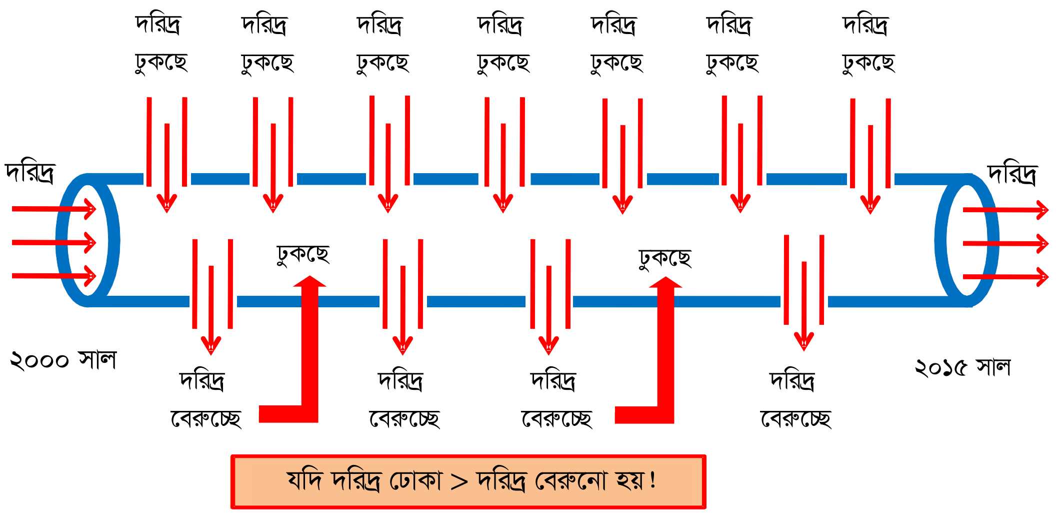

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণির পরিবর্তনের গতি-প্রবণতা প্রমাণ করে যে গত প্রায় ত্রিশ বছরে (১৯৮৪-২০১২) প্রধানত rent seeking থেকে উদ্ভূত অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন[২১] এবং গরিব ও মধ্যবিত্তের স্বার্থবিরোধী রাজনৈতিক-অর্থনীতিনির্ভর উন্নয়ন ধারা বাংলাদেশে গ্রাম ও শহর অঞ্চলের শ্রেণি কাঠামো বদলে দিয়েছে (সারণি ১ দ্রষ্টব্য)। বাংলাদেশে চলমান আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোর পরিবর্তনের এই ধরন সামগ্রিকভাবে দরিদ্র এবং মধ্যবিত্তের বেহাল দশাকেই নির্দেশ করে। শ্রেণি কাঠামোর পরিবর্তনের এ ধারাটি গুটি কয়েক ধনিক শ্রেণির হাতে সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে নয়– অন্যের সম্পদ গ্রহণ, অধিগ্রহণ, হরণ, দখল-বেদখল, জবরদখল, আত্মসাৎকরণের অর্থাৎ rent seeking এর মাধ্যমে বিত্ত, সম্পদ ও ক্ষমতা (wealth, asset and power) পুঞ্জিভূত হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টতর করে। যে বিষয়ে অনুরূপ চিত্র পাওয়া যাবে ধনী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণে যা পরে একাদশ অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হয়েছে।

বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামো পরিবর্তন প্রবণতার বৈশিষ্ট্যসূচক চিত্রটিই এমন যা দিয়ে একদিকে প্রমাণ হয় যে প্রধানত 'rent seeking' প্রক্রিয়া নির্ধারক হবার কারণে বৈষম্য-অসমতা হ্রাস পায়নি– বেড়েছে; আর অন্যদিকে এ কাঠামো দিয়ে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক উগ্রতাসহ মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতির বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণও সম্ভব[২২]। আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামো পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলছি সেগুলি নিম্নরূপ:

১. আমার হিসেবে বাংলাদেশে এখন ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে ১০ কোটি ৫৫ লক্ষ মানুষ দরিদ্র (মোট জনসংখ্যার ৬৬%), ৫ কোটি ১ লক্ষ মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণির (মোট জনসংখ্যার ৩১.৩%) এবং অবশিষ্ট ৪৪ লক্ষ মানুষ (মোট জনসংখ্যার ২.৭%) ধনী। গত প্রায় ত্রিশ বছরে (১৯৮৪-২০১২) দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪ কোটি ৫৫ লক্ষ। দরিদ্র জনসংখ্যার এই বৃদ্ধি তথাকথিত উন্নয়ন ব্যর্থতারই বহিঃপ্রকাশ। যা অন্যান্য অনেক ধরনের অর্থনৈতিক-সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক বিরূপ অভিঘাতসহ এ দেশে সাম্প্রদায়িক উগ্রতা উৎসাহিত করার ভিত্তি সৃষ্টি ও তা মজবুত করেছে।

২. শহরের তুলনায় গ্রামে দরিদ্র শ্রেণির মানুষের সংখ্যা অনেকগুণ বেশি। দেশের মোট দরিদ্র মানুষের ৮২ শতাংশ গ্রামে এবং ১৮ শতাংশ শহরে বাস করেন। গ্রামে বসবাসকারী ৬০ শতাংশ খানা কার্যত ভূমিহীন। ৫০ ভাগ খানাতে এখন পর্যন্তও বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। শতকরা ৬৫ জন মানুষ সরকারি স্বাস্থ্য সেবা থেকে কার্যত বঞ্চিত। বাংলাদেশে নগরায়ন মূলত বস্তিয়ায়ন (not urbanization but slumization) অথবা শহুরে জীবনের গ্রামায়ন (ruralization of urban lfie)। এ নগরায়ন আসলে গ্রামের ভূমিহীন-দরিদ্র-বিত্তহীন মানুষকে গ্রাম থেকে এক ধরনের 'গলাধাক্কা অভিবাসন'-এর পরিণাম মাত্র। এ নগরায়নের পাশাপাশি প্রকৃত অর্থের শিল্পায়ন হয়নি বললেই চলে; যা হয়েছে তা হলো অনানুষ্ঠানিক খাতের বিস্তৃতি

[২১] অথবা ইতোমধ্যে যে প্রক্রিয়াকে rent seeking এর আওতায় বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হয়েছে যেমন দুর্বৃত্ত, পরজীবী শ্রেণি, ফাও-খাওয়া শ্রেণি, লুটেরা, অনুপার্জিত আয়কারী, দখল-জবরদখলকারী, আত্মসাৎকারী, ফটকাবাজ গোষ্ঠী ইত্যাদি।

[২২] এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন: আবুল বারকাত, ২০১২, বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি, জাহানারা ইমাম স্মারক বক্তৃতা-২০১২, পৃ: ১৩-১৬; আবুল বারকাত, ২০১৫, Imperialism and Religious Fundamentalism: A Treatise on Political Economy with reference to Bangladesh. পৃ: ২৩-২৭; আবুল বারকাত, ২০১৫, A Political Economy Treatise on Religious Fundamentalism and Extremism: A high probability global catastrophe with reference to Bangladesh. পৃ: ১২-১৫।

এবং সংশ্লিষ্ট দুর্দশা-বঞ্চনা। গ্রাম ও শহরের এই প্রকৃতির দারিদ্র্য মানুষকে উত্তরোত্তর অধিকহারে নিয়তিবাদী-অদৃষ্টবাদী করছে এবং সেই সাথে ধর্মীয় উগ্রতাসহ সংশ্লিষ্ট প্রগতি বিরুদ্ধ জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড উৎপত্তির জন্য সহায়ক শক্তভিত্তি হিসেবে কাজ করছে।

৩. বিগত তিন দশকে (১৯৮৪-২০১২) দেশের মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৬০ শতাংশ। অথচ বিত্তহীন জনসংখ্যাবৃদ্ধির পরিমাণ ৭৬ শতাংশ। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে বৈষম্য-বঞ্চনা-অসমতা-সাম্প্রদায়িকতাসহ দারিদ্র্য-তাড়িত বিষয়াদির উদ্ভব ও বৃদ্ধির পরিমাণও গত ত্রিশ বছরে আনুপাতিকহারে বেড়েছে। আর এসব সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির প্রধান মাধ্যম 'rent seeking'।

৪. মধ্যবিত্ত শ্রেণির ধারক বর্তমানে ৫ কোটি ১ লক্ষ মানুষ যার মধ্যে ২ কোটি ৭১ লক্ষ নিম্নমধ্যবিত্ত (মোট মধ্যবিত্তের ৫৪ শতাংশ), ১ কোটি ৫৬ লক্ষ মধ্য-মধ্যবিত্ত (মোট মধবিত্তের ৩১ শতাংশ) এবং অবশিষ্ট ৪৭ লক্ষ উচ্চ মধ্যবিত্ত (মোট মধবিত্তের ১৫ শতাংশ) শ্রেণিভুক্ত। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিশেষত অস্থির-অস্থিতিশীল নিম্ন ও মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণি (যা মোট মধ্যবিত্তের ৮৫ শতাংশ) থেকে সব ধরনের অস্থিতিশীলতাসহ সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মভিত্তিক মৌলবাদের মেধাশক্তি গঠিত হয়। এখানেও ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে ও করছে rent seeking এর সাথে সংশ্লিষ্ট রাজনীতি ও সরকারের সমস্বার্থের সম্মিলন।

Rent-seeker-দের সাথে রাজনীতি ও সরকারের অশুভ স্বার্থ সম্মিলনের ফলে এদেশে শ্রেণি কাঠামোর পরিবর্তন ঘটেছে ও ঘটছে। শ্রেণি কাঠামোর এ পরিবর্তন স্পষ্টভাবেই দেখায় যে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা ক্রমবর্ধমান। যা সমাজ কাঠামোতে অনেক ক্ষত সৃষ্টি করেছে এবং একই সাথে তা সামাজিক-রাজনৈতিক বিভিন্ন অস্থিরতাসহ সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক। উপরের বিশ্লেষণ আরো একটু বিস্তৃত করে যা বলা সম্ভব তা নিম্নরূপ:

ক. বিগত ৩০ বছরে বর্ধনশীল জনগোষ্ঠীর ৭৬ শতাংশই দরিদ্র, ১৪ শতাংশ মূলত অতীতের নিম্নমধ্যবিত্ত আর ৫ শতাংশ অতীতের মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে আগত।

খ. গ্রামের তুলনায় শহরে মধ্যবিত্তের কেন্দ্রীভবন বেশি। গ্রামের মোট জনসংখ্যার ২৭ শতাংশ মধ্যবিত্ত আর শহরের মোট জনসংখ্যায় মধ্যবিত্ত ৪৫ শতাংশ। তবে নিরঙ্কুশ সংখ্যার হিসেবে দেশের মোট মধ্যবিত্তের প্রায় ৬৬ শতাংশের আবাস এখনও গ্রামে (যাদের ৫৯ ভাগ নিম্নমধ্যবিত্ত)।

গ. বিগত ৩০ বছরে মধ্যবিত্ত জনসংখ্যার পরিমাণ বেড়েছে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ: ১৯৮৪ সালে ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ থেকে ২০১২ সালে ৫ কোটি ১ লক্ষ। মধ্যবিত্তে বর্ধমান শতকরা ৬০ ভাগ জনসংখ্যা গঠিত হয়েছে নিম্নমধ্যবিত্ত গ্রুপে বৃদ্ধির কারণে। এই প্রবণতা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণিকে উপরে উঠতে দেয় না আর মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে নিম্নমধ্যবিত্তের দিকে তাড়িত করে। অসমতা সৃষ্টির মাধ্যমে নীচতলার মানুষের বিত্ত-সম্পদ উপর তলায় প্রবাহিত হবার এ এক লক্ষণ মাত্র।

ঘ. বিগত ৩০ বছরে যখন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের সংখ্যা বেড়েছে ৩৭ শতাংশ ঠিক একই সময়ে নিম্নমধ্যবিত্তের বৃদ্ধির হার ৪৩ শতাংশ আর অতীতের নিম্নমধ্যবিত্তদের এক বৃহৎ অংশ দরিদ্র গ্রুপে যোগ দিয়েছে। বিত্তের এ অধোগতি নিঃসন্দেহে মানুষকে করেছে অদৃষ্টবাদী।

ঙ. ২০১২ সালে ধনী (উচ্চ শ্রেণি) জনসংখ্যা ৪৪ লক্ষ। বিগত ৩০ বছরে নবসংযোজিত ধনীর সংখ্যা ১১ লক্ষ। অর্থাৎ ১৯৮৪ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ধনিক শ্রেণির বৃদ্ধি হয়েছে ৩৩ শতাংশ। বিত্ত-সম্পদ যে পুঞ্জিভূত হয়েছে কিছু হাতে এবং বৈষম্য-অসমতা বেড়েছে তার অন্যতম প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে মোট জনসংখ্যায় আনুপাতিক ধনীর সংখ্যা হ্রাস: ১৯৮৪ সালে ৩.৩ শতাংশ থেকে ২০১২ সালে ২.৭ শতাংশে। অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন এবং কালো অর্থনীতির গবেষণায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ধনীর মধ্যে একটা সংখ্যা-স্বল্পদল সৃষ্টি হয়েছে যারা "সুপার ধনী' (super rich; আর পল ক্রুগম্যানের ভাষায় super-duper-elite)[২৩] অথবা অন্যভাবে বলা যায়, এদের মধ্যে ১০ শতাংশ ধনী সমগ্র ধনিক শ্রেণির বিত্ত-সম্পদের বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করছে। এরাই হচ্ছে অর্থনীতির প্রধান 'rent-seeker' যাদের সাথে সমস্বার্থ আঁতাত আছে সরকার ও রাজনীতির (ক্ষমতাসীন রাজনীতির)। আমার মতে এখানেই সেই শেকড় যেখান থেকে সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টি হচ্ছে দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা।

[২৩] এসব super-duper-elite-দের বিত্ত-সম্পদের উৎস, প্রবৃদ্ধির হার এবং সংশ্লিষ্ট বৈষম্য-অসমতা নিয়ে পল ক্রুগম্যান-এর বিশ্লেষণের জন্য বিস্তারিত দেখুন: পল ক্রুগম্যান, ২০১৩, End This Depression Now, পৃ: ৭১-৯০, ১০৯-১২৯।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোর বিকাশ প্রবণতা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, গত ৩০ বছরে বাংলাদেশের সার্বিক দারিদ্র্য-বৈষম্য-বঞ্চনা-অসমতা অবস্থার অধোগতি হয়েছে। সেই সাথে দেখা যাচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিম্নগামী প্রবণতা এবং মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিম্ন-মধ্যবিত্তের দিকে ধাবিত হওয়া, নিম্ন-মধ্যবিত্তের গতি দরিদ্রমুখী আর বিত্ত-সম্পদ পুঞ্জিভূত হচ্ছে কিছু ধনিক শ্রেণির মানুষের হাতে (যারা মোট জনসংখ্যার ২.৭ শতাংশ, আবার যাদের ১০ শতাংশ দখল করে আছে ধনীদের ৯০ শতাংশ বিত্ত-সম্পদ)। অর্থাৎ এখানে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে জনসংখ্যার উপরতলার অত্যুচ্চ এক শতাংশের এক সমীকরণ যাকে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ বলছেন 'Of the 1%, for the 1%, by the 1%'[২৪]। পুঁজিবাদী মুক্তবাজার অর্থনীতিতে অনুরূপ অবস্থা দেখা যায় সর্বোচ্চ ধনীদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও (বিষয়টি একাদশ অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হয়েছে)। এক দিকে এই প্রকট গণদারিদ্র্য এবং ব্যাপক অসমতা আর অন্যদিকে মধ্যবিত্তের অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা এবং নগণ্য সংখ্যক মানুষের হাতে অঢেল সম্পদ– এসবই বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক অস্থিরতাসহ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা উদ্ভূত উগ্র মৌলবাদ উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের শক্তিশালী অনুকূল পরিসর সৃষ্টি করেছে।

এখন প্রশ্ন– দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা নিয়ে যা বললাম তার ভিত্তিতে আমরা দারিদ্র্য হ্রাস নিয়ে ভাববো, না-কি দারিদ্র্য উচ্ছেদ নিয়ে ভাববো, না-কি দারিদ্র্য হ্রাস ও উচ্ছেদ উভয় নিয়েই ভাববো? এ দেশে এখন পর্যন্তও কেউই দারিদ্র্য উচ্ছেদের কথা তেমন বলেননি, প্রায় সবাই বলেছেন দারিদ্র্য হ্রাসের কথা।

আগেই বলেছি সংবিধানকে দারিদ্র্য পরিমাপনের ভিত্তি হিসেবে ধরলে আমাদের "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক যে জনগণ" (*অনুচ্ছেদ ৭.১*), তাদের কমপক্ষে ৮৩ ভাগ দরিদ্র (বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতাসহ)। কারণ ১৬ কোটি মানুষের এ দেশে (২০১২ সালের হিসেবে; ছক ৫ দ্রষ্টব্য):

১. ক্ষুধার দারিদ্র্যসহ দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ১০ কোটি ৫০ লক্ষ (*যা সংবিধানের ১৪ ও ১৫ অনুচ্ছেদের পরিপন্থি*)।

২. প্রায় ৮ কোটি মানুষ এখনও কার্যত নিরক্ষর এবং প্রকৃত শিক্ষা-সুযোগ বঞ্চিত (*যা সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদ, বিশেষত ১৭গ অনুচ্ছেদের সম্পূর্ণ পরিপন্থি*)।

৩. প্রায় ৯ কোটি মানুষ প্রাথমিক স্বাস্থ্য-সেবার সুযোগ বঞ্চিত। আর ৮ কোটি মানুষ সুপেয় পানির অভাবে মরণব্যাধি আর্সেনিক রোগে আক্রান্ত হবার ঝুঁকির মধ্যে আছেন (*যা সংবিধানের ১৮ অনুচ্ছেদের পরিপন্থি)*।

৪. প্রতিবছর যে ৯ লক্ষ মানুষ এদেশে মৃত্যুবরণ করেন তার অর্ধেকই পাঁচ বা আরও কম বয়সের শিশু। আরও লজ্জাজনক কথা, ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ দারিদ্র্য উদ্ভূত। নিউমোনিয়ার চিকিৎসায় মাথাপিছু ব্যয় মাত্র ১৩ টাকা, ডায়ারিয়ার ১৭ টাকা, হামের ১২ টাকা এবং যক্ষ্মার ৯০০ টাকা। উল্লেখ্য, যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে আমাদের অবস্থান চতুর্থ শীর্ষে (*সংবিধানের ১৫ ও ১৮.১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অবস্থা এমন হবার কথা নয়*)।

৫. সাক্ষর-নিরক্ষর মিলে প্রায় ৩ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ (যাদের অধিকাংশই যুবক) এখনও বেকার (*সংবিধানের ১৫খ ও ২০ অনুচ্ছেদ কর্মের অধিকার নিশ্চিত করে*)।

---

[২৪] জোসেফ স্টিগলিজ, ২০১৩, The Price of Inequality, পৃ: xlvi.

ছক ৫: বাংলাদেশে সাংবিধানিক অধিকার বঞ্চিত মানুষের সংখ্যা, ২০১২
(২০১২ এর মোট ১৬ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে)

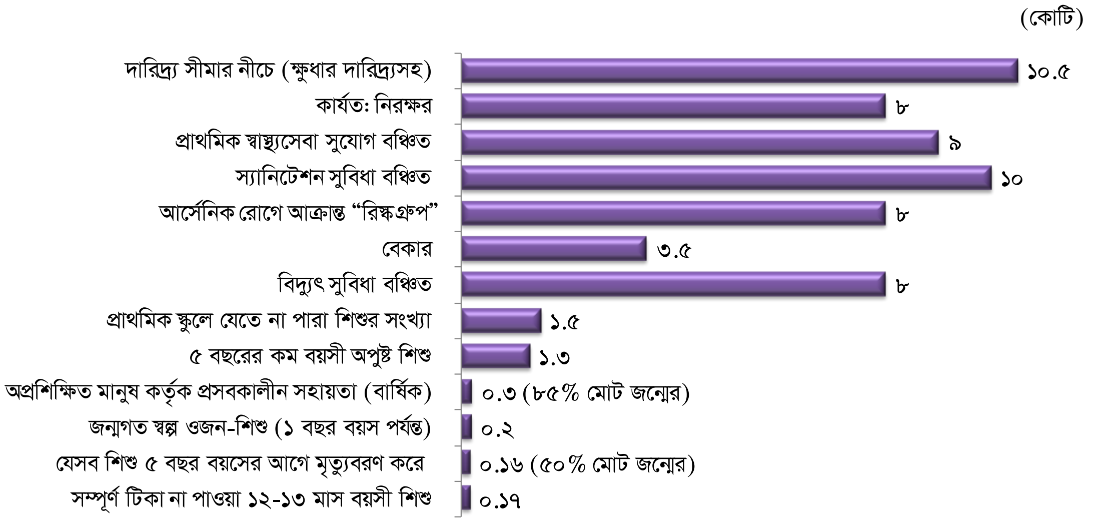

৬. প্রায় ৮ কোটি মানুষ এখনও বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত (*অথচ সংবিধানের ১৬ ধারা এ সুবিধা নিশ্চিত করে*)।

৭. সীমিত আয়ের ব্যাপক সংখ্যক মানুষ প্রকৃত অর্থেই দুর্দশাগ্রস্ত এবং দুর্দশা ক্রমবর্ধমান। এর অন্যতম কারণ দ্রব্যমূল্যের (খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত) ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার ব্যয় এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি। খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জিত হয়েছে কিন্তু দরিদ্র মানুষের খাদ্য-পরিভোগ তেমন বৃদ্ধি পায়নি– পুষ্টির কথা বাদই দিলাম। অন্যদিকে বণ্টন-অসমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা ক্রমবর্ধমান (*এসবই সংবিধানের ১৩, ১৫ ও ১৯ অনুচ্ছেদ-এর সঙ্গে সাযুজ্যহীন*)।

৮. দেশের অধিকাংশ নারী, শিশু ও প্রবীণ নিশ্চিতভাবেই বঞ্চিত (*যা সংবিধানের ১০, ১১, ১৫, ১৭, ১৮ ও ২৮ অনুচ্ছেদের পরিপন্থি*)।

৯. বিরাট এক জনগোষ্ঠী নিশ্চিতভাবেই উত্তরোত্তর অধিক হারে নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ছেন (যা সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ও মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সকল ধারার পরিপন্থি)।

১০. ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও আদিবাসী মানুষের বঞ্চনা চিরস্থায়ী রূপ ধারণ করেছে। শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনের মারপ্যাঁচে ইতোমধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের ৫০ লক্ষ মানুষের ২৬ লক্ষ একর ভূ-সম্পত্তি জবরদখল করা হয়েছে। এই জবরদখলকারী ‘rent-seeker’-রা আমাদের জনসংখ্যার মাত্র ০.৪ শতাংশ (ক্ষমতাবান/ক্ষমতাধর গোষ্ঠীভুক্ত)। আর ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষসহ ক্ষুদ্র জাতিসত্তার আদিবাসীরা কী অর্থনীতি, কী শিক্ষা, কী স্বাস্থ্য – সব দিক থেকেই প্রান্তস্থ[২৫] (*এসব কিছুই সংবিধানের ২৭, ২৮, ও ৪১ অনুচ্ছেদের সম্পূর্ণ পরিপন্থি*)।

সংবিধান দারিদ্র্যদূরীকরণে (বৈষম্য-অসমতা দূর করাসহ) যা নিশ্চিত করার কথা বলছে আর বাস্তবে ‘Rent-seeker’-দের সাথে রাজনীতি ও সরকারের স্বার্থ-সম্মিলনের যে চরিত্র-কাঠামো দেখছি তা চলতে থাকলে এদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা কখনও দূর হবে না।[২৬] বিষয়টি নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। দারিদ্র্য নিরসন কর্মকাণ্ডে হয় মৌলিক পরিবর্তন নয়তো সংবিধানের ৭ থেকে ৪৭ পর্যন্ত অনুচ্ছেদের আমূল সংশোধন জরুরি (সে ক্ষেত্রে সংবিধানের অন্যান্য ১০৬টি অনুচ্ছেদেও বিভিন্ন মাত্রায় সংশোধন করতে হবে)। আমার মতে এক্ষেত্রে মধ্যপথের অবকাশ নেই (যদিও আমরা অনেকেই ঝামেলা মুক্ত হতে

---

[২৫] বিস্তরিত দেখুন: আবুল বারকাত, ২০১৪, A Treatise on Political Economy of Unpeopling of Religious Minorities in Bangladesh through the Enemy Property Act and Vested Property Act; আবুল বারকাত, ২০১৪, বাংলাদেশে আদিবাসী মানুষের রাজনৈতিক অর্থনীতি; আবুল বারকাত, ২০১৫, Political Economy of Unpeopling of Indigenous Peoples: The Case of Bangladesh.

[২৬] তবে এখন থেকে দু'বছর আগেও আমিই বলেছিলাম সবকিছু যেভাবে চলছে তাতে মৌলিক চাহিদা পদ্ধতিতে জাতীয় ক্ষেত্রে দারিদ্র্য বিমোচনে সময় লাগবে ২০০-৩০০ বছর। বিস্তারিত দেখুন: আবুল বারকাত, ২০১২, “বাংলাদেশে দারিদ্র্য চিন্তা: ভাবনার দারিদ্র্য যেখানে প্রকট”, শাহ এএমএস কিবরিয়া স্মারক বক্তৃতা-২০১২, পৃ. ১১; আবুল বারকাত, ২০০৬, “একজন অদরিদ্রের দারিদ্র্য চিন্তা: বাংলাদেশে দারিদ্র্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি”, পৃ. ৬, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, আঞ্চলিক সেমিনার, রাজশাহী, ১৫ জুলাই ২০০৬।

মধ্যপথকে সর্বশ্রেষ্ঠ পথ বলে মনে করি)। তাহলে দারিদ্র্য দূরীকরণে যে অবস্থায় আমরা উপনীত হয়েছি, তা বিশ্লেষণ করে এ কথা বলবো কি-না যে, এ বিষয়ে সংবিধান কার্যকরী নয়? বিষয়টি ভাবনার– গভীর ভাবনার!

বিশ্বব্যাংকের প্রাক্তন প্রধান অর্থনীতিবিদ নিকোলাস স্টার্ন কয়েক বছর আগে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির লোকবক্তৃতায় বলেছিলেন, "আমার টেবিলে দারিদ্র্য উচ্ছেদ (alleviation অর্থে) শিরোনামে কোনও কিছু এলে আমি সেটা waste paper basket-এ ছুড়ে ফেলে দিই"। অর্থাৎ তার মতে দারিদ্র্য উচ্ছেদ সম্ভব নয়। বক্তব্যটি আমার কাছে অর্থনীতিবিদদের দারিদ্র্য বিষয়ক দর্শনচিন্তারই দারিদ্র্য বলে মনে হয়েছিলো।

আমার মতে দারিদ্র্য উচ্ছেদ ও দারিদ্র্য হ্রাস– ধারণাগত দিক থেকে উভয়ই সঠিক। আসলে দারিদ্র্যের মাত্রা দু'টো– নিরঙ্কুশ দারিদ্র্য (absolute poverty) আর আপেক্ষিক বা তুলনামূলক দারিদ্র্য (relative poverty)। আমি মনে করি, মাথাপিছু দৈনিক ২,১২২ কিলোক্যালরির নীচে খাদ্য ভোগ যদি নিরঙ্কুশ দারিদ্র্যের একটা মাপকাঠি হয়েই থাকে[২৭], সেক্ষেত্রে এ মুহূর্তেই বাংলাদেশ থেকে নিরঙ্কুশ দারিদ্র্য হ্রাস নয় উচ্ছেদই সম্ভব। কারণ আমরা এখন যে পরিমাণ খাদ্য শস্য (ধান, গম, ডাল, ফলমূল, শাক-সবজি, মাছ-মাংস ইত্যাদি) উৎপাদন করি সেটাকে মোট কিলোক্যালরিতে রূপান্তর করে মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হবে মাথাপিছু দৈনিক কমপক্ষে তিন হাজার কিলোক্যালরি অথচ নিরঙ্কুশ দারিদ্র্য সীমার উপরে উঠতে প্রয়োজন মাথাপিছু দৈনিক ২,১২৩ কিলোক্যালরি। সহজ এই পাটিগণিত বাস্তবে কাজ না করার প্রধান কারণ হলো বণ্টন-বৈষম্য[২৮] আর সংশ্লিষ্ট অসমতা যার মূলে আছে rent-seeker-দের সাথে তাদেরই অধীনস্থ রাজনীতি ও সরকারের সমস্বার্থের সম্মিলন। আর সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এ বৈষম্য রাষ্ট্রের মূলনীতির পরিপন্থি। কারণ, সংবিধানের ঐ অনুচ্ছেদে স্পষ্ট বলা হচ্ছে *"বণ্টন প্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ।"* আসলে মূলনীতি শীর্ষক সংবিধানের ৮ অনুচ্ছেদে বর্ণিত *অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা*, ১৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত *মানুষে-মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপের মাধ্যমে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিতকরণের বিধানসহ কৃষি সংস্কার* (agrarian reform) ও *অন্যান্য জনকল্যাণমুখী কর্মকাণ্ড* (যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি) ছাড়া বণ্টন বৈষম্য রোধের প্রকৃত কোনো উপায় নেই। এ বিষয়ে বাজার অর্থনীতির কারণ-পরিণাম সংশ্লিষ্ট তত্ত্বগত প্রাথমিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে ইতোমধ্যে *শেকড়ে rent seeking* শিরোনামের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এবং পরবর্তী *"মানুষে মানুষে অসাম্য কেন হয়"* শিরোনামের একাদশ অধ্যায়ে।

আসা যাক আপেক্ষিক দারিদ্র্যের বিষয়ে। নিরঙ্কুশ দারিদ্র্যের বিপরীতে আপেক্ষিক দারিদ্র্য উচ্ছেদ বা নির্মূল সম্ভব নয়, হ্রাস সম্ভব। কারণ বিষয়টি তুলনামূলক। এক শ্রেণিতে পাঠরত দু'জনের পরীক্ষার ফল (অথবা অভিজ্ঞান-মাত্রা) ভিন্ন হয় বিভিন্ন কারণে। আবার দু'জনের ফল ভিন্ন হতে বাধ্য– এ কথাও অসত্য হতে পারে। দু'জনের প্রথমজন যদি জন্মসূত্রে স্বল্প ওজনের (low birth weight) এবং সেই সঙ্গে দারিদ্র্য-বৈষম্যসহ অন্যান্য কারণে অপুষ্টিবাহিত অথবা পুষ্টিহীন হয় (গবেষকেরা বলেন জন্ম প্রক্রিয়ায় মাতৃগর্ভসহ জন্মের প্রারম্ভকালেই মানুষের মস্তিষ্ক কোষের মূল বিকাশ ঘটে থাকে[২৯]) আর

---

[২৭] "হয়েই থাকে" বলছি এ জন্য যে আমি মনে করি ২১২২ কিলোক্যালরির নীচে খাদ্য ভোগ দারিদ্র্যের কোনো প্রকৃত মাপকাঠি হতে পারে না। স্বল্প বিকশিত অর্থনীতি ও সমাজে খাদ্য পরিভোগের কোনো এক সুনির্দিষ্ট পরিমাণকে নিরঙ্কুশ দারিদ্র্যের মাপকাঠি হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। এমনকি খাদ্য পরিভোগও যদি কোনো মানদণ্ড হয় সেক্ষেত্রে কেন ২১০০ কিলোক্যালরি, কেনো ৩,০০০ কিলোক্যালরি নয়; আর কিলোক্যালরি কেনো? পুষ্টির পরিমাণ ও মান নয় কেনো? মানুষের জীবনে খাদ্য বহির্ভূত যেসব প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা সেসব কোথায়? এসব ছাড়াও সামাজিক রীতি-নীতি ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট মাপকাঠি কোথায়? সেসব তো নিরঙ্কুশ দারিদ্র্যেরই মানদণ্ড হওয়া যুক্তিসঙ্গত (এসব লক্ষ করে দারিদ্র্যের ২৩টি রূপের কথাসহ বস্তুগত, আত্মিক ও আবেগী রূপের ব্যাখ্যা ইতোমধ্যে দিয়েছি)। এসব যদি নজরে নাও নেয়া হয় সেক্ষেত্রে আপেক্ষিক বা তুলনামূলক দারিদ্র্য (relative poverty) নিরূপণে ব্রিটিশ সমাজ বিজ্ঞানী টমাস টাউনসেন্ডের গবেষণা প্রণিধানযোগ্য যেখানে তিনি বলছেন, "একটি দেশ যতোখানি সম্পদশালী হয় সে দেশে আয় বৈষম্য ততোই বাড়ে, অসম হয়, এবং দারিদ্র্যপিষ্ট মানুষের সংখ্যা বাড়ে" (দেখুন, পিটার টাউনসেন্ড, ১৯৭৯, Poverty in the United Kingdom)।

[২৮] এ বণ্টন বৈষম্যটি এমনই যে, যে যতো বেশি পরিশ্রম করবেন তিনি ততো বেশি দরিদ্র হবেন, আর বিপরীতে সম্পদ সৃষ্টিতে কোনরকম ভূমিকা না রেখেই কেউ কেউ বিত্তবান-সম্পদশালী হয়ে যাবেন (অর্থাৎ rent-seeker); এ বৈষম্যটি এমনই যা সবার জন্য সমসুযোগ সৃষ্টির বিপরীতে কাজ করে যা বৈষম্য আরো বাড়ায়; এ বণ্টন বৈষম্যটি এমনই যে কৃষক আলু উৎপাদন করবেন এবং তা রাস্তায় ফেলে দেবেন; গৃহস্থ দুধেল গাই পুষবেন আর দুধ পানিতে অথবা রাস্তায় ঢেলে ফেলবেন; বিশ্ববাজারে ভোজ্য তেলের মূল্য কমবে কিন্তু আমাদের এখানে দাম বাড়বে ইত্যাদি। বিষয়টি পরে '*মূল্য সিন্ডিকেট ও বাজার সন্ত্রাস*' শীর্ষক পঞ্চম অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হয়েছে।

[২৯] স্নায়ুবিজ্ঞানী (neuroscientist)-রা শিশুর মস্তিষ্ক কোষের বিকাশের সময়কাল সংশ্লিষ্ট যা কিছু আবিস্কার করেছেন তার সাথে সমাজে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার পরিমাণ ও মাত্রার সরাসরি সম্পর্ক আছে। স্নায়ুবিজ্ঞানী ডিক্ সোয়াব এ সম্পর্কে বলেছেন, "আমাদের স্মরণশক্তির জন্য প্রয়োজনীয় যে স্নায়ু-সার্কিট তা জন্মের প্রথম দিকেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় এবং সচেতন-স্মরণশক্তির কর্মকাণ্ড জন্মের দ্বিতীয় বছর থেকেই শুরু হয়ে যায়। ... আমাদের জন্মের পরের জীবনটা মাতৃগর্ভেই "প্রোগ্রাম্ড্"। আমাদের স্নায়ূতন্ত্র আমাদের জন্মের আগেই মাতৃগর্ভে এবং জন্মের ঠিক পরেপরেই অতিদ্রুত বিকশিত হয়। ... মাতৃগর্ভসহ জন্মের পরপরই অতিদ্রুত গতিতে স্নায়ু কোষ বিকশিত হয়; পরবর্তীসময়ে বিকাশের এ প্রক্রিয়ার গতি কমে আসে এবং তা চার বছর বয়স পর্যন্ত চলে। স্নায়ুতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ ঘটে ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত। স্নায়ুতন্ত্রের সুস্থ বিকাশের জন্য মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থাতেই যথেষ্ট পুষ্টির প্রয়োজন।... দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমরা যে বিশ্বে বাস করছি সেখানে এ মুহূর্তে ২০ কোটি শিশু পুষ্টিহীনতার কারণে স্নায়ুতন্ত্রের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতির সম্মুখীন।... আরও ২০ কোটি শিশু আয়োডিনের অভাবে ভুগছে।...মাতৃগর্ভের পুষ্টিহীনতা শিশুর মস্তিষ্ক কোষের সুস্থ বিকাশে প্রতিবন্ধক যার ঋণাত্মক প্রভাব বংশপরম্পরা চলে। এ দুষ্ট চক্র ভেঙ্গে ফেলার একমাত্র উপায় হলো বিশ্বে খাদ্য সরবরাহের বণ্টন ব্যবস্থা উন্নততর করা" (দেখুন, ডিক্ সোয়াব, ২০১৫, We Are Our Brains: From the Womb to Alzheimer's, পৃ: ৩২, ৩৬-৩৭, ৪৪-৪৬, ৩৯০)।

দ্বিতীয়জন যদি ঠিক উল্টো বৈশিষ্ট্যের হয়, তাহলে দু'জনের পরীক্ষার ফল ভিন্ন হবে। আর দু'জনেই অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বাহক হলে অর্থাৎ প্রথমজনকে দ্বিতীয়জনের বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত করলে তুলনামূলক ফল কি ভিন্ন হবে? আমাদের দারিদ্র্য-গবেষকেরা এসব নিয়ে মাথা ঘামান বলে আমার জানা নেই। তবে আমার বিশ্বাস, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে পরীক্ষার ফল (অথবা অভিজ্ঞান-মাত্রা) বিষয়ক দারিদ্র্য হ্রাস নয়, উচ্ছেদই সম্ভব। সুতরাং, সামাজিক বৈষম্য-অবৈষম্যের বিচারে নিরঙ্কুশ দারিদ্র্য আপেক্ষিক আর আপেক্ষিক (বা তুলনামূলক) দারিদ্র্য নিরঙ্কুশ। নিরঙ্কুশ ও আপেক্ষিক দারিদ্র্যের মর্মার্থ অনুধাবনে বিষয়টি আমাদের দারিদ্র্যাবস্থা বিশ্লেষণ ও দারিদ্র্য উচ্ছেদ (নির্মূল) এবং/অথবা দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা জরুরি।

একদিকে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা আর অন্যদিকে মানব (মানবিক) উন্নয়ন সম্ভাবনার গতি বৃদ্ধি– এ দু'টো যে পরস্পর সম্পর্কিত এ বিষয়েও আমাদের চিন্তা কাঠামোতে যথেষ্ট ভ্রান্তি আছে বলে মনে হয়। সরকার ও দাতাগোষ্ঠী প্রায়শই আমাদের বুঝিয়ে থাকেন যে, উন্নয়ন হলে দারিদ্র্য স্বয়ংক্রিয়ভাবেই কমে যাবে। বিষয়টি উন্নয়ন-প্রবৃদ্ধির চুইয়ে পড়া তত্ত্ব (trickle down theory) হিসেবে পরিচিত। এ বিষয়ে আমি আদৌ একমত নই; এ তত্ত্ব যুক্তিগত কারণেই ভুল প্রমাণিত হবার কথা এবং সেটাই হয়েছে। আমি মনে করি উল্টো– দারিদ্র্য উচ্ছেদ হলে উন্নয়ন হবে অথবা দারিদ্র্য উচ্ছেদ টেকসই উন্নয়নের প্রধান পূর্ব শর্ত। আসলে উন্নয়ন বলতে সরকার ও দাতাগোষ্ঠী যা বুঝিয়ে থাকেন সে অর্থে তা হবে না। তারা উন্নয়ন বলতে মোট উৎপাদনের বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধির হার অথবা মাথাপিছু জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি বুঝিয়ে থাকেন– দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা যে অবস্থাতেই থাকুক না কেনো। এসব প্রবৃদ্ধির উৎস যাই হোক না কেন এবং প্রবৃদ্ধির ফল যেখানেই যাক না কেন– তাতে ওদের মাথাব্যথা নেই। অথচ আমি অন্তত ১০০টি দেশের নাম উল্লেখ করতে পারি যে সব দেশে এসব মাপকাঠিতে উন্নয়ন হলেও সেই সঙ্গে দারিদ্র্য হ্রাস পায়নি, এমনকি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বৈষম্য ও অসমতার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে খুব জোর দিয়েই বলতে চাই যে মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদন মানুষের জীবনসমৃদ্ধির প্রকৃত পরিমাপক নয়। (বিষয়টি আরো বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছি পরবর্তী *'মানুষে মানুষে অসাম্য কেন হয়'* শিরোনামের একাদশ অধ্যায়ে)।

সুতরাং সব কিছু বিশ্লেষণে আমার দৃঢ় বিশ্বাস *দারিদ্র্য বিমোচন উদ্দিষ্ট 'উন্নয়ন'*-এর নতুন সংজ্ঞা প্রয়োজন। যে সংজ্ঞা *বৈষম্য-হ্রাসকারী উন্নয়ন প্রক্রিয়ার* কথা বলবে। যেখানে উন্নয়ন হবে এমন একটি প্রক্রিয়া যা মানুষের চয়নের স্বাধীনতা (freedom of choice) নিশ্চিত করবে, সম্প্রসারিত করবে, বিস্তৃত করবে। এ অর্থে উন্নয়ন হতে হবে স্বাধীনতা মধ্যস্থতাকারী প্রক্রিয়া (freedom-mediated process) যেখানে অধিকার হিসেবে জনগণের জন্য পাঁচ ধরনের চয়ন-স্বাধীনতা নিশ্চিত হতে হবে: অর্থনৈতিক সুযোগ (economic opportunity), সামাজিক সুবিধাদি (social facilities), রাজনৈতিক স্বাধীনতা (political freedom), স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা (guarantee of transparency) ও সুরক্ষার বা নিরাপত্তার নিশ্চয়তা (protective security)।[৩০] উন্নয়ন দর্শন কৌশল যদি এসব স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয় শুধুমাত্র তখনই উন্নয়নের সঙ্গে দারিদ্র্য বিমোচিত হবে অথবা দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা বিমোচন টেকসই উন্নয়নের পূর্ব শর্ত হিসেবে কাজ করবে। মানবিক উন্নয়নের এ দর্শনটি হতে হবে *দেশের মাটি-উত্থিত উন্নয়ন দর্শন* (home grown development philosophy) যে দর্শনের মূল ভিত্তি-বিষয়সমূহ হবে– পূর্ণাঙ্গ জীবন বিনির্মাণে সবার সম-সুযোগের নিশ্চয়তা; বহিঃস্থদের অন্তর্ভুক্তিকরণ (বঞ্চিত, নিঃস্ব, দুস্থ, দুর্দশাগ্রস্ত, দুঃখী মানুষ); মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগের নিশ্চয়তা; মানুষ নিজের জন্য যে জীবন মূল্যবান মনে করেন সে লক্ষ্যে সুযোগের সম্প্রসারণ; অ-স্বাধীনতার সব উৎসমুখ বন্ধ করা; সাংবিধানিক ও ন্যায়-অধিকার-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন; মানুষের অসীম সক্ষমতা বৃদ্ধির সব পথ সম্প্রসারণ; শোষণ ও বঞ্চনার-চক্র ভেঙ্গে ফেলা; বৈষম্য-অসমতা নিরসন এবং মানুষের জন্য সম্মানজনক জীবন নিশ্চিত করা। এসবের সাথে প্রস্তাবিত দেশের মাটি-উত্থিত স্বদেশি উন্নয়ন দর্শনে rent-seeker-দের রাজনীতি ও সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে এবং rent seeking প্রক্রিয়াকে চিরতরে নির্মূল করার ব্যবস্থা করতে হবে। মানবিক উন্নয়নের এ দর্শনে দারিদ্র্য বিমোচনসহ বৈষম্য-অসমতা নিরসন হবে উন্নয়নের লক্ষ্য, উপলক্ষ নয় (যেটা প্রচলিত চিন্তায় ঠিক উল্টো)।

কেন যেন আমাদের মত *উন্নয়নশীল, স্বল্পোন্নত, দরিদ্র* দেশ নিয়ে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ (?) মাত্রাতিরিক্ত ভাবেন (!)। এদের মধ্যে যারা খুব বেশি ভাবেন তারা প্রায় সবাই ধনীদেশের নেতা অথবা তাদেরই স্বার্থরক্ষাকারী প্রতিনিধি। তারা কিন্তু তাদের দেশের rent-seeker-দের সম্পর্কে তেমন টু শব্দটি করেন না; নিজ দেশের বৈষম্য-অসমতা নিয়ে কার্যকর ভাবনা নেই তাদের। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ (?) ২০১৫ সাল নাগাদ কউ হবে এ নিয়ে *'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য'* (Millennium Development Goals, MDG) শিরোনামে ১৯৯৯ সালে ভাবনা শুরু করেছেন; আর ২০১৫ সাল যতোই কাছে আসছে ততোই নতুন ভাবনা শুরু করেছেন যার শিরোনাম দিয়েছেন *'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য'* (Sustainable Development Goals, SDG)।

---

[৩০] বিস্তারিত দেখুন: অমর্ত্য সেন, ১৯৯৯, Development As Freedom, পৃ: ১০, ৩৮-৪০।

MDG-র প্রথম লক্ষ্য হলো "চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল করা" (২০১৫ সালের মধ্যে অর্ধেককে নামিয়ে আনা)। জাতিসংঘের MDG-তে যেহেতু রাষ্ট্র হিসেবে আমরা স্বাক্ষর করেছি সেহেতু আন্তর্জাতিক ফোরাম থেকে শুরু করে দেশের সংশ্লিষ্ট যে কোনো ফোরামে আমরা দারিদ্র্য-ক্ষুধা "নির্মূল বা উচ্ছেদের" কথা জোরেশোরেই বলতে পারি। সেই সাথে অবশ্যই আমাদের বলতে হবে যে জাতিসংঘে যখন আমরা "দারিদ্র্য নির্মূল"-এ স্বাক্ষর করলাম তখন দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলপত্রে (Poverty Reduction Strategy Papers, PRSP) অথবা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিলে কেন "দারিদ্র্য হ্রাসের" কথা বলছি। 'নির্মূল' ও 'হ্রাস' তো এক কথা নয়। এ দ্বৈততা কেন? এ কি নেহায়েত দ্বৈততা না-কি কমিটমেন্ট এর অভাব; প্রতিশ্রুতি ও সদিচ্ছার অভাব? এ বিষয়ে জোরে কথা বলে কী হবে তা জানি না, তবে যুক্তি থাকলে উচ্চকণ্ঠ হতে অসুবিধা কোথায়? বিষয়টি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক।

সরকারের দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলপত্র অথবা পাঁচসালা পরিকল্পনা নিয়ে আমরা দু'ভাবে ভাবতে পারি: প্রথমত: এ দেশের দরিদ্র মানুষের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট যা কিছু দারিদ্র্য বিমোচনে প্রয়োজন ছিল অথচ "উন্নয়ন নীতি-কৌশল দলিলে" স্থান করে নিতে পারেনি তা চিহ্নিত করা এবং উচ্চস্বরে বলা। যেমন দেশে ২ কোটি বিঘার বেশি যে খাস জমি ও জলা আছে তা কিভাবে দরিদ্র মানুষের ন্যায্য হিস্যাতে রূপান্তরিত হবে (?); অথবা দরিদ্র বেকারদের (প্রধানত যুবদারিদ্র্য) কী হবে (?); অথবা বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্প কল-কারখানা খোলা নিয়ে ভাবনাটা কী (?); অথবা গত ৪০ বছরে বিদেশি ঋণ-অনুদানের প্রায় ২.৫ লক্ষ কোটি টাকার লুটপাট, আর প্রায় ৮-১০ লক্ষ কোটি টাকার সমপরিমাণ কালো টাকার কী হবে (?); উন্নয়ন বিরোধী সব ধরনের-সব রূপের 'Rent-seeker'-দের নিরস্ত্র করা যাবে কিভাবে (?) ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত: দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলপত্র অথবা পাঁচসালা পরিকল্পনায় এমন কী আছে যা দিয়ে দরিদ্র মানুষ বুঝবে যে দারিদ্র্য দূর হচ্ছে (?); বাস্তবায়ন কৌশলগুলো কী এবং তাতে দরিদ্র মানুষ কিভাবে অংশগ্রহণ করবেন? এক্ষেত্রে জনকল্যাণকামী অর্থনীতিবিদদের দায়িত্ব হতে পারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 'নিজস্ব-দেশজ' (home grown) বিস্তারিত দারিদ্র্য-বৈষম্যহ্রাসমুখী উন্নয়ন দর্শন ও নীতি-কৌশল প্রণয়ন করে সেটা প্রচার করা এবং যুক্তি থাকলে তা গ্রহণে নাগরিক সমাজ ও সরকারকে পরামর্শ দেয়া; প্রয়োজনে সব ধরনের কার্যকর চাপ সৃষ্টি করা এবং তা অব্যাহত রাখা। আমাদের 'নিজস্ব-দেশজ দারিদ্র্য নির্মূল/বিমোচন কৌশল দলিল' প্রণয়ন এ জন্যও দরকার যে সরকারের তথাকথিত 'দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলপত্র' রচিত হয়েছে বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ[৩১]-এর কনসেশনাল ঋণ পাবার পূর্ব শর্ত হিসেবে যা এ দেশের 'মাটি থেকে উত্থিত' (home grown) উন্নয়ন নীতি-কৌশলের রূপরেখা নয়। এদেশের দরিদ্র মানুষের নিজস্ব 'দারিদ্র্য বিমোচন নীতি-কৌশল দলিল' প্রণয়ন কোন জোর জবরদস্তির বিষয় নয়– এটা দেশের মানুষের সাংবিধানিক ও ন্যায় অধিকার নিশ্চিত করার নীতি-কৌশল হিসেবেই ভাবতে হবে। ভাবনা যদি তা-ই হয় তাহলে নিজস্ব অর্থে পদ্মাসেতু বিনির্মাণে বাধা কোথায়[৩২]; বাধা কোথায় কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারে; বাধা কোথায় সরকারি মালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান পুনঃগঠনে-পুনঃচালুকরণে; বাধা কোথায় সবার জন্য সরকারিভাবে অপেক্ষাকৃত উচ্চমানসম্মত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাসহ অন্তত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে? আমার ধারণায় এসবে মূল বাধা হলো আমাদের দেশের এবং আন্তর্জাতিক rent-seeker গোষ্ঠীর সমস্বার্থ; আমাদের পরনির্ভরশীলতা ঐ গোষ্ঠীর অস্তিত্বের শক্তি বৃদ্ধি করে, আর উল্টোটা তাদের অস্তিত্বের উপর হুমকি যে কারণেই তারা প্রায়শই একটি কৌশল অবলম্বন করেন যার নাম FUD (fear বা ভীতি; uncertainty বা অনিশ্চয়তা; doubt বা সন্দেহ)।

দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বিমোচন লক্ষ্যে 'উন্নয়ন'-এর রূপরেখা ও কৌশলাদি কেমন হবে বিষয়টি সত্যিকার অর্থে এখনও পর্যন্ত আমাদের বেশ অজানা। শুধু দারিদ্র্যের মর্মবস্তুর নিরিখেই নয়, দারিদ্র্য-বিমোচন লক্ষ্যের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড কেমন হতে পারে, এ বিষয়েও আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট মাত্রায় দুর্বল বলে আমি মনে করি। দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বিষয়ক কোন জ্ঞানতত্ত্বের (epistemology) অস্তিত্ব আদৌ আছে কি-না, সে বিষয়েও আমি সন্দিহান। তবে নিরাশ নই আশাবাদী, কারণ এসব নিয়ে বিশ্বব্যাপী চিন্তা-পুনঃচিন্তার পরিবেশটা অন্তত সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়।

[৩১] আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা IMF-কে আমরা সবাই অর্থনৈতিক সংস্থা হিসেবেই জানি। কিন্তু IMF নিয়ে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ-এর একটি ছোট্ট বাক্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন 'The IMF is a political institution' (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন: _জোসেফ স্টিগলিজ, ২০০২, Globalization and Its Discontents, পৃ: ১৬৬-১৭৯)।

[৩২] বিস্তারিত দেখুন: আবুল বারকাত, ২০১২, নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু: জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সুযোগ, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, জাতীয় সেমিনার, ১৯ জুলাই, ২০১২।

অধ্যায় ৪

বৈষম্য-অসমতা উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন-উদ্দিষ্ট rent seeking-সহ দুর্বৃত্তায়নই দারিদ্র্যের উৎস

> "প্রতিটি কাজের পেছনে রয়েছে সুযোগ, প্রকৃতি, বাধ্যতা, অভ্যাস, যুক্তি, ক্রোধ বা ক্ষুধা– এ সাতটির যে কোনো এক বা অন্যবিধ কারণ।"
>
> অ্যারিস্টটল, খ্রি.পূ. ৩৮৪-৩২২

আমার দৃঢ় বিশ্বাস– এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণের যুক্তিসংগত তেমন কোনো কারণ নেই যে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার বিস্তৃতি, মাত্রা, গভীরতা ও তীব্রতা এখন যা এবং যে দিকে এগুচ্ছে, প্রবণতার চাকাটি তার উল্টো দিকে আনতে হবে। আর সেটাই হবে আমাদের মুক্তি-চেতনা ও ১৯৭২ এর সংবিধানের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রকাশের সর্বোৎকৃষ্ট নির্দেশক। স্বাধীনতার পরে বিশেষত: ১৯৭৫ পরবর্তী বিগত চল্লিশ বছরে আমাদের দেশে উত্তরোত্তর অধিক হারে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন (production and reproduction of poverty-disparity-inequality) হয়েছে। দারিদ্র্যের উৎস– বৈষম্য ও অসমতার বিকাশ হয়েছে অবারিত। বৈষম্য সৃষ্টির উৎসসমূহে কী অর্থনীতি, কী রাজনীতি, কী শিক্ষা-সংস্কৃতি– সর্বত্র এক আত্মঘাতী লুণ্ঠন সংস্কৃতি (culture of plundering) জেঁকে বসেছে। এ লুণ্ঠনকারীরাই হলেন rent-seekers। যারা আসলে সম্পদ সৃষ্টি করেন না; তারা সরকার ও ক্ষমতার রাজনীতি ব্যবহার করে অন্যের সম্পদ হরণ করেন (ইতোমধ্যে বিষয়টি *শেকড়ে "rent seeking"* শিরোনামের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে)। এ লুণ্ঠন সংস্কৃতির চরিত্র-নিয়ামক হ'ল কালো টাকা, জবর দখল (ভূমিদস্যু-জলদস্যু-বনদস্যু), সন্ত্রাস, পেশি-শক্তি, ঘুষ, দুর্নীতি, টেন্ডারবাজি, ব্যবসা-বাণিজ্যে সরকারি অনিয়ম, অযৌক্তিক পৃষ্ঠপোষকতা, বিভিন্ন কোটা, উপহার, রাষ্ট্রীয় সম্পদ-সম্পত্তির অপব্যবহার, একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি, কু-আইন, সু-আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি, কুশাসন-অপশাসন, দমন-নিপীড়ন ইত্যাদি। পুঁজিবাদ বিকাশে *লুণ্ঠন* নিয়ামক ভূমিকা পালন করে কিন্তু এদেশে উল্লিখিত আত্মঘাতী লুণ্ঠন প্রক্রিয়া জাতীয় পুঁজি বিকাশে ব্যর্থ হয়েছে– তা না হ'লে বিশ্বের সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজি বন্ধ হবে কেন? কেন বন্ধ হয়েছে মৌলিক ভারী শিল্প? কেন রাষ্ট্রীয় উৎপাদনি প্রতিষ্ঠান পানির দরে বিক্রি হয়ে যায়? কেন বিরাষ্ট্রীয়করণকে সর্বরোগের নিরাময় বলা হয়? কারা এসব প্রেসক্রিপশন দেন? কেনই বা নির্বিচারে তাদের কথা শুনতে আমরা বাধ্য হই?

স্বাধীনতাত্তোর ১৯৭৫ পরবর্তীকালে অর্থনীতির হরিলুট (অর্থাৎ rent seeking)– বৈষম্য বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য-অসমতা উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করেছে এবং তা অব্যাহত আছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি যে "দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদে" (criminalization trap) পড়েছে এবং তা থেকে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা পুনরুৎপাদিত হচ্ছে এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন ছাড়া দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বিমোচিত হবে না। কারণ বাস্তব অবস্থাটা আসলে বাজার-রাজনীতি-সরকারের সাথে দুর্বৃত্ত– rent-seekers-দের এক অশুভ স্বার্থ-সম্মিলনের প্রতিফল মাত্র। এ দুর্বৃত্তায়নের দৃশ্যমান ও মর্মগত বিষয়াদি নিম্নরূপ:

১. গত চল্লিশ বছরে সরকারিভাবে যে প্রায় ২.৫ লক্ষ কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণ-অনুদান এসেছে তার ৭৫ ভাগ (অর্থাৎ ১ লক্ষ ৮৮ হাজার কোটি টাকা) লুণ্ঠন করেছে অর্থনীতি–রাজনীতির দুর্বৃত্ত গোষ্ঠী। ফলে ক্ষমতাধররা অধিকতর ক্ষমতাবান হয়েছেন আর ক্ষমতাহীন দরিদ্রদের অক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দুর্বৃত্ত-লুটেরাদের সাথে বাজার-অর্থনীতি-রাজনীতি-সরকার-এর সমস্বার্থের সম্মিলনই এ অবস্থার স্রষ্টা। এ সমীকরণের বাইরের অন্যান্য অনেক উপাদানই বিভিন্ন মাত্রায় প্রভাবক হতে পারে তবে নিয়ামক নয়।

২. অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদ রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কার্যকরী চাহিদা (effective demand) বৃদ্ধি করছে; আর ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদকে উত্তরোত্তর শক্তিশালী

করছে। দুর্বৃত্তায়নের এ প্রক্রিয়া শক্তিশালী করতে অন্যান্য অনেক কিছুর মধ্যে এখন নবসংযোজন হয়েছে গণমাধ্যম দখল (যার অন্তর্ভুক্ত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াসহ সব ধরনের যোগাযোগ মাধ্যম)।

৩. ক্ষমতাবানেরা এক ধরনের নিকৃষ্ট পুঁজির (ব্রিফকেস পুঁজি বা কমিশন/দালাল পুঁজি) মালিক হয়েছেন। এ বিত্তের প্রধান উৎস rent seeking (যা আগে ও পরে বিশ্লেষণ করা হয়েছে)। এ পুঁজি শুধু অনুৎপাদনশীলই নয়, তা ‘সৃষ্ট’ও নয় (not created), এ বিত্ত হরণকৃত, এ বিত্ত জোরদখলকৃত। উৎপাদনশীল বিনিয়োগে অনুৎপাদনশীল এ পুঁজির তেমন আগ্রহ নেই। আর যদি থেকেও থাকে তাহলে শুধুমাত্র সেসব খাত ও ক্ষেত্রে যেখানে আরো বেশি rent seeking হতে পারে অথবা এমনসব খাত ও ক্ষেত্রে যার ফলে rent seeking সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে সম্ভাব্য বিপত্তি এড়ানো যায়।

৪. ক্ষমতাবানেরা এখন কালো অর্থনীতির একটা বলয় সৃষ্টি করেছেন, যে দুষ্টচক্রে বছরে এখন ৭৫-৮০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ কালো টাকা সৃষ্টি হয়। আর অর্থমন্ত্রণালয়ের হিসেবে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপির) ৪০-৮৫ শতাংশের সমপরিমাণ হবে ঐ কালো টাকার পরিমাণ (অর্থাৎ মোট ৫ লক্ষ কোটি টাকা থেকে ১০ লক্ষ কোটি টাকা পর্যন্ত)। এ বলয়ে যাদের অবস্থান, তারাই আবার ৬০-৮০ হাজার কোটি টাকার ঋণখেলাপি (লুণ্ঠন সংস্কৃতিতে যুক্ত হয়েছে ব্যাংক ঋণখেলাপি সংস্কৃতি, ঋণ অবলেপনের সংস্কৃতি এবং বৃহদাংক ঋণ পুনর্গঠনের নামে ঋণ আদৌ ফেরত না দেয়ার সংস্কৃতি)। এরাই বছরে ২৫-৩৫ হাজার কোটি টাকার ঘুষ-দুর্নীতিতে জড়িত। এরাই বছরে কমপক্ষে ৪০-৫০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ মুদ্রা পাচার (money laundering) করছেন। এরাই তারা যারা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকের ঋণ-অগ্রিমের ৯০ শতাংশের বেশি কব্জাগত করেছেন (অথচ এরা মোট ঋণ গ্রহীতার মাত্র ৪ শতাংশ মানুষ) এবং তা ফেরত দেবেন না। অর্থাৎ এরা সাধারণ আমানতকারীদের অর্থ আত্মসাৎ করবেন এবং যেহেতু রাষ্ট্রটাই তাদের নিয়ন্ত্রণে সেহেতু রাষ্ট্র এসবে সহায়তা করবে এভাবে না হয় ওভাবে, এদিক দিয়ে না হয় ওদিক দিয়ে আর এসবে স্ব-স্বার্থেই সহায়তা করবে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল। এরাই অর্থনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রে এক ধরনের স্থবিরতা সৃষ্টি করেছেন যেখানে দারিদ্র্য বিমোচন অসম্ভব, যেখানে বৈষম্য-অসমতা দূর হবার নয়। এরাই আবার রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে এবং/অথবা তাকে ব্যবহার করে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকাণ্ড দুরূহ করছেন। এরাই সৃষ্টি-পুনঃসৃষ্টি করছেন ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ও অসমতা। একদিকে সর্বগ্রাসী অর্থ-কেন্দ্রিক বাজার অর্থনীতি এসবের জন্য দায়ী আর অন্যদিকে রাষ্ট্র-সরকার ব্যবস্থাটাই এমন যে তা অনুরূপ rent seeking ভিত্তিক বাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করতে বাধ্য। এসবই শেষ বিচারে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা নিরসনে রাষ্ট্র ব্যবস্থার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভাবতে বাধ্য করে।

৫. দেখা গেছে দুর্বৃত্ত-বেষ্টিত সরকার তার বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে যতো না মানুষকে গুরুত্ব দিয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়েছে লুণ্ঠনের খাতকে। যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদ বিনিয়োগ করে বাংলাদেশকে সম্পূর্ণরূপে যক্ষ্মা ও কুষ্ঠরোগ মুক্ত করা সম্ভব, তার সমপরিমাণ বা তার চেয়ে অনেক বেশি অর্থ ও সম্পদ ব্যয় হয়েছে অপ্রয়োজনীয় অনেক খাতে। বাজেট ঘাটতি হবে অথচ অনুৎপাদনশীল ব্যয় উদ্বৃত্ত হবে। এ ধরনের বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত আর যাই হোক তা দারিদ্র্য বিমোচন উদ্দিষ্ট নয়। এখানেও ক্রমবর্ধমান অসমতা সৃষ্টির রাজনৈতিক অর্থনীতি দৃশ্যমান।

৬. ক্ষমতাবান দুর্বৃত্তদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতিও গড়ে উঠেছে যা উত্তরোত্তর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও মূল্যবোধ সংশ্লিষ্ট দারিদ্র্য-বৈষম্য বৃদ্ধি করছে (যার সবগুলি *সংবিধানের ১১, ২৬-২৯, ৩১-৩২, ৩৫-৪১, ৪৩-৪৬ অনুচ্ছেদসমূহের পরিপন্থি*)। এসবই ঘটছে rent-seeker-দের সাথে ক্ষমতার রাজনীতি ও সরকারের অশুভ স্বার্থ-সম্মিলনের কারণে। এসবের পুঞ্জীভূত রূপটি এমন–

— যেখানে নির্বাচন মানেই rent-seeker-দের খেলা, বড় মাপের আর্থিক বিনিয়োগ, কালোটাকার প্রতিযোগিতা এবং “নির্বাচনি ইঞ্জিনিয়ারিং”;

— যেখানে সন্ত্রাস-সহিংসতা অনিবার্য ও নৈমিত্তিক বিষয়;

— যেখানে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অবমাননা সাধারণ নিয়ম;

— যেখানে সরকারি গণমাধ্যম মানেই স্তুতি প্রচারের যন্ত্র;

— যেখানে জনগণের অংশগ্রহণ বিষয়টি নেহায়েতই টোকেনইজম (স্লোগান);

— যেখানে সুশাসন বিষয়টি অতিমাত্রায় উচ্চারিত কিন্তু প্রকৃতই মূল্যহীন;
— যেখানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নেহায়েতই কাগুজে;
— যেখানে মানুষের দুর্দশা-বঞ্চনাকেন্দ্রিক ব্যবসা সবচে' লাভজনক;
— যেখানে প্রতিষ্ঠিত ও সোচ্চার "সুশীল সমাজ"-এর মূল লক্ষ্যই হলো কথা-বার্তার মারপ্যাঁচ দিয়ে বিদ্যমান শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থাটিকে জিইয়ে রাখা;
— যেখানে গরিব-নিম্নবিত্ত মানুষ অন্যায় দেখলেও একধরনের 'নীরবে সহ্য করার সংস্কৃতিতে' (culture of silence) অভ্যস্ত হয়ে পড়েন।

সরকারি "পরিসংখ্যানিক অর্থনীতি"[৩৩] যা-ই বলুক না কেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষমতাহীন মানুষ অতিকষ্টে জীবন যাপন করছেন। দেশের মোট জাতীয় আয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হিস্যা উত্তরোত্তর কমেছে আর ধনীদের বেড়েছে– ধনী-দরিদ্র ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের একথা সরকারিভাবেই স্বীকৃত। আমার হিসেবে গত ৪০ বছরে এ দেশে বিভিন্ন মানদণ্ডে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৫ কোটি থেকে বেড়ে এখন কমপক্ষে ১০ কোটিতে দাঁড়িয়েছে (সারণি ১ দেখুন)। আগেই বলেছি বিকাশ প্রবণতা যা তাতে দেখা যায় নিকট অতীতের দরিদ্ররা দরিদ্রই থাকছেন, আর নিম্নবিত্ত হচ্ছেন দরিদ্র, সেই সাথে মধ্য-মধ্যবিত্তের ব্যাপক অংশ হয় নিম্ন-মধ্যবিত্তে অথবা এক লাফে দরিদ্রে রূপান্তরিত হচ্ছেন।

গত চার দশকে এ দেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা কাঠামোতে আর্থ-সামাজিক বিকাশের মূল প্রবণতা হ'ল: ২০ লক্ষ[৩৪] দুর্বৃত্ত (প্রধানত rent-seekers) ১৫ কোটি ৮০ লক্ষ সাধারণ মানুষকে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোর মধ্যে জিম্মি করে রেখেছে। ক্ষমতাধর সংখ্যাস্বল্প দুর্বৃত্ত ও দুর্বৃত্তায়নের শিকার ক্ষমতাহীন সংখ্যাগুরু এ দু'টি ধারা স্পষ্টতই বিরাজ করছে। Rent-seeker-দের নিয়ামক ভূমিকার পরিণাম হিসেবে গত চার দশকের আর্থ-সামাজিক 'উন্নয়নের' খেরোখাতা (balance sheet) (সারণি ২ দ্রষ্টব্য) যে চিত্র দেখায়, তাতে স্পষ্ট যে, যা কিছু মানবকল্যাণবিমুখ ও মানব উন্নয়ন বিরোধী সেগুলো উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করেছে; মনুষ্য সম্পর্কসহ সবকিছুই বাজারি পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে; বাজার অর্থনীতির অন্তর্নিহিত দর্শন ও প্রান্তস্থ আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নেতৃত্বের অভাবে উৎপাদনশীল ও জনকল্যাণমুখী ভিত্তি সম্প্রসারিত হতে পারেনি। 'উন্নয়নের' খেরোখাতা দেখাচ্ছে যে, যা বৃদ্ধি পেলে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মঙ্গল হতো তা বৃদ্ধি পায়নি, হ্রাস পেয়েছে আর যা হ্রাস পেলে ভাল হতো তা দ্রুতহারে বেড়েছে।

---

[৩৩] 'পরিসংখ্যানের' (statistics) নিরিখে অর্থনীতিকে দু'ভাগে ভাগ করা সমীচীন বলে মনে করি। একভাগে আছে "পরিসংখ্যানিক অর্থনীতি" (statistical economy) যার ভিত্তি হলো মূলত সরকার প্রদত্ত তথ্য-উপাত্ত আর অন্যভাগে আছে "প্রকৃত অর্থনীতি" (real economy) যা সরকারি তথ্য-উপাত্তভিত্তিক "পরিসংখ্যানিক অর্থনীতি" থেকে ভিন্ন। সরকারি তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক "পরিসংখ্যানিক অর্থনীতি" যেখানে রাষ্ট্রের চালক এজেন্টদের শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে বিনির্মিত হয় যা সত্যের বিকৃত রূপ মাত্র সেখানে "প্রকৃত অর্থনীতি" হলো সেই বাস্তব সত্য যা কখনও দৃশ্যমান হয় না এবং যা দৃশ্যমান করা সহজসাধ্য নয় এবং দৃশ্যমান হলেও তা স্বীকৃতি পায় না, উল্টো গণমাধ্যমসহ সর্বত্র তার বিরুদ্ধে সচেতন বিষোদগার করা হয়। "পরিসংখ্যানিক অর্থনীতি" (statistical economy) ও " প্রকৃত অর্থনীতি" (real economy) যে আদৌ একও নয়, সমার্থকও নয় এবং প্রথমটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এসব নিয়ে ইতোমধ্যেই বছর দশেক আগেই লিখেছি (দেখুন, আবুল বারকাত, ২০০৫, দুর্বৃত্তায়িত রাজনৈতিক-অর্থনীতিতে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও মানব উন্নয়ন প্রসঙ্গ: বড় কাঠামোয় বিশ্লেষণ জরুরি)। "পরিসংখ্যানিক অর্থনীতি" rent-seeker সহ সব ধরনের দুর্বৃত্ত-স্বার্থ রক্ষার স্বার্থে "প্রকৃত অর্থনীতি"র অনেক কিছুই আড়াল করে, গোপন করে, লুকিয়ে রাখে। অর্থনীতির আয়তন-বিস্তৃতি-প্রকৃতি পরিমাপে যে মোট দেশজ উৎপাদন অথবা আয় বৈষম্য পরিমাপ করা হয় সেখানে "পরিসংখ্যানিক অর্থনীতি"র ক্ষেত্রে এসবের অনেক কিছুই অন্তর্ভুক্ত করা হয় না (যা "প্রকৃত অর্থনীতি"র পরিমাপে সন্দেহাতীতভাবে করা জরুরি)। "পরিসংখ্যানিক অর্থনীতি"তে যা কিছু প্রকৃত বাস্তব অথচ সচেতনভাবেই অন্তর্ভুক্ত করা হয় না অর্থাৎ যোগ করা হয় না তার মধ্যে অন্যতম হলো: কালো টাকা, অর্থ পাচার, ঘুষ-দুর্নীতি উদ্ভূত আয়, বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক খাত-ক্ষেত্রের উৎপাদন ও আয়, বিদেশস্থ কোম্পানি থেকে প্রাপ্ত আয়, এমনকি মূল্য (value) আছে কিন্তু মূল্যায়িত হয় না অথবা অবমূল্যায়িত হয় এমন অনেক কিছুই। এসব যে শুধুমাত্র বাংলাদেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা নয় এসব পৃথিবীর সকল পুঁজিবাদী অর্থনীতি এমনকি প্রাক-পুঁজিবাদী অর্থনীতিতেও প্রযোজ্য। পৃথিবীর সর্বোচ্চ ধনী দেশ আধুনিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিতেও এসব সমভাবে প্রযোজ্য। যেমন মার্কিন অর্থনীতিতে সরকারি পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে (অর্থাৎ যা "পরিসংখ্যানিক অর্থনীতি" নির্দেশ করে) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের যে আয় বৈষম্য দেখানো হয় তা আয় বৈষম্যের প্রকৃত চেহারা নয়, বিকৃত চেহারা, অবনমিত চেহারা। অর্থনীতিবিদ থমাস পিকেটি (২০০৩, ২০০৭), ইমানুয়েল সায়েজ (২০০৩, ২০১৯) এবং এ্যান্থনি বার্নস আটকিনসন (২০০৭) সরকারি তথ্যের ভিত্তিতে বিশেষত আয়কর অফিসের উৎসের ভিত্তিতে মার্কিনিদের আয় বৈষম্য; বিশেষত উচ্চ আয়ের মানুষের প্রকৃত আয়ের যে প্রবণতা দেখান তা আসল চিত্র নয়; আয়-বৈষম্যের প্রকৃত চিত্র হবে আরও অনেক অসম। এসবের অনেক কারণ। অন্যতম একটি কারণ হলো উচ্চ আয় স্তরের মানুষের যে আয় থেকে এ চিত্র বিনির্মাণ করা হয় সে আয়টি হলো "রিপোর্টেড আয়" যেখানে রিপোর্টকারীরা আয়কর ফাঁকি দেবার জন্য অনেক আয়ই প্রদর্শন করেন না (রিপোর্ট করেন না)। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে অবস্থিত তাদের অনেক কর্পোরেশন যা তারা নিয়ন্ত্রণ করেন কিন্তু আয় অন্যদেশে দেখান (অথবা দেখান না)। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পদ মই-এর উপরতলায় অবস্থিত ১ শতাংশ মানুষ দেশের মোট সম্পদের ৩৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করেন; এ নিয়ন্ত্রণ মাত্রা বেড়ে যায় যদি সম্পদ-সম্পত্তি থেকে বাড়ি-ঘর বাদ দেয়া যায়।

[৩৪] উল্লেখ্য যে সারণি ১-এ ২০১২ সালের হিসেবে দেখানো হয়েছে এ দেশে ধনীদের (উচ্চ শ্রেণির) সংখ্যা ৪৪ লক্ষ। আর এখানে বলছি ২০ লক্ষ। দু'টোই ঠিক। কারণ সব ধনীই দুর্বৃত্ত নন তবে সব দুর্বৃত্তই ধনী। আবার বিশ্লেষণে একথাও বলেছি যে ধনিক শ্রেণির ১০ শতাংশ (২০ শতাংশও হতে পারে) 'সুপার ধনী' যারা সবাই rent-seeker এবং রাজনীতি ও সরকার তারাই নিয়ন্ত্রণ করেন; এ এক অশুভ সমস্বার্থ গোষ্ঠী। অর্থাৎ ১৬ কোটি মানুষের দেশে সুপার ধনীর সংখ্যা হতে পারে ৪.৫ লক্ষ থেকে ৯ লক্ষ পর্যন্ত অর্থাৎ ১ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ পরিবার (খানা) (যেখানে বাংলাদেশে মোট খানার সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৩ কোটি)।

সারণি ২: বাংলাদেশে rent seeking সৃষ্ট বৈষম্য-অসমতার গতি-প্রবণতার গত চার দশকের খেরোখাতা

বৃদ্ধির প্রবণতা	হ্রাসের প্রবণতা
কালো অর্থনীতি/কালো টাকা, লুণ্ঠন, আত্মসাৎ, অপরাধ, সন্ত্রাস, অবৈধ অস্ত্র, পেশিশক্তি, দুর্নীতি, ঘুষ, হুন্ডি, দখল-জবরদখল, কুশাসন-অপশাসন, দমন-নিপীড়ন, খুন, জখম, রাহাজানি	শক্তিশালী অর্থনীতির ভিত; জাতীয় পুঁজির বিকাশ; শিল্পায়ন; সাধারণ মানুষের মানবিক জীবন পরিচালন-সক্ষমতা; কর্মসংস্থান; কালো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিরুৎসাহিত করার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতা
কোটিপতি ও ভিক্ষুক/নিঃস্বায়িত মানুষ; জোরপূর্বক ভূমি-জলাশয়-বন দখল; নতুন গাড়ি-ফ্ল্যাট ও ভিক্ষাবৃত্তির নবতর কৌশল; যাকাতের কাপড় সংগ্রহে মৃতের সংখ্যা; শৈত্যপ্রবাহ ও গ্রীষ্মদাহে অসুস্থ ও মৃতের সংখ্যা	অর্থনৈতিক সুযোগ; কর্মসংস্থানের সুযোগ (মানব উন্নয়নের অন্যতম শর্ত); রাষ্ট্রীয় সম্পদের প্রতি সাধারণ মানুষের অভিগম্যতা/ মালিকানা
গ্রাম থেকে শহরে আসা মানুষ; বস্তিবাসীর সংখ্যা; ইনফর্মাল সেক্টর; নিউক্লিয়ার পরিবার; শিশু-মহিলাো, যুবক ও প্রবীণদের দুর্দশা-বঞ্চনা	ভূমিহীনতা ও গ্রামে কর্মসংস্থান; প্রকৃত আয়/মজুরি; সম্প্রসারিত (বর্ধিত) একান্নবর্তী পরিবার
বৈধ-অবৈধ আমদানি ও রপ্তানি; অনুপার্জিত আয়; ভারসাম্যহীন অর্থনৈতিক উন্নয়ন	মানবশক্তি ও সম্পদের কার্যকর ব্যবহার; জাতীয় পুঁজির শিল্পখাতে বিকাশ; অণু, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ
বৈদেশিক ঋণ-অনুদান প্রকল্প; এনজিও কার্যক্রম	দেশজ ও স্থানীয় উদ্যোগ; স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারে প্রণোদনা ও আগ্রহ; সামাজিক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ
তথ্য প্রযুক্তির প্রসার ও যোগাযোগ; কম্পিউটার ও ব্যবসা শাস্ত্রের ছাত্র সংখ্যা	সাধারণ বিজ্ঞান চর্চা; প্রযুক্তিগত ভিত্তি ; বিজ্ঞান ও দর্শনের ছাত্র সংখ্যা
ব্যক্তিমালিকানাধীন বাণিজ্য-ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, কোচিং সেন্টার, ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, কিন্ডার গার্টেন, মাদ্রাসা (ইংরেজি মিডিয়ামসহ); শিক্ষায় ধনী দরিদ্র বৈষম্য	সাধারণ মানুষের জন্য সরকারি/বেসরকারি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়; শিক্ষার গুণগতমান; শিক্ষা ব্যবস্থার ফলপ্রদতা; মৌলিক শিক্ষাখাতে সরকারের প্রকৃত ব্যয়-বরাদ্দ
ধর্ম ব্যবসা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, পির-ফকিরের সংখ্যা, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি, ধর্মের নামে সহিংসতা, ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি বিতৃষ্ণার প্রকাশ ; ভাগ্য বিশ্বাস; জ্যোতিষির সংখ্যা	ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি সম-শ্রদ্ধাবোধ; বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান; বিজ্ঞান মনস্কতা; বিজ্ঞান চর্চা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ভিত্তিক সাধারণ তর্ক-বিতর্ক-আলোচনাসভা; সুস্থ জীবনবোধ; ধর্মনিরপেক্ষ আচরণ ও অসাম্প্রদায়িক মানস-কাঠামো
ব্যয়বহুল বেসরকারি ক্লিনিক, ডায়াগনোস্টিক সেন্টার; দুশ্চিন্তা ও দারিদ্র্য উদ্ভূত অসুখ-বিসুখ; চিকিৎসা ব্যয়; চিকিৎসা ব্যয়-উদ্ভূত নিঃস্বায়ন	প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার অবকাঠামো; সরকারি স্বাস্থ্য খাতে চিকিৎসার মান; স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু প্রকৃত ব্যয়; সরকারি স্বাস্থ্য খাতের কার্যকারিতা
অপসংস্কৃতি চর্চা; অপ-সংস্কৃতি শ্রবণ-দর্শনে সময়ের অপচয়; মাদকাসক্তি; মানুষে-মানুষে অবিশ্বাস-অনাস্থা	দেশজ সংস্কৃতির চর্চা; সংহতি বোধ; পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ; মানবিক মূল্যবোধ
রাজনৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়; রাজনীতিবিদদের দালালি; রাজনীতিকে ব্যবসায়ী পণ্য হিসেবে রূপান্তর করা; স্বৈরশাসন; জনকল্যাণকামী ধারার রাজনৈতিক চেতনার চাহিদা	জনগণের প্রতি রাজনীতিবিদদের মমত্ববোধ; জ্ঞান ও আদর্শভিত্তিক রাজনীতি; রাজনীতিবিদদের দেশপ্রেম; গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ

গত চার দশকে কিছু মানুষ নিজেরা কোনো সম্পদ সৃষ্টি না করেই অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছেন আর ব্যাপক জনগোষ্ঠী নিঃস্ব হয়েছেন (আর নিঃস্ব মানুষ আশ্রয় খোঁজেন); সম্পদের উৎপাদনশীল বিনিয়োগ হয়নি, অনুপার্জিত আয় (rent seeking) অধিক হারে অনুপার্জিত আয়ের উৎস খুঁজেছে; কিছু মানুষের জৌলুস বেড়েছে আর ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনা-দুর্দশা-বৈষম্য-অসমতা সম্প্রসারিত হয়েছে; উঠেছে বহুতল ভবন, বেড়েছে বস্তি। সরকারি প্রকৃত ব্যয় বরাদ্দ জনকল্যাণে কমেছে, বেড়েছে অনুৎপাদনশীল খাতে; বেড়েছে বৈদেশিক খবরদারি, কমেছে দেশজ স্থানীয় উদ্যোগ; বেড়েছে অনুৎপাদনশীল খাতে সরকারি ব্যয়-বরাদ্দ, সেই সঙ্গে বেড়েছে পাবলিকের সঙ্গে পাবলিক সার্ভেন্টদের দূরত্ব; বেড়েছে নির্বাচনি ব্যয়, কমেছে সুশাসন আর নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা; বেড়েছে কালো টাকার দাপট, কমেছে জনগণের প্রতি রাজনীতিবিদদের মমত্ববোধ। সেই সাথে বেড়েছে শিক্ষায় ধনী দরিদ্র বৈষম্য, কমেছে মৌলিক শিক্ষাখাতে সরকারি প্রকৃত ব্যয় বরাদ্দ; বেড়েছে দারিদ্র্য উদ্ভূত অসুখ-বিসুখ এবং চিকিৎসা ব্যয় উদ্ভূত নিঃস্বায়ন, কমেছে সরকারি স্বাস্থ্য খাতের কার্যকারিতা; বেড়েছে ধর্ম-ব্যবসা, পির-ফকিরের সংখ্যা, জ্যোতিষীর সংখ্যা, ভাগ্যবিশ্বাস, ধর্মের নামে সহিংসতা, আর কমেছে ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, বিজ্ঞান চর্চা, ধর্মনিরপেক্ষ আচরণ ও অসাম্প্রদায়িক মানস কাঠামো– এক কথায় সুপ্রশস্ত হয়েছে সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকীকরণের ভিত্তি। অর্থাৎ rent-seeker-দের সাথে তাদের অধীনস্থ রাজনীতি ও সরকার শুধুমাত্র সমাজে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতাই বৃদ্ধি করেনি সেইসাথে জ্ঞানজগৎসহ সাংস্কৃতিক জগতের সাম্প্রদায়িকীকরণে অন্যতম প্রধান প্রভাবকের ভূমিকাও পালন করেছে।

এতক্ষণ যা বললাম সেসবের পাশাপাশি শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ ধর্মভিত্তিক মৌলবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধিতে সরাসরি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে: গত তিন দশকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ আর দাখিল মাদ্রাসা বেড়েছে ৮ গুণ; প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী বেড়েছে দ্বিগুণ আর দাখিল মাদ্রাসায় বেড়েছে ১৩ গুণ; সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক পর্যায়ে একজন ছাত্রের মাথাপিছু রাষ্ট্রীয় ব্যয় যেখানে ৩,০০০ টাকা, সরকারি মাদ্রাসা খাতে তা ৫,০০০ টাকা। মনে রাখা খুবই জরুরি যে, বাংলাদেশে এখন প্রতি ৩ জন ছাত্রের ১ জন মাদ্রাসার ছাত্র (যার মোট সংখ্যা হবে আনুমানিক ৮০ লক্ষ); দেশে মোট মাদ্রাসার সংখ্যা হবে ৫৫,০০০ এর বেশি, যার মধ্যে ৭৩ শতাংশ কওমি মাদ্রাসা; এসব মাদ্রাসা পরিচালনে বছরে ব্যয় হয় আনুমানিক ১,৪০০ কোটি টাকা আর মাদ্রাসা পাশ করার পর তাদের মধ্যে বেকারত্বের হার ৭৫ শতাংশ।[৩৫] শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণের অভিঘাত ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে এ কথাও বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে যে অধিকাংশ মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা কিন্তু স্বল্পবিত্ত-দরিদ্র পরিবার থেকে আগত। আর rent seeking এর বিভিন্ন পথ-পন্থা-পদ্ধতিকে নিয়ামক ভূমিকায় রেখে ঐ প্রয়োজনীয় সংস্কার কর্মকাণ্ডটিও সম্ভব নয় কারণ ওদের সাথে রাজনীতি ও সরকারের সমস্বার্থের সম্মিলনটি দুর্ভেদ্য এবং শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ rent-seeker-দের উদ্দেশ্য সফল করার মাধ্যম হিসেবেই কাজ করে।

Rent seeking সৃষ্ট আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি ও বৈষম্য-অসমতার গতি-প্রবণতা প্রসঙ্গে কোনো পূর্ণাঙ্গ উপসংহারে উপনীত হবার আগে বলা প্রয়োজন যে দারিদ্র্যের কয়েকটি নতুন মাত্রা সম্পর্কে এদেশে খুব কমই ভাবা হয়। এসব নতুন রূপের মধ্যে অন্যতম শিশু-দারিদ্র্য, যুবদারিদ্র্য, প্রবীণ-দারিদ্র্য। এসব নিয়ে এদেশে এখন পর্যন্তও কার্যকর তেমন কোনো ভাবনা-চিন্তা করা হয়নি বললেই চলে। বাংলাদেশে শিশু-দারিদ্র্যের মাত্রা, গভীরতা ও তীব্রতা সামগ্রিক দারিদ্র্যের চেয়ে বেশি[৩৬]। যুবকদের বিশাল অংশ—স্বাক্ষর-নিরক্ষর নির্বিশেষে— বেকার। আর যুব-বেকারত্ব সৃষ্টি করছে বিশাল এক বাহিনী যা ব্যবহার করছেন সব ধরনের rent-seeker-রা, কালোটাকার মালিক, রাজনীতিবিদ, সরকার এবং ধর্ম-ভিত্তিক জঙ্গিরা[৩৭]। যুবদারিদ্র্য উদ্ভূত নিরাশা সৃষ্টি করছে বিভিন্ন ধরনের নবতর পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক অস্থিরতা। যুবদারিদ্র্য নিয়ে বাণিজ্য এখন অনেকের জন্য বেশ লাভজনক। গণজাগরণ মঞ্চের ঐতিহাসিক যুব জাগরণের পরেও কি যুবদারিদ্র্য বিষয়ে আমরা নিশ্চুপ থাকবো? বিষয়টি নিয়ে স্ব-স্বার্থেই rent-seeker-দের ভাবতে হবে। দারিদ্র্যের নতুন মাত্রা সৃষ্টি হয়েছে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যেও (যাদের বয়স ৬০ বছর বা তার চেয়ে বেশি)। একদিকে গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি ও যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যাওয়া (অধিকহারে একক পরিবার সৃষ্টি) আর অন্যদিকে প্রবীণদের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের অনিশ্চয়তার ফলে ক্রমবর্ধমান হারে সৃষ্টি হচ্ছে বয়স্ক-দারিদ্র্য[৩৮]। মনে রাখা জরুরি যে আজকের মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশ প্রবীণেরা ২০ বছর পরে জনসংখ্যার প্রায় ২৫ শতাংশে উন্নীত হবেন। কে ভাবছে তাদের কথা? আমাদের দারিদ্র্যাবস্থা নিরূপণে দারিদ্র্যের এ তিনটি নতুন রূপ— শিশু দারিদ্র্য, যুবদারিদ্র্য ও বয়স্ক দারিদ্র্য— নিশ্চিতভাবেই উপেক্ষিত। এসব নিয়ে হয়তো বা দু'একটি প্রকল্প নেয়া হয়েছে, ভবিষ্যতে হয়তো বা আরও প্রকল্প হাতে নেয়া হবে। হয়তো বা আরো এগিয়ে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী অথবা সামাজিক সুরক্ষার আওতায় জীবনচক্র সহায়তা তত্ত্ব বাস্তবায়নের প্রয়াস নেয়া হবে। কিন্তু শিশু, যুব ও বয়স্ক-দারিদ্র্য সৃষ্টির উৎসে হাত দেয়া হবে না। কারণ উৎসে হাত দিতে হলে শেষ পর্যন্ত rent-seeker গোষ্ঠীকে ক্ষমতাসীন রাজনীতি ও সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

সুতরাং এতক্ষণের বিশ্লেষণ থেকে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় একটি আত্মঘাতী লুণ্ঠন প্রক্রিয়া (rent-seeker-দের কাজই এটা) অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজকে দুর্বৃত্তায়িত করার মাধ্যমে সকল ধরনের বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টির ভিত্তি সুদৃঢ় করেছে যা দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টিতে পালন করছে কেন্দ্রীয় ভূমিকা। কাঠামোগত এসব জিইয়ে রেখে দারিদ্র্য হ্রাস (উচ্ছেদের কথা আপাতত ভুললেও চলবে) আদৌ সম্ভব নয়।

---

[৩৫] বিস্তারিত দেখুন: আবুল বারকাত ও অন্যান্য, ২০১১. Political Economy of Madrassa Education in Bangladesh: Genesis, Growth, and Impact, পৃ: ২৫৭-২৬৮।

[৩৬] বিস্তারিত দেখুন: আবুল বারকাত, ২০০৯, Global Study on Child Poverty and Disparities: National Report Bangladesh, পৃ: ৫-১৮। এই গবেষণায় শিশু দারিদ্র্য পরিমাপে ব্যবহার করা হয়েছে খাদ্য ভোগ, মৌলিক চাহিদা এবং আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য রেখা। আর শিশু বঞ্চনা পরিমাপে মোট ৭টি নির্দেশক ব্যবহৃত হয়েছে: স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য, তথ্য, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন এবং আবাসন।

[৩৭] যুবদারিদ্র্য ও যুব বেকারত্ব-এর কারণ-পরিণাম সম্পর্কসহ সংশ্লিষ্ট করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন: আবুল বারকাত, ২০০৪, 'বাংলাদেশে যুবদারিদ্র্য: বর্তমান ও ভবিষ্যৎ', পৃ: ২০-২৫।

[৩৮] বিস্তারিত দেখুন: আবুল বারকাত ও অন্যান্য, ২০১৩, Impact of Social and Income Security for Older People at Household Level, পৃ: I-VI, ১-১৬।

অধ্যায় ৫

দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা পুনরুৎপাদনে শক্তিশালী মাধ্যম: Rent-seeker-দের সংগঠিত মূল্য ও বাজার-সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট

"সরকারের অধঃপতন প্রায় সব সময় শুরু হয় তার নীতির অবক্ষয়ের কারণে।"

মন্টেস্কু, ১৬৮৯-১৭৫৫

এ দেশে সরকার পরিতোষিত একচেটিয়া বাজার সুবিধা ও সংগঠিত মূল্য সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা পুনরুৎপাদনে অনেক বছর ধরেই জোর ভূমিকা রাখছে। Rent-seeker-রাই এ সিন্ডিকেটের স্রষ্টা। Rent-seeker-দের স্বার্থে একচেটিয়া বাজার ও মূল্য সন্ত্রাস অদৃশ্য ও দৃশ্যমান বিভিন্ন পন্থা-পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করে। এসব পন্থা-পদ্ধতির অন্যতম হলো:

> রাষ্ট্রীয় সম্পদ-সম্পত্তি কারো কাছে (rent-seeker-দের কাছে) কম দামে বিক্রি করে তাদেরই উৎপাদিত পণ্য বাজার মূল্যের চেয়ে বেশি দামে কেনা (privatization, divest and government procurement); সরকারি ক্রয় নীতির আইন-কানুন এমনভাবে ডিজাইন করা যাতে rent-seeker-রা উপরি সুবিধা পেতে পারে; নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক সম্পদ (জ্বালানি-গ্যাস-কয়লা ইত্যাদি)-এ একচেটিয়া ব্যবসা করার সুবিধা প্রদান; লুণ্ঠনমূলক মূল্য নির্ধারণে (predatory pricing) সহায়তা করা যেখানে কোনো ফার্ম তার প্রতিযোগীদের বাজার থেকে উচ্ছেদের লক্ষ্যে প্রথমে পণ্যের মূল্য কম রাখে আর প্রতিযোগীরা উচ্ছেদ হয়ে যাবার পরে সুযোগ বুঝে পণ্য-মূল্য বাড়িয়ে বাজারে একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু তাদেরকে আইনের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় না; সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন ধরনের কোটা প্রদান; কর-শুল্কসহ বাজারের বিভিন্ন আইন-কানুন-বিধি-বিধান এমনভাবে সাজানো ও প্রয়োগ করা যাতে rent-seeker-রা উপরি পেতে পারেন (regulatory capture); ব্যাংকিং খাতে প্রকল্প ঋণ থেকে শুরু করে এলটিআর (লোন এগেইনস্ট ট্রাস্ট রিসিট বা বিশ্বাসের ভিত্তিতে আমদানি অর্থায়ন), ক্যাশ ক্রেডিট, পিএডি (payment against document) সুবিধা, পুনঃতফসিলীকরণ, ঋণের অবলোপনসহ খেলাপি ঋণসমূহে বিভিন্ন ধরনের অনিয়মের মাধ্যমে rent seeking উদ্বুদ্ধ করা যেখানে ব্যবস্থাপকসহ শক্তিধর বোর্ড সদস্যরাও সুবিধা পেয়ে থাকেন; আমদানি বাণিজ্যে ওভার ইনভয়েসিং আর রপ্তানি বাণিজ্যে আন্ডার ইনভয়েসিং সুবিধা প্রদান; বিভিন্ন সেক্টরে প্রয়োজনীয় প্রণোদনা প্রদান করে rent-seeker-দের আরো সম্পদশালী হবার সুযোগ প্রদান; কাজ পাইয়ে দেয়ার বিনিময়ে উচ্চ অঙ্কের কমিশন প্রদান (ঘুষ-দুর্নীতির রূপ); ধনী-বান্ধব সরকারি ভর্তুকি ও প্রণোদনা—কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যসহ প্রায় সবক্ষেত্রেই; বাজেটে ধনী-বান্ধব কর-শুল্কহার নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়ন এবং পরবর্তী পর্যায়ে এসআরও (statutory requirements order) জারি করে rent-seeker-দের পক্ষে আরো বেশি সুবিধা প্রদান; বিভিন্ন পণ্য বাজারজাতকরণে অযথা ও অযৌক্তিক মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান; পণ্যের বেআইনি মজুদ; পুঁজি বাজারে অস্বচ্ছ ও তথ্য গোপনের খেলা; সমরাস্ত্র ক্রয়ে অস্বচ্ছতা; বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থায় সংশ্লিষ্ট rent seeking গোষ্ঠীর স্বার্থবাহী ব্যক্তিদের নিয়োগ; গণমাধ্যম ও টেলিকম সংস্থাসমূহকে এমনভাবে সাজানো যা rent-seeker-দের স্বার্থানুকূল হয় ইত্যাদি। অর্থাৎ একচেটিয়া বাজার ও দৃশ্যমান বাজার ব্যবস্থাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যাতে মূল্য সন্ত্রাস নিয়মে রূপান্তরিত হয় এবং rent-seeker-রাই এ কাজটি করে অথবা তাদের স্বার্থেই করা হয় যেখানে সরকার ও

রাজনীতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে।[৩৯] এসবই হলো উঁচুতলার কয়েকজনের কাছে নীচুতলার মানুষের সম্পদ-সম্পত্তি নির্বিঘ্নে পৌঁছে দেয়ার পথ-পদ্ধতি (অন্যান্য অনেক পদ্ধতির কথা ইতোমধ্যেই বলেছি– পরেও বলবো)।

প্রকৃত বাজারের তথ্যের ভিত্তিতে (অর্থাৎ যে দামে মানুষ দ্রব্য/পণ্য কেনেন– খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত উভয়ই) 'সংগঠিত মূল্য-সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট'[৪০] যে পরিমাণ অর্থ লুট করেছে তা সম্পর্কে আমার হিসেবটি নিম্নরূপ: 'সংগঠিত মূল্য-সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট'– নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বিভিন্ন পন্থায় কৃত্রিমভাবে (artificially, এসব পথ-পদ্ধতি উপরে উল্লেখ করেছি) বাড়িয়ে গত ৮ বছর আগের সরকারের প্রায় ৫ বছরে এ দেশের জনগণের কাছ থেকে মোট ২৮৬,১১০ কোটি টাকা লুট করেছে (উল্লেখ্য আমার এ হিসেবের মধ্যে অনেক খাত-ক্ষেত্র বাদ আছে)। এ সিন্ডিকেট এখনও পুর্ণমাত্রায় বহাল আছে কারণ rent seeking বহাল আছে। উল্লিখিত মোট লুটের মধ্যে ১৯৩,৮১৭ কোটি টাকা (৬৮%) লুট করেছে খাদ্য-খাতে আর বাদ বাকি ৯২,২৯৩ কোটি টাকা (৩২%) লুট করেছে খাদ্য-বহির্ভূত খাতে। মোট লুটের ৭২ ভাগ হয়েছে গ্রামে আর ২৮ ভাগ হয়েছে শহরে। এ লুটের শিকার হয়েছেন ১ কোটি ৮২ লক্ষ দরিদ্র পরিবার (৯ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ), ৪৮ লক্ষ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার (২ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ), আর ৩০ লক্ষ মধ্য-মধ্যবিত্ত পরিবার (১ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ)। একচেটিয়া ব্যবসা ও মূল্য সন্ত্রাসের এ প্রক্রিয়ায় rent-seeker-দের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট এজেন্ট হচ্ছে– মুক্তবাজার, সরকার ও রাজনীতি।

বাজার সন্ত্রাস ও মূল্য-সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট-এর প্রত্যক্ষ শিকার ১৬ কোটি মানুষের বাংলাদেশে ১৫ কোটি মানুষ– যারা দরিদ্র, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্য-মধ্যবিত্ত। 'বাজার ও মূল্য-সন্ত্রাসের' কারণে দরিদ্র মানুষকে পরিবার চালাতে গিয়ে হয় খাদ্যভোগ কমাতে হয়, অথবা পুষ্টিহীন হতে হয়, অথবা খাদ্য-বহির্ভূত খাতে (বিশেষ করে স্বাস্থ্য-চিকিৎসা ও শিক্ষায়) ব্যয় কমাতে হয়, অথবা অতীতের সঞ্চয় ভেঙ্গে ফেলতে হয়, অথবা দুর্দশাগ্রস্ত হবার কারণে সম্পদ (যা-ই ছিল) বেচতে হয় (distress sale) – অর্থাৎ খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত নিত্যপ্রয়োজনীয় জীবন উপকরণের মূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে দরিদ্র মানুষ নিঃস্ব হয়ে ভিক্ষুকে রূপান্তরিত হন। অনেকটাই অনুরূপ অবস্থা হয় নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে। আর মধ্য-মধ্যবিত্ত পরিবার– যে পরিবারে শিক্ষিত অথচ বেকার সন্তান আছে এবং/অথবা যে পরিবারের কোন একজন সদস্য এমন অসুস্থতার শিকার যার চিকিৎসা ব্যয় বহন এবং/অথবা যে পরিবারের সন্তান-সন্ততিদের জন্য ব্যয়বহুল প্রাইভেট শিক্ষার বিকল্প নেই– এসব পরিবারের আর্থ-সামাজিক ও মানসিক অবস্থা rent-seeker অধ্যুষিত মুক্তবাজারে দ্রুত অধোগতির দিকে ধাবিত হয়; এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক। অতএব, 'বাজার সন্ত্রাস ও মূল্য-সন্ত্রাসের' এ প্রক্রিয়ায় ১৫ কোটি মানুষের (দেশের ৯৪% মানুষ) দারিদ্র্য-দুর্দশা-অসহায়ত্ব বৃদ্ধি পায়: দরিদ্র মানুষ হয় দরিদ্রতর; নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের একাংশ দরিদ্র মানুষের দলে যোগ দিতে বাধ্য হন; আর মধ্য-মধ্যবিত্ত মানুষ তার স্ব-অবস্থান টিকিয়ে রাখতে হিমসিম খায় আর তাদের একাংশ অবশ্যই নিম্ন-মধ্যবিত্তের দলে চলে যেতে বাধ্য হন (সারণি ১ ও সারণি ২-এর বিশ্লেষণ তা-ই বলে)। এ অবস্থায় অর্থনীতিবিদ আর রাজনীতিবিদদের তথাকথিত "ম্যাক্রো ইকনমিক স্ট্যাবিলিটি" সংশ্লিষ্ট কথাবার্তা স্রেফ মিথ্যাশ্রয়ী কথাবার্তা– বুদ্ধিবৃত্তিক মারপ্যাঁচ; বলা চলে বৃদ্ধিবৃত্তিক জালিয়াতি মাত্র। যেখানে ম্যাক্রো-মাইক্রো অমিল-বেমিল (mismatch) বিষয়টি সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়। আসলে বিদ্যমান কাঠামোতে যেখানে rent seeking নিয়ামক ভূমিকায় অবতীর্ণ সেখানে স্ট্যাবিলিটি বাড়ে উঁচুতলায় আর স্ট্যাবিলিটি কমে নীচতলায়। অথবা বলা চলে সমাজের নীচতলার স্ট্যাবিলিটি কমিয়ে উঁচুতলায় স্ট্যাবিলিটি বাড়ানো হয়; সমাজের উঁচুতলার ভারসাম্য ও জৌলুস বাড়াতে নীচতলায় ভারসাম্যহীনতা বাড়াতে হয়, জৌলুস কমাতে হয় নীচতলায়। এখানে জলের উপর থেকে নীচে প্রবাহিত হবার ঠিক উল্টো বিধি কাজ করে– সম্পদ নীচুতলা থেকে উঁচুতলায় প্রবাহিত হতে বাধ্য হয়।

[৩৯] Rent-seeker-দের বাজার সন্ত্রাস ও মূল্য-সন্ত্রাস প্রক্রিয়ায় শুধু যে সরকার ও রাজনীতিই সহায়তা করে তা-ই নয়– এসবে অর্থনীতিবিদদেরও ভূমিকা কম নয়। বিষয়টি নোয়াম চমস্কি এভাবে উত্থাপন করেছেন, "অর্থনীতিবিদেরা ফলপ্রদতা (efficiency) ও উৎপাদনশীলতা (productivity)-র বিভিন্ন পরিমাপ করেন। কিন্তু যে ব্যয় জোর করে ভোক্তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয় সেটাও তো প্রকৃত ব্যয়েরই অংশ। অর্থনীতিবিদেরা কিন্তু তা পরিমাপ করেন না। অর্থাৎ আমাদের অর্থনীতিবিদদের মতাদর্শিক নীতিটাই এমন যে হিসেব-পত্তর হবে শুধুমাত্র সেসব ব্যয় যেগুলো ধনী ও কর্পোরেশনের স্বার্থে পরিমাপ করা দরকার" (দেখুন, নোয়াম চমস্কি, ২০০৫, Imperial Ambitions, পৃ: ১৯৪)।

[৪০] ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের জনক অষ্টাদশ শতকের দার্শনিক-অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথ ১৭৭৬ সালে প্রকাশিত তার "জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ বিষয়ক অনুসন্ধান" (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations) শীর্ষক গ্রন্থে ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রবণতা কাজ করে সে প্রসঙ্গে বলেছেন, "একই ব্যবসার লোকদের মধ্যে কদাচিৎ দেখা সাক্ষাৎ হয়, এমন কি আমোদ-প্রমোদ উপলক্ষেও নয়, কিন্তু দৈবাৎ যখনই তাদের মধ্যে কথাবর্তা হয়, তার উপসংহারে হয় জনসাধারণের বিপক্ষে কোন ষড়যন্ত্র, না হয় জিনিষের দাম বাড়ানোর কুটকৌশল থাকবেই" (দেখুন, ড. আবদুল্লাহ ফারুক কর্তৃক ডানিয়েল ফাসফেল্ড রচিত "অর্থনীতিবিদদের যুগ" গ্রন্থের অনুবাদ, ১৯৯১, পৃ: ৪৪)।

তথ্যভিত্তিক আমার হিসেবপত্তর এ দেশে দুর্বৃত্তায়ন-দুর্নীতি-সন্ত্রাসতত্ত্বকে আরো শক্তিশালী করে–এ বিষয়ে কারো দ্বিধা থাকার কথা নয়। আর অন্যদিকে লুটের এসব হিসেবপত্তর এও নির্দেশ করে যে rent-seeker-রা প্রচুর কালোটাকার মালিক হয়েছে যার একাংশ তারা লুটপাটতন্ত্র জিইয়ে রাখতে ব্যয় করবে। আবার এ কথাও সত্য যে এত লুট যারা করলো ও করছে– মানুষের ন্যায়-অধিকার বাস্তবায়িত হবার প্রক্রিয়া শুরু হলে তারা কি হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? একটা সম্ভাব্য উত্তর– না তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না; আর একটা সম্ভাব্য উত্তর– এ ধরনের অবস্থা থেকেই কিন্তু হুগো শ্যাভেজের মত নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ এ ধরনের পরিস্থিতিতে এক পর্যায়ে রাজনৈতিক-সামাজিক সংঘর্ষ অনিবার্য হওয়াটাই স্বাভাবিক।

একচেটিয়া বাজার আর সংগঠিত সিন্ডিকেটের এসব মূল্য-সন্ত্রাসীরা বৃহৎ পর্দার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ঘনিষ্ঠ সহচর মাত্র। সংগঠিত সিন্ডিকেটভিত্তিক এসব মূল্য-সন্ত্রাসীরা শুধু চালের মূল্য নিয়েই সন্ত্রাস করে না, এ সন্ত্রাস পিয়াজ-রসুন-আলু-ডাল-তেল-গুড়োদুধ-বাসভাড়া-গ্যাস-পানি-বিদ্যুৎ-বীজ-বাসাভাড়া হতে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-বিচারিক অঙ্গন পর্যন্ত বিস্তৃত, যার প্রধান শিকার নিঃসন্দেহে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষ। এ প্রক্রিয়ায় rent seeking উদ্ভূত বাজার ও মূল্য-সন্ত্রাস আসলে অর্থনীতিতে নতুন কোনো সম্পদ সৃষ্টি করে না বিপরীতে তা সম্পদ ক্ষয় ও বিনষ্ট করে।

বাজার সন্ত্রাস ও মূল্য-সন্ত্রাস নিয়ে যা বললাম তার পাশাপাশি ভুললে চলবে না যে দেশে ইতোমধ্যে মৌলবাদের অর্থনীতির এক শক্ত ভিত সৃষ্টি হয়েছে এবং সেইসাথে মৌলবাদী জঙ্গিত্ব যে 'আত্মঘাতী বোমা সংস্কৃতি' চালু করেছে তা জীবনের নিরাপত্তা হ্রাসসহ মজুতদারি-কালোবাজারি বৃদ্ধির মাধ্যমে জনজীবন অধিকতর দুর্বিষহ করছে। নতুন এ অবস্থাটা বাজার ও মূল্য-সন্ত্রাস বৃদ্ধির সহায়ক যা দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বাড়ায়। সুতরাং বাজার সন্ত্রাস ও মূল্য-সন্ত্রাসের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি যতোদিন থাকবে ততোদিন মানুষের জীবন ধারণ উপকরণের মূল্য বাড়বে এবং দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বাড়বে– এ বিষয়ে সন্দেহের যৌক্তিক কোন কারণ নেই। একদিকে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন-সৃষ্ট বাজার সন্ত্রাস ও মূল্য-সন্ত্রাস আর অন্যদিকে মৌলবাদী জঙ্গিত্বের কারণে বাজার সন্ত্রাস ও মূল্য-সন্ত্রাস বৃদ্ধি– দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা পুনরুৎপাদনের এসব সমীকরণ গভীর ভাবনার বিষয়।

অধ্যায় ৬

"দুর্নীতি দারিদ্র্য বাড়ায়" কিন্তু দুর্নীতি হয় কেনো? Rent seeking-ই দুর্নীতির প্রধান উৎস

"মানুষের চরিত্র মূলত স্বার্থপর নয়।"
জ্যাঁ-জ্যাক রুশো, ১৭১২-১৭৭৮

"দুর্নীতির রাজনৈতিক অর্থনীতি" (Political economy of corruption) নিয়ে আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত তেমন কোনো দৃশ্যমান গভীর ভাবনা নেই বললেই চলে। দুর্নীতি কী; দুর্নীতির সংজ্ঞাটা দিচ্ছে কে; কারা কেনো দুর্নীতি করেন; পেটি দুর্নীতি আর মহাদুর্নীতি এক কি-না; সমাজ-অর্থনীতিতে এসবের অভিঘাত ও ক্ষতিমাত্রা এক কি-না; দুর্নীতির সাথে পরজীবী-বিত্তশালী শ্রেণির (অর্থাৎ rent-seeker) সম্পর্ক কী– এসব বিষয় নিয়ে চিন্তায় দৈন্য আছে। তবে সহজ যুক্তির কথা হলো– যদি বিত্ত 'সৃষ্টি' না করে বিত্তবান হওয়া যায় তাহলে সে পথ নয় কেনো? এটাই দুর্নীতি, এটাই rent seeking এর অন্যতম রূপ।

আমরা এখন শুনতে এবং বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে দুর্নীতি দারিদ্র্য বাড়ায় এবং বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। কিন্তু এসব বলে দারিদ্র্যের মূল কারণে না গিয়ে দুর্নীতিকে দারিদ্র্যের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করার (অপ) প্রয়াস আছে। আমি মনে করি এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন সরাসরি উত্থাপন জরুরি– তা হলো দুর্নীতি কে বা কারা করেন, কোন গোষ্ঠী করেন? দেশে বছরে যে ৭৫-৮০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ কালো টাকা সৃষ্টি হয় তাতে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মানুষের আদৌ কোন ভাগ আছে কি? দরিদ্র মানুষ কী দুর্নীতি করেন?[৪১] যদি না করেন তাহলে কারা করেন তা উচ্চকণ্ঠে জানান দেয়া দরকার। আর এ কথাটি এখন বলা যেতে পারে যে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব দুর্নীতিবাজ শ্রেণি-গোষ্ঠীর হাত থেকে[৪২] কখনো দুর্নীতি করেননি অর্থাৎ শ্রমজীবী দরিদ্র মানুষের হাতে ছেড়ে দিলেই তো দুর্নীতি উদ্ভূত দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। উচ্চস্বরে এ কথা বলতে অসুবিধা কোথায়? নাকি এ বক্তব্য কল্পকথা (ইউটোপিয়া)? পাশাপাশি একথাও তো সত্য যে পুঁজিবাদী মুক্তবাজার অর্থনীতিতে জাল-জালিয়াতি না করে কোথায় শিল্পায়ন হয়েছে? আর শিল্পায়ন ছাড়া কর্মসংস্থান কিভাবে হবে? কিভাবে বাড়বে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি? আমার এ যুক্তি দুর্নীতির পক্ষের যুক্তি নয়– এ যুক্তি

---

[৪১] আমাদের দেশে এক ধরনের "জ্ঞানপাপী শিক্ষিত মানুষ" আছেন যারা নির্বিঘ্নে-নির্দ্বিধায় বলেই ফেলেন যে "গরীব মানুষও দুর্নীতিবাজ" অথবা বলেন যে "গরীবের মধ্যে যারা দুর্নীতি করে না তারা দুর্নীতি করার সুযোগ পান না– ঐ সুযোগ পেলে তারাও দুর্নীতি করতেন"। এসব বলে ওসব "জ্ঞানপাপী শিক্ষিত মানুষ"-রা আসলে হয় নিজেদের দুর্নীতি ঢাকতে চান নয়তো সবাইকে দুর্নীতিবাজ আখ্যা দিয়ে মানসিক শান্তি পেতে চান। ঐ 'জ্ঞানপাপীরা' আসলে বোঝেন না যে দরিদ্র মানুষের আত্মমর্যাদাবোধ, আত্মসম্মানবোধ, সহমর্মিতাবোধ, সংহতিবোধ– এসবই চৌর্যবৃত্তিক ধনীক rent-seeker-দের তুলনায় হাজার গুণ বেশি। আমার এ বক্তব্যের পক্ষে যুক্তিসহ অনেক উদাহরণ দেয়া যায়। যেমন, (১) রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জনতা ব্যাংকের "গ্রামের ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য স্বল্পমেয়াদে বিনাসুদের ঋণ" কর্মসূচিতে ঋণ পরিশোধের হার প্রায় ১০০ শতাংশ অথচ দেশে অত্যুচ্চ ধনীরা ব্যাংক থেকে লক্ষ কোটি টাকার ঋণ নিয়ে ফেরত দেন না; (২) গ্রামের দরিদ্র কৃষক কৃষি পণ্য উৎপাদনে উৎপাদন ব্যয় হিসেবের সময় যখন নিজের ও পরিবারের সদস্যদের প্রদেয় শ্রমঘণ্টা যোগ না করেই আপনাদের কাছে তার উৎপাদিত কৃষি পণ্য বিক্রি করেন তখন ঐ দরিদ্র কৃষকের সততা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন হলো আমাদের নৈতিক-মানসিক বিকৃতিরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এক্ষেত্রে আমাদের দুর্নীতির মাত্রা আর দরিদ্র কৃষকের দুর্নীতির মাত্রা সম্পর্কে কি কেউ আমরা ভাবি? (৩) আপনার বাসায় যে 'বুয়া' গরম চুলার পাশে মোটামুটি সারাদিন রান্না করে আপনার ভুড়িভোজনের ব্যবস্থা করে আপনি নিজে কি আপনার কর্মস্থলে অনুরূপ নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন? (৪) রিক্শা বা ভ্যান চালককে ভাড়ার চেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা যৌক্তিক ভাড়া রেখে বাদবাকী অর্থ ফেরত দেন (আর কখনও যদি একটু বেশি আবদার করে সেক্ষেত্রে কোন না কোন দুর্দশার কথা বলেই আবদার করে)। আমাদের rent-seeker অধ্যুষিত মুক্তবাজার অর্থনীতিতে এসব আধুনিক দাস– দরিদ্র-বঞ্চিত-দুঃস্থ গরীব মানুষের মধ্যে "দুর্নীতি" অনুসন্ধানকারীদের এ অনুসন্ধানের কোন ধরনের নৈতিক ভিত্তিই নেই। যা আছে তা হলো ঐ অনুসন্ধানকারীদের মানসিক বৈকল্য।

[৪২] সরকার যে নিজেই দুর্নীতিবাজ এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া খুব জোর দিয়েই বলেছিলেন: "দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয়নি কারণ যারা সরকারে থাকেন, তারাই দুর্নীতি করেন কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না। এটা সব সরকারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য" (শাহ এএমএস কিবরিয়া, ২০০৭, "দুর্নীতি দমন কমিশন: গোড়ায় গলদ", প্রবন্ধ সংগ্রহ, ২০০৭, পৃ. ৩৫৮)।

মুক্তবাজার অর্থনীতিতে (যা কখনও দরিদ্র-বান্ধব নয়) শিল্পায়নের পক্ষে দুর্নীতি হ্রাস কৌশল বিনির্মাণের যুক্তি হিসেবে দেখা যেতে পারে।

আগেই বলেছি দুর্নীতিরও একটা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক মর্মার্থ আছে যা নিয়ে গুরুত্ববহ তেমন কোনো গবেষণা হয়নি বললেই চলে। দুর্নীতির সংজ্ঞা সবাই জানেন অথবা দুর্নীতি কী সবাই বোঝেন– এটা ধরে নিয়েই আমার মূল তত্ত্বানুন্ধান মাথায় রেখে এখানে দু'একটি বিষয় উত্থাপন জরুরি মনে করছি। আমি এ দেশে দু'ধরনের দুর্নীতি দেখি: *পেটি দুর্নীতি* (যা ছোট দুর্নীতি) আর *মহাদুর্নীতি* (বড় দুর্নীতি)। প্রথমে আসা যাক পেটি দুর্নীতির প্রসঙ্গে। একজন রিক্‌শাচালক ১০ টাকার ভাড়া ২০ টাকা নিলে আমরা ধরেই নিই যে তিনি (রিক্‌শাচালক) দুর্নীতি করলেন (ভদ্রলোক হলে বলবেন– ব্যাটা ঠকালো)। আমার প্রশ্ন রিক্‌শা ভাড়াটা যে ২০ টাকা নয় ১০ টাকা হবে– এটা কে নির্ধারণ করলো? বলবেন 'বাজার' বা এডাম স্মিথের 'বাজারের অদৃশ্য হাত' (invisible hand of market)। কিন্তু বাজার যখন rent-seeker– পরজীবী বিত্তশালী শ্রেণির কথায় ওঠা-বসা করে তখন? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন কে, কোন প্রতিষ্ঠান, কোন সিস্টেম তার পেশাগত ভাগ্য নির্ধারণ করে দিলো যে তাকে রিক্‌শা চালিয়েই জীবন নির্বাহ করতে হবে? অর্থাৎ কোথাও কোনো ধরনের বড় গলদ আছে? পেটি দুর্নীতির মাত্রা-রূপ অনেক। আরো একটা উদাহরণ দিই। একজন স্বল্প বেতনভুক্ত অফিস পিয়ন ফাইল এগিয়ে ৫০ টাকা নিলেন। এটা কি দুর্নীতি? নাকি বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টিকারী সমাজে পেটের দায়ে কোনোমতে সংসার পরিচালনের জন্য ব্যয় সংকুলানে আয়ের এক পদ্ধতি (যদিও আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর ফলে ঐ ব্যক্তিটিও মানসিক স্বস্তিতে নেই)। এসব আদৌ rent seeking নয়। মহাদুর্নীতির তুলনায় এসব পেটি দুর্নীতির পরিণাম সমাজ-অর্থনীতি-সাংস্কৃতিক জীবনে সম্ভবত তেমন কোনো গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে না। আসলে এসব পেটি দুর্নীতিকে উদ্বুদ্ধ করে বড় দুর্নীতিবাজরাই যারা প্রকৃত rent-seeker। এ সিস্টেমও তারাই সৃষ্টি করেছেন– দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি পুনঃসৃষ্টির মাধ্যমে। আসলে বড় মাপের জাতীয় বিধ্বংসী দুর্নীতিবাজরা উপরতলার পরজীবী-বিত্তবান rent-seeker– এ নিয়ে সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। কারণ অন্যের বিত্ত-সম্পদ গ্রহণ, অধিগ্রহণ, হরণ, দখল, বেদখল, জবরদখলসহ আত্মসাৎই তাদের মূল পেশা- নেশা; লোভের লাভ এখানে বড় কথা। এসব rent-seeker-রা কখনও উচ্চকণ্ঠে বলবেন না 'দুর্নীতি দূর হোক' আর সেটা rent-seeker হবার কারণেই। কারণ সেক্ষেত্রে তাদের অনুপার্জিত-হরণকৃত বিত্তের সিস্টেমটিই ভেঙ্গে পড়বে আর সেই সাথে বিত্তের বৃহৎ অংশ কর-রাজস্বের প্রগ্রেসিভ নীতির মাধ্যমে হাতছাড়া হয়ে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা হ্রাস করবে। সুতরাং 'দুর্নীতি' নিয়ে গড় কথা বলে লাভ নেই; একথা বলেও লাভ নেই যে এ দেশে দুর্নীতি এখন একই সাথে horizontal ও vertical– উভয়েরই অতএব অবস্থা খারাপ। দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার ভিত্তি-কারণ কাঠামোটা ভেঙ্গেই দেখুন না দুর্নীতি কোথায় যায়!

প্রায়ই শুনি আমাদের বাংলাদেশ এতই অতি দুর্নীতিবাজ দেশ যে এখানে প্রায় সবাই দুর্নীতিবাজ; সুযোগ পেলে সবাই দুর্নীতি করে– এসব অতিকথন-এর মর্মার্থ হলো গুটিকয়েক দুর্নীতিবাজের দায়ভার দেশের সব মানুয়ের উপর চাপিয়ে দিয়ে প্রকৃত দুর্নীতিবাজদের আড়াল করা। এসব হলো দেশের বৃহত্তর সৎ জনগোষ্ঠী– দরিদ্র-প্রান্তিক-নিম্ন মধ্যবিত্তদেরকে হেয় করার লক্ষ্যে প্রকৃত দুর্নীতিবাজদের অনৈতিক এক খেলা। আসলে 'দুর্নীতি' নিয়ে গড়পড়তা কথা বলে দেশের কোন লাভ হবে না। তাতে করে একদিকে যেমন দুর্নীতির কারণ সংশ্লিষ্ট মূল উৎসে যাওয়া যাবে না আর অন্যদিকে উৎসমূল না পেলে দুর্নীতি উচ্ছেদ-উদ্দিষ্ট কর্মকাণ্ডও নিরূপণ করা সম্ভব হবে না। 'দুর্নীতি' বিষয় ও প্রক্রিয়া হিসেবে শোষণভিত্তিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা– পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অনুসঙ্গ। আরও সঠিকভাবে বললে বলতে হয় "দুর্নীতি"-র অনুপ্রেরণা আসে শোষণভিত্তিক পুঁজিবাদী মুক্তবাজারের 'স্ব-স্বার্থ' বিবেচনা বোধ থেকেই, অর্থাৎ ব্যবস্থাটিই দুর্নীতির পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়। আর অর্থনীতি ও রাজনীতি যখন দুর্বৃত্তায়িত হয়েছে, লুণ্ঠনের সংস্কৃতি যখন জেঁকে বসেছে এবং ধর্মভিত্তিক মৌলবাদী জঙ্গিত্বের অর্থনীতি ও রাজনীতি যখন রাষ্ট্র ক্ষমতাটিকেই দখল করতে উদ্যত তখন দুর্নীতির সংস্কৃতি উল্লিখিত পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার (ব্যবস্থাটির স্তর, পর্যায় বৈশিষ্ট্য যাই হোক না কেন) অস্তিত্বের শর্তও বটে। আবার এসবের পাশাপাশি শেষ পর্যন্ত যখন রাষ্ট্র, সরকার, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি সব কিছুরই নিয়ন্ত্রণকর্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে গুটিকয়েক rent-seeker ধনীগোষ্ঠী তখন তো দুর্নীতি-সূক্ষ্ম ও স্থুল দুর্নীতি-প্রকাশ্য দুর্নীতি-মহাদুর্নীতি-বৈশ্বিক দুর্নীতির অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসেবে এ দেশের দুর্নীতি– এসবই তো সাধারণ-স্বাভাবিক রীতিতে রূপান্তরিত হতে বাধ্য। এ নিয়ে ভিন্নমত থাকার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই।

আমি এতক্ষণ যা বললাম তা তত্ত্বকথা বলে মনে হতে পারে। সে কারণেই 'দুর্নীতি' নিয়ে ঐতিহাসিক কিছু সত্য বলা প্রয়োজন বোধ করছি। আর সে জন্য 'দুর্নীতি'র অর্থনৈতিক-সামাজিক-নৈতিক প্রতিফল অথবা প্রভাব সম্পর্কে কয়েকটি দেশের উদাহরণ বর্ণনা-বিশ্লেষণ করছি। 'দুর্নীতি' (corruption) বলতে কী বুঝবো? দুর্নীতির নেতিবাচক দিক তো সবাই জানি (অন্তত আঁচ করতে পারি)। কিন্তু 'দুর্নীতির' ইতিবাচক কোন দিক আছে কি (যেমন অর্থনীতির ফলপ্রদতা অথবা

efficiency বৃদ্ধি, দেশজ অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি ইত্যাদি অর্থে)। দুর্নীতি বলতে আমি বুঝি সে প্রক্রিয়া অথবা কাজ (act অর্থে) যা বিশ্বাস বা আস্থা লঙ্ঘন করে (violation of trust) এবং এ কাজটি হতে পারে সরকারি অফিসে, কর্পোরেশনে, ট্রেড ইউনিয়নে, বেসরকারি সংস্থায় ইত্যাদি। দুর্নীতিকে বলা হয় "অফিসের অপব্যবহার" (misuse of office অথবা misuse of chair)। আর 'ঘুষ' (bribe) হলো একজনের সম্পদ অন্যের কাছে হস্তান্তর; দুর্নীতির মতই যার নেতিবাচক দিক আমরা জানি কিন্তু ইতিবাচক দিক আছে কি? একটু পরে এ বিষয়ে আসার আগে কয়েকটি কথা বলে রাখি: প্রথমত, শ্রেণি সমাজে (অথবা বলতে পারেন পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে) 'দুর্নীতি' এবং/অথবা ঘুষ-এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব আগাম নির্ণয় করা অথবা প্রক্ষেপণ করা (এ নিয়ে ভবিষ্যত বাণী দেয়া) যথেষ্ট দুঃসাধ্য-দুষ্কর ব্যাপার; দ্বিতীয়ত, দুর্নীতিবাজ কেউ যদি দুর্নীতি থেকে প্রাপ্ত সম্পদ নিজ দেশে এবং একজন পুঁজিপতি বিনিয়োগকারীর চেয়ে অধিকতর ফলপ্রদ উৎপাদনশীল বিনিয়োগ করে তার অর্থনৈতিক প্রতিফল ইতিবাচক হবে নাকি নেতিবাচক হবে; তৃতীয়ত, প্রক্রিয়া হিসাবে দুর্নীতি সরকারি সিদ্ধান্ত ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাকে বিকৃত করে; চতুর্থত, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে দুর্নীতি ভিন্ন ভিন্ন ফল দেয়; এবং পঞ্চমত, "মহৎ-উদ্দেশ্যে দুর্নীতি" (noble cause corruption) বলে একটা কথা প্রচলন আছে, যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িককালে হিটলারের নাৎসি বাহিনী যখন লক্ষ লক্ষ ইহুদি নিধনে ব্যস্ত তখন অস্কার সিডলার নামে একজন ব্যক্তি শত শত ইহুদির জীবন বাঁচাতে হিটলারের নাৎসি অফিসারদের ঘুষ দিয়েছিলো (এটা হয়তোবা দুর্নীতি-ঘুষের ব্যতিক্রম ঘটনা)– তবে এটাকে কি নামে অভিহিত করা সঙ্গত হবে?

এসব কথা বলে দুর্নীতির পক্ষে সাফাই গাওয়ার কোন উদ্দেশ্যই আমার নেই। এখানে আমার উদ্দেশ্য হলো আজকের ধনী দেশগুলোর নব্য-উদারবাদসহ বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ (আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল) যখন বলে যে আমাদের মত উন্নয়শীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধকই হলো দুর্নীতি অথবা বলে যে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে প্রথমেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়তে হবে– এসব যুক্তিহীন অথবা "উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে" জাতীয় কথাবার্তা চ্যালেঞ্জ করা। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই আমি আজকের ধনী দেশসমূহে তাদের ধনী হবার প্রক্রিয়ায় সপ্তদশ থেকে বিংশ শতক পর্যন্ত যে মহাদুর্নীতি ছিলো সে বিষয়টি উপস্থাপন জরুরি বোধ করছি। আজকের ধনী পুঁজিবাদী দেশসমূহের দুর্নীতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ:

(১) আজকের যুগের বেশিরভাগ ধনবান পুঁজিবাদী দেশসমুহ যখন সাফল্যের সাথে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সে সময়ে তাদের পাবলিক লাইফ অতি দুর্নীতিগ্রস্ত ছিলো;[৪৩]

(২) অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ব্রিটেন ও ফ্রান্সে সরকারি অফিস বেচা-কেনা হতো;[৪৪]

(৩) ব্রিটেনে উনবিংশ শতকের শুরুর দিকেও মন্ত্রণালয়ের তহবিল মন্ত্রীরা ব্যক্তিগত মুনাফা ভিত্তিক কাজে ব্যবহার করতে পারতেন যা স্বাভাবিক মনে করা হতো এবং একই সাথে সরকারি উচ্চপদস্থ আমলা নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধার পরিবর্তে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা অধিকতর গুরত্ববহ ছিলো;[৪৫]

(৪) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৮৩ সালে পেনডলেটন আইন পাশ না হওয়া পর্যন্ত সরকারি চিফ হুইপ (অর্থাৎ মার্কিন কংগ্রেসের মেজরিটি লিডার)-কে "ট্রেজারি বেঞ্চের পৃষ্ঠপোষক সেক্রেটারি" (Patronage Secretary of the Treasury) নামে অভিহিত করা হতো। কারণ নিজ-দলীয় ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানই ছিল তার প্রধান কাজ। একই সাথে উনবিংশ শতকের শুরু পর্যন্ত সরকারি অফিসের উচ্চ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে পেশাগত যোগ্যতা, মেধা ও দক্ষতার পরিবর্তে দলীয় আনুগত্য প্রধান ভূমিকা রাখতো; ১৮৮৩ সাল পর্যন্ত মার্কিন ফেডারেল সরকারের আমলাদের একজনও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিযুক্ত হননি– অথচ এ সময়কালেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে দ্রুত প্রবৃদ্ধি ঘটে;[৪৬]

(৫) ব্রিটেনে ১৮৮৩ সালে "দুর্নীতি ও অবৈধ চর্চা আইন" প্রণীত হবার আগে পর্যন্ত নির্বাচনে ঘুষ লেনদেন, চাকুরি দেবার প্রলোভন ও ভোটারদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন ব্যাপক বিস্তৃত ছিলো; এমনকি ঐ আইন প্রণীত হবার পরেও বিংশ শতকে স্থানীয় নিবার্চনে এসব বহাল ছিলো;

---

[৪৩] এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, রবার্ট নিল্ড, ২০০২, Public Corruption– The Dark Side of Social Evolution, পৃ: ৬২।

[৪৪] দেখুন, চার্লস কিনডলে বার্গার, ১৯৮৪, A Financial History of Western Europe, পৃ: ১৬০-১৬১, ১৬৮-১৬৯।

[৪৫] দেখুন, রবার্ট নিল্ড, ২০০২, Public Corruption– The Dark Side of Social Evolution, পৃ: ৬২।

[৪৬] দেখুন, জর্জ বেনসন, ১৯৭৮, Political Corruption in America, পৃ: ৮০-৮৫।

(৬) ভোট জালিয়াতি ও ভোটার কেনা-বেচায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতা বহুকাল যাবৎ প্রচলিত স্বাভাবিক নিয়ম হিসেবে বহাল ছিলো। উনবিংশ শতকে বিচারিক এবং নির্বাচনী-দুর্নীতি এমন পর্যায়ে ছিলো যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী থিওডর রুজভেল্ট নিউইয়র্ক এসেম্বলির ভোট কেনা-বেচার লবিস্টদের বলেছিলেন "জনজীবন ও সিভিল সার্ভিস হলো এমন কিছু যার সাথে মৃত ভেড়ার সাথে শকুনের তুলনা করা সঙ্গত"।[৪৭]

দুর্নীতির সাথে উন্নয়নের সম্পর্ক অথবা দুর্নীতির সাথে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার সম্পর্ক নিয়ে উপরে যা বললাম তা থেকে পূর্ণাঙ্গ কোনো উপসংহারে উপনীত হওয়া কঠিন হতে পারে বিধায় উন্নয়নশীল বিশ্বের দু-একটি উদাহরণসহ আরো কিছু কথা বলা সঙ্গত মনে করছি। এক্ষেত্রে প্রথমেই ১৯৬০ এর দশকের আফ্রিকার দেশ জায়েরে (বর্তমান কঙ্গো গণতান্ত্রিক রিপাবলিক) ও একই সময়ের এশিয়ার ইন্দোনেশিয়ায় দীর্ঘ ৩০ বছরে সংঘটিত মহাদুর্নীতি ও তার উন্নয়ন ফল-এর বৈপরীত্য নিয়ে বিশ্লেষণ গুরুত্ববহ হতে পারে বিধায় এখানে উল্লেখ করছি। প্রথমে আসা যাক আফ্রিকার জায়েরের কথায়: মিলিটারি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৯৬৫ সালে মোবুতো সেসেসিকো জায়েরের ক্ষমতা দখল করে এবং ৩২ বছর দেশ শাসন করে ১৯৯৭ সালে ক্ষমতাচ্যুত হন; জায়ের ছিলো এমন এক অতি দরিদ্র দেশ যেখানে ১৯৬১ সালে মানুষের মাথাপিছু আয় ছিলো মাত্র ৬৭ মার্কিন ডলার; ৩২ বছরের শাসনকালে মোবুতো জায়ের থেকে কমপক্ষে ৫০০ কোটি ডলার আত্মসাৎ করেন যা ১৯৬১ সালের জায়েরের মোট জাতীয় আয়ের চেয়ে প্রায় ৫ গুণ বেশি; এবং শেষ পর্যন্ত ৩২ বছর শাসনের পরে ১৯৯৭ সালে মোবুতো যখন ক্ষমতাচ্যুত হন তখন জায়েরের প্রকৃত মাথাপিছু আয় (অর্থের ক্ষয়ক্ষমতার নিরিখে অর্থাৎ পিপিপি ডলারে) ১৯৬৫ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশে নেমে আসে (অর্থাৎ তখনকার তুলনায় যখন মোবুতো ক্ষমতা দখল করেছিলেন)। এখন আসা যাক ইন্দোনেশিয়ার কথায়। ১৯৬৬ সালে মিলিটারি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মোহাম্মদ সুহার্তো ইন্দোনেশিয়ার ক্ষমতা দখল করেন এবং (জায়েরের মোবুতোর মতই) ৩২ বছর দেশ শাসন করে ১৯৯৮ সালে ক্ষমতাচ্যুত হন। সুহার্তো ১৯৬৬ সালে যখন ইন্দোনেশিয়ার ক্ষমতা দখল করেন তখন ইন্দোনেশিয়ার মানুষের মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র ৪৯ মার্কিন ডলার (অর্থাৎ একই সময়ের জায়েরের তুলনায় ১৮ মার্কিন ডলার কম)। ইন্দোনেশিয়ার সুহার্তো জায়ারের মোবুতোর তুলনায় কমপক্ষে তিনগুণ বেশি দুর্নীতিবাজ ছিলেন, কারণ একই সময়কালে (১৯৬৫/৬৬ থেকে ১৯৯৭-৯৮) জায়েরে মোবুতো যখন ৫০০ কোটি ডলার আত্মসাৎ করেন তখন ইন্দোনেশিয়ার সুহার্তোর আত্মসাৎকরণের পরিমাণ ১,৫০০ কোটি ডলার। অর্থাৎ সহজ যুক্তি হলো শেষ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা জায়েরের তুলনায় অনেক গুণ খারাপ হবার কথা; কিন্তু তা হয়নি।[৪৮] জায়েরে মোবুতো সরকারের আমলে মানুষের গড় জীবন মান তিনগুণ হ্রাস পেলো কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার সুহার্তোর আমলে তা তিনগুণ বৃদ্ধি পেলো।[৪৯] জায়ের ও ইন্দোনেশিয়া– উভয় দেশেই স্বৈরাচারি সেনাশাসন ৩২ বছর ধরে চললো; জায়েরের সেনা প্রধান মোবুতো আর ইন্দোনেশিয়ার সেনা প্রধান সুহার্তো উভয়েই শত-শত হাজার-হাজার কোটি ডলারের সমপরিমাণ দুর্নীতি করলো; জায়েরের তুলনায় ইন্দোনেশিয়ায় দুর্নীতির পরিমাণ ৩ গুণ বেশি হলো কিন্তু তারপরও তুলনামূলকভাবে অর্থনীতির মানদণ্ডে ইন্দোনেশিয়া জায়ারের তুলনায় এগিয়ে গেলো– এ বৈপরীত্য কিভাবে এবং কেন ঘটলো? এর সহজ কোনো উত্তর আছে কি-না বলা দুষ্কর। তবে সহজতর উত্তর হলো জায়েরের সেনাশাসক মোবুতো তার ৩২ বছরের দুর্নীতির সব অর্থ স্বদেশে বিনিয়োগ না করে রেখেছিলো সুইস ব্যাংকে, ফলে তার নিজ দেশে দুর্নীতি-উদ্ভুত ঐ অর্থ থেকে কোনো আয় সৃষ্টি হয়নি, হয়নি কোনো নতুন কর্মসংস্থান, আর ইন্দোনেশিয়ার সেনাশাসক সুহার্তো ৩২ বছরের দুর্নীতির সব অর্থ বিদেশে না রেখে দুর্নীতিগ্রস্ত স্বদেশ ইন্দোনেশিয়াতেই বিনিয়োগ করেছিলো ফলে তার নিজ দেশে সৃষ্টি হয়েছিলো নতুন আয় এবং নতুন কর্মসংস্থান।

বিগত ৫০ বছরে দুর্নীতির সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়ন (এবং সেইসাথে তুলনামূলক দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা অবস্থা) এর সম্পর্ক যা দেখছি তা যথেষ্ট মাত্রায় জটিল এবং যথেষ্ট মাত্রায় প্রক্ষেপণযোগ্যও নয়। গত ৫০ বছরের শাসনকালে জায়ের এবং একই ধরনের সেনাশাসক হাইতির দুভালিয়েরের শাসনকালে দেশ দুটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, আর অন্যপ্রান্তে দুর্নীতি থাকলেও ফিনল্যান্ড, সুইডেন এবং সিঙ্গাপুর অর্থনৈতিকভাবে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে। আবার এও দেখছি যে মহাদুর্নীতিবাজ সুহার্তোর ৩২ বছরে ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতি এগিয়েছে। সেইসাথে এও দেখছি যে যথেষ্ট মাত্রায় বড় বড় মাপের দুর্নীতির উপস্থিতিতে ইতালি, জাপান, কোরিয়া, তাইওয়ান এবং গণচীন অর্থনীতির মাপকাঠিতে অনেকের তুলনায় বেশি এগিয়েছে।

---

[৪৭] বিষয়টি উদ্ধৃতির জন্য দেখুন, জন আর্থার গ্যারাটি ও মার্ক কের্নস, ২০০০, The American Nation– A History of the United States, পৃ: ৪৭২।

[৪৮] দেখুন, হা-জোন চ্যাং, ২০০৮, Bad Samaritans. The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism, পৃ: ১৬০-১৬৪।

[৪৯] আসলে সাধারণ পাটিগাণিতিক হিসেবে (অর্থনীতির হিসাবও তা-ই হবে) যেহেতু সমসাময়িককালে ইন্দোনেশিয়ার জনসংখ্যা জায়েরের জনসংখ্যার তুলনায় ৫ গুণ বেশি (যথাক্রমে ১০ কোটি ও ২ কোটি) সেহেতু জায়েরের মোবুতোর সেনাসরকাররের আমলের তুলনায় ইন্দোনেশিয়ার স্বৈরশাসক সুহার্তোর আমলে গড় জীবন মান বাড়লো প্রায় ৫০ গুণ।

সুতরাং, একদিকে যেমন 'দুর্নীতি' প্রচলিত অর্থের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অথবা অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক বলা যাচ্ছে না, আবার অন্যদিকে একথা স্পষ্ট যে 'দুর্নীতি' প্রচলিত অর্থের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা হোক বা না হোক তা সমাজে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টি করে। সুতরাং অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন এবং রাষ্ট্র ও সরকার থেকে লুটেরা rent-seeker-দের উচ্ছেদ করাটাই হতে পারে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা দূর করার প্রধান পূর্বশর্ত। বিষয়টি নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক।

অধ্যায় ৭

দারিদ্র্য হ্রাস "নীতি-কৌশলের দারিদ্র্য"; Rent-seeker ধনী নিয়ে গবেষণা জরুরি

"আমাকে কেউ তার বানানো কল্যাণের সংজ্ঞা দিয়ে সুখী হতে বাধ্য করতে পারে না।"

ইমানুয়েল কান্ট, ১৭২৪-১৮০৪

গ্রাম-শহর নির্বিশেষে আবাসনের দারিদ্র্য বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশে কমপক্ষে দেড় কোটি পরিবারের (অর্থাৎ মোট ১৬ কোটির মধ্যে কমপক্ষে ৭ কোটি মানুষের) নিজ মালিকানাধীন মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। এরা বাস করেন গ্রামে, শহরে, শহরতলিতে, বস্তিতে (অনেকেই ভাসমান), শিল্প এলাকায়, চরাঞ্চলে, হাওর-বাওরে ইত্যাদি। দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা নিরসনে এসব মানুষের আবাসনের দারিদ্র্য যথাসম্ভব দ্রুত দূর করার কথা ভাবতে হবে। আবার সেই সাথে এ কথাও মনে রাখা জরুরি যে ধনী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যখন ২০০৬-২০০৭ নাগাদ প্রায় সবারই নিজস্ব আবাসনের ব্যবস্থা হলো ঠিক তার পরপরই ২০০৮ সালের দিকে rent seeking সিস্টেমের সাব প্রাইম মর্টগেজের ঠেলায় নীচুতলার কোটি কোটি মানুষ বাসস্থানহীন হয়ে পড়লো। অনেকেই চাকুরিও হারালেন। ফলে একদিকে মানুষের সারা জীবনের সঞ্চয় বিনষ্ট হলো আর অন্যদিকে সমাজে বিদ্যমান বৈষম্য-অসমতা আগের তুলনায় বেড়ে গেলো।[৫০]

দরিদ্র মানুষের সন্তানেরা যে স্কুলে যেতে পারে না অথবা স্কুলে গেলেও কপালে জোটে অতি নিম্নমানের শিক্ষা অথবা শিক্ষা শেষের আগেই স্কুল পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়– এ দারিদ্র্যের কী হবে? ভয়াবহ হলেও সত্য যে এ দেশে প্রতি ৩ জন ছাত্রের ১ জন মাদ্রাসার ছাত্র; মাদ্রাসা ছাত্রদের অধিকাংশই দরিদ্র পরিবারের সন্তান; মাদ্রাসা পাশ করা ছাত্রদের ৭৫ ভাগই বেকার থাকে– শিক্ষার এ দারিদ্র্যের কী হবে? পণ্যরূপী শিক্ষার কী হবে?[৫১] শিক্ষা যখন 'বিদ্যাবস্তু'তে রূপান্তরিত হয় তখন কী হবে? শিক্ষা যখন নির্মোহ জ্ঞানচর্চা থেকে দুরে সরে যায় তখন সে শিক্ষার ফল কী হবে? এসবই তো ঘটছে rent seeking কর্তৃত্বকারী একটি আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই! শিক্ষা তো সাংবিধানিকভাবেই মানব-অধিকার– মানুষ তো

---

[৫০] মানুষের এই দুর্দশা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মার্কিন অর্থনীতিবিদ জেফরি স্যাকস্– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যা ঘটেছে তার বিশ্লেষণে লিখেছেন (ভাবানুবাদ প্রবন্ধকারের): "২০০৮ সালের আর্থিক পচন (financial meltdown) কোটি কোটি আমেরিকানের আর্থিক দুর্দশা (financial distress) গভীরতর করেছে। তারা হয়তো বা চাকুরি টিকিয়ে রাখতে পেরেছেন কিন্তু হারিয়েছেন নিজস্ব ঘর-বাড়ি আর সেই সাথে তাদের দীর্ঘদিনের সঞ্চয়। ২০০৬ এর শুরুতে বাড়িঘরের মূল্য পতনের ফলে আমেরিকার মধ্যবিত্ত শ্রেণির গত কয়েক দশকের সে যুগের সমাপ্তি ঘটলো যখন তারা নিজেদের (মালিকানাধীন) বাড়ি-ঘরকে তুলনা করতেন সাধারণ এটিএম (ATM) মেশিনের সাথে; আর তারা তাদের মালিকানাধীন (!) বাড়ি-ঘরের বাজার মূল্য নিয়ে বড়াই করতেন বাড়ি-ঘর কেনার জন্য সহজ শর্তের– বলা চলে অতি স্বল্প সুদের ঋণ (home equity) নিয়ে। আর সহজ শর্তে-স্বল্প সুদে ঋণ পেয়ে তাদের বাড়ি-ঘরের মালিকানা সংক্রান্ত বুদবুদে (housing bubble) অবস্থা যখন ভুল প্রমাণিত হলো তখন কোটি কোটি বাড়ির মধ্যবিত্ত শ্রেণির মালিক বুঝতে পারলেন যে তাদের ঐসব বাড়ি-ঘরের প্রকৃত মূল্য– বাড়ি কিনতে যে সহজ শর্তে-স্বল্প সুদে বন্ধকি ঋণ নিয়েছিলেন (sub-prime mortgage) তার চেয়ে কম (অর্থাৎ ঐসব বাড়ি-ঘরের আসল দাম প্রকৃত বাজার মূল্যের চেয়ে কম)। ফলে ঐসব কোটি কোটি মধ্যবিত্ত বাড়ির মালিক তাদের গৃহ ঋণের সুদ– ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধে ব্যর্থ হলেন, ...। বিশাল-বিস্তৃত এ আর্থিক দুর্দশা আমেরিকায় মানুষের মধ্যে বংশ-পরম্পরায় যে সঞ্চয় প্রবৃত্তি ছিলো তারই যবনিকাপাত।" (দেখুন: জেফরি স্যাকস্, ২০১২, The Price of Civilization: Reawakening Virtue and Prosperity after the Economic Fall, পৃ: ১৬।)

[৫১] আমাদের দেশে শিক্ষা এখন পণ্য– কেনা-বেচার পণ্য; বাজারের পণ্য। 'পাবলিক শিক্ষার' বিপরীতে এখন 'প্রাইভেট' শিক্ষাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ব ব্যাংক-আইএমএফসহ সাম্রাজ্যবাদী দাতাগোষ্ঠী এসব করতে বাধ্য করেছে। ওদের নয়া-উদারবাদী উন্নয়ন দর্শনেই এসব পূর্বশর্ত যুক্ত আছে। শিক্ষা নিয়ে এমন বাণিজ্যের ফল আর যাই হোক তা মুক্তবুদ্ধির দেশপ্রেমিক ও জ্ঞানসমৃদ্ধ মানুষ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হতে বাধ্য। এক্ষণে আমি যৌক্তিক কারণেই বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আমাদের মুক্তি চেতনার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ শিক্ষা ভাবনার বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করে আমরা কোনভাবেই মুক্ত চিন্তার ও মৌলিক চিন্তার দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ মানুষ হতে পারব না। এখানে প্রাসঙ্গিক বিধায় শিক্ষার পণ্যায়নের ফল যা হয়েছে তা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এ রকম, "আজকাল প্রয়োজনের নিয়মে শিক্ষকের গরজ ছাত্রের কাছে আসা, কিন্তু স্বভাবের নিয়মে শিষ্যের গরজ গুরুকে লাভ করা। শিক্ষক দোকানদার, বিদ্যাদান তাঁহার ব্যবসায়। তিনি খরিদ্দারের সন্ধানে ফেরেন। ব্যবসাদারের কাছে লোকে বস্তু কিনিতে পারে কিন্তু তাহার পণ্যতালিকার মধ্যে স্নেহ শ্রদ্ধা নিষ্ঠা প্রভৃতি হৃদয়ের সামগ্রী থাকিবে এমন কেহ প্রত্যাশা করিতে পারে না। এই প্রত্যাশা অনুসারেই শিক্ষক বেতন গ্রহণ করেন ও বিদ্যাবস্তু বিক্রয় করেন– এইখানে ছাত্রের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রসমগ্র, ২০১১, খণ্ড ৬, ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, পৃ: ৫৮৩। উল্লেখ্য যে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসব কথা লিখেছেন আজ থেকে ১১০ বছর আগে, বাংলা ১৩১৩ সালে তাঁর "শিক্ষা সমস্যা" শীর্ষক প্রবন্ধে)।

জন্মসূত্রে এ অধিকার পায়। কিন্তু এতো ঢাক-ঢোল পেটানোর পরে যখন বলা হয় যে বাংলাদেশে এখন প্রায় সবাই স্কুলে যায় তখন দরিদ্র পরিবারের সন্তান-সন্ততিদের কয়জন উচ্চশিক্ষা পেয়েছেন? শুধু তা-ই নয় দরিদ্র পরিবারের সৌভাগ্যবান কয়েকজন যারা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার সুযোগ পেয়ে থাকেন তারা সাধ্যাতীত কত ব্যয় করেন, কতো ধরনের প্রতিকূলতা পার হয়ে একটা অপেক্ষাকৃত স্বল্পমানের উচ্চশিক্ষা পান, পরবর্তী পর্যায়ে আরো কত ধরনের প্রতিবন্ধকতা পার হয়ে একটা চাকুরি পান এবং তার পরে কোথায় কোন দুর্গম এলাকায় পোস্টিং পান– এ নিয়ে কে ভাবছেন? অবস্থা যা তাতে এভাবে সরাসরি এসব প্রশ্ন করাটা অনেকেই আমার আদবের অভাব মনে করতে পারেন। কিন্তু কথাটা তো সত্য।

শ্রমজীবী দরিদ্র পরিবারের কোন একজন সদস্য-সদস্যার যদি এমন কোন অসুখ হয় যখন অপারেশন করা এবং/অথবা ঔষধ কিনতে অনেক অর্থের প্রয়োজন তখন আসলে অবস্থাটা কী হয়? প্রথমেই যা করতে হয় তা হলো উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ এবং/অথবা সারা জীবনের সঞ্চিত সম্পদ (যদি থেকে থাকে) এক নিমেষে বিক্রি করতে হয় (যাকে অর্থনীতিবিদরা বলেন "দুর্দশাগ্রস্ততার কারণে সম্পদ বিক্রি", distress sale)। আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের কাছে ধার-দেনা করতে হয়। এ হচ্ছে অনেকটা "নদী ভাঙ্গনে– এক রাতে সব কিছু নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবার মতো"। এরপর ঐ মেহনতি মানুষটির কাজ থাকলেই কী না থাকলেই কী। "স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি" যদি মানুষের সাংবিধানিক অধিকারই হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে সংবিধানের এ বাধ্যবাধকতার বাস্তবায়নে রাষ্ট্র কী করছে/করে? ব্যাপারটি বেশ সোজাসাপ্টা। তা হলো এ রকম যে যতোদিন rent seeking পরজীবী বিত্তবান কালো টাকার মালিকেরা আমাদের প্রতিনিধিত্ব করবে ততোদিন এসবে কার্যকর তেমন কিছু হবে না। তারাই মালিক হবেন সেসব হাসপাতাল ও ডায়াগোনস্টিক সেন্টারের যেখানে বিপদগ্রস্ত অসুস্থ মানুষ অতিরিক্ত ব্যয় করতে বাধ্য হবেন। কারণ এখানেও কাজ করে rent-seeker-দের বাজার সন্ত্রাস, যে সন্ত্রাসে সরকার ও রাজনীতি rent-seeker-দের অধীনস্থ সহযোগী। তাহলে তথাকথিত উন্নয়ন কৌশল, দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল, আর ৬-৭ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দিয়ে কী হবে? দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে অথবা পরিবর্তনের কথা না ভেবে অর্থনীতির ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হলেই বা কী? কার লাভ তাতে?[৫২]

মুক্তবাজার অর্থনীতিতে rent-seeker-দের যে নিয়ামক ভূমিকা আর তার সাথে রাজনীতি ও সরকারের যে স্বার্থের আঁতাত এসবের কারণে আমার মনে হয় আমাদের নির্মোহভাবে জানা প্রয়োজন এদেশের মানুষ কেন ভিক্ষুক হয় (?); মানুষ কেন নিঃস্ব হয় (?); মানুষ কেন রিক্‌শা-ভ্যান-ঠেলাগাড়ি চালায় (?); শিশুরা কেন কাওরান বাজারে টুকরির মধ্যে ঘুমায় (?); শিশুরা কেন রাতে না খেয়ে ঘুমাতে যেতে বাধ্য হয় (?); তরতাজা যুবকরা কেন বেকার থাকে (?); প্রসূতি মা কেন অভুক্ত থাকেন, কেন তিনি পুষ্টিহীনতায় ভোগেন (?); মহিলোারা কেন ইট ভাঙ্গে (?); মানুষ ভাগ্যান্বেষণে কেন জাহাজে নয় নৌকায় চড়ে সমুদ্র পাড়ি দিতেও ভীত হয় না; প্রবীণ জনগোষ্ঠী কেন এত দুর্দশায় ভোগেন (?) ইত্যাদি। আমার গবেষণায় আমি দেখেছি যে সখ করে কেউই ভিক্ষুক হয় না– আজকের পুরুষ ভিক্ষুকটি প্রথমে ছিলেন গ্রামের কৃষক অথবা দিনমজুর অথবা শিল্প-কারখানার শ্রমিক, তারপর শ্রম-ক্ষমতা হারিয়ে চালিয়েছেন রিক্‌শা, তারপরে হয়েছেন অসুস্থ, আর তারপরেই ভিক্ষুক, আর এখন অসুখ বেড়ে তিনি অকাল মৃত্যুর দিকে এগুচ্ছেন। আর আজকের মহিলোা ভিক্ষুকটি হয় ঐ পুরুষ ভিক্ষুকের স্ত্রী অথবা গ্রাম থেকে আসা নিঃস্ব একজন মানুষ যিনি ঝি-এর কাজ করেছেন, তারপর এক পর্যায়ে অসুস্থ হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি শুরু করেছেন, আর এখন অসুস্থতা বেড়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন। এসব অকাল মৃত্যুর দায় দায়িত্ব কার? এসব নিয়ে আমাদের পবিত্র সংবিধান কী বলছে? এসব মানুষ নিয়ে আমাদের সরকারি "দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল" কি কার্যকর কিছু ভাবছে? আসলে ভাবছে না। সম্ভবত rent seeking উদ্ভূত ক্রমবর্ধমান দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোতে ভাববারও কথা নয়। "দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলেরই" এ এক মহা দারিদ্র্য। আমার মনে হয় কিছু মানুষ কেন, কিভাবে, কোন প্রক্রিয়ায় অঢেল সম্পদের মালিক হন তাও আবার নিজের শ্রমে সম্পদ সৃষ্টি না করে– তা জানলে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণও অনেক দূর জানা যাবে। আসলে দারিদ্র্য নিয়ে যারা সত্যিকার অর্থে চিন্তা ভাবনা-গবেষণা করছেন তাদের এখন rent-seeker 'ধনী' নিয়ে গবেষণা জরুরি।

[৫২] Rent-seeker নিয়ন্ত্রিত সমাজে অর্থনীতির এহেন সম্প্রসারণে কার লাভ হয় তা নিয়ে বাংলাদেশে তেমন কোনো প্রামাণ্য তথ্য নেই। তবে সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান না থাকলেও যুক্তি দিয়ে বলা সম্ভব যে লাভটা উপরের তলায়ই ঘণিভূত ও পুঞ্জীভূত হয়। এ নিয়ে আধুনিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির নিম্নবর্ণিত উদাহরণটি প্রণিধানযোগ্য: ১৯৭৯-২০০৭ সময়কালে (অর্থাৎ ২০০৭-০৮ এর অর্থনৈতিক সংকটের আগে) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি যতোটুকু সম্প্রসারিত হয়েছিলো তার ৬০ শতাংশই ছিনিয়ে নিতে পেরেছিলো আয় মইএর সর্বোচ্চ অবস্থানে অবস্থিত ১ শতাংশ মানুষ; এবং একই সময়কালে আয় মই এর সর্বোচ্চ ১ শতাংশ খানার কর-পরবর্তী প্রকৃত আয় বেড়েছিলো ২৭৫ শতাংশ আর সর্বনিম্ন ২০ শতাংশ খানায় ঐ আয় বেড়েছিলো মাত্র ১৮ শতাংশ; ঐ একই সময়ে আয় মই এর নীচের দিকে ৯০ শতাংশ পেয়েছিলো সবচে' উপরের ০.১ শতাংশ একাই যতোটুকু পেয়েছিলো তার মাত্র এক চতুর্থাংশ (দেখুন, থমাস পিকেটি ও ইমানুয়েল সায়েজ, ২০০৩, Income Inequality in the United States, 1913-1998; ইমানুয়েল সায়েজ, ২০১১; জোস বিভেন, ২০১১)।

অধ্যায় ৮

ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও জঙ্গিত্ব: দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা যেখানে প্রধান কারণ

"সব বাস্তবতাই এক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া।"

জর্জ হেগেল, ১৭৭০-১৮৩১

আগেই বলেছি যে কাঠামোগত রূপান্তরের নিরিখে স্বাধীনতা উত্তর চার দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এমন কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি যা দিয়ে বলা যাবে যে, স্বাধীনতার মানবকল্যাণমুখী চেতনা বাস্তবায়িত হয়েছে। সুস্থ-সবল-চেতনাসমৃদ্ধ ভেদহীন-অসাম্প্রদায়িক আলোকিত মানুষ সৃষ্টিই ছিল স্বাধীনতার মূল আকাঙ্ক্ষা। সে আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতার দূরত্ব ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান। আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতার ক্রমবর্ধমান এ ফারাকটা ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক উগ্রতা ও ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ বলে আমি মনে করি।

দুই অর্থনীতির বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে এ কথা সত্য। তবে যেটা আগেই বলেছি যে গত চার দশকের বিকাশের ধারা ১৬ কোটি মানুষের আমাদের দেশকে সুস্পষ্টভাবে দু'ভাগে বিভাজিত করেছে: প্রথম ভাগে আছেন সংখ্যা-স্বল্প ক্ষমতাধর মানুষ যাদের সংখ্যা হবে বড়জোর ২০ লক্ষ (যাদের বড় অংশই প্রকৃত পরজীবী rent-seekers); আর দ্বিতীয় ভাগে আছেন সংখ্যাগুরু ক্ষমতাহীন মানুষ যাদের সংখ্যা হবে ১৫ কোটি ৮০ লক্ষ। রাজনীতি-অর্থনীতির মারপ্যাঁচে সৃষ্টি হয়েছে এমন এক অবস্থা যেখানে ২০ লক্ষ ক্ষমতাধর rent-seeker-দের বিপরীতে আছেন ১৫ কোটি ৮০ লক্ষ ক্ষমতাহীন, অসহায়, দুর্দশাগ্রস্ত, বঞ্চিত মানুষ। প্রকৃত অর্থে এই বিশাল সংখ্যক ক্ষমতাহীন মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি অথবা অধিকার হিসেবে সমসুযোগ সৃষ্টি অথবা ক্ষমতাহীনদের ক্ষমতায়ন অথবা "inclusion of the excluded" বিষয়ে অন্তত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-সামাজিক কর্মকাণ্ডের নিরিখে কার্যকর সচেতন কোনো প্রয়াস কখনও বাস্তবায়িত হয়নি। উল্টো, ক্ষমতাবান rent-seekers-দের ক্ষমতা বৃদ্ধির বহুমুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, তা আরও বহুদিন বহাল থাকবে। সামগ্রিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমীকরণ তা-ই নির্দেশ করে। আর ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য-বঞ্চনা-অসমতার ভারসাম্যহীন বিকাশ সমীকরণে এক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যদি কোনো ব্যক্তি (বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যুবক-তরুণ) বা গোষ্ঠী "মুক্তির পথে" সুইসাইড বোমারু হিসেবে 'বেহেশতবাসী' হবার জন্য আত্মাহুতি দেয় তা অযৌক্তিক হবে কেনো? একই কথা তার জন্যেও প্রযোজ্য যিনি ভিন্ন ধর্মের বা বর্ণের মানুষ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে বা যুক্তরাজ্যে জন্মগ্রহণ করে বঞ্চনা-বৈষম্যসহ বর্ণবাদের অন্তর্নিহিত বিষয় উপলব্ধি করে ধর্ম-ভিত্তিক জঙ্গি বোমারুতে রূপান্তরিত হন!

সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি বিশ্লেষণে আমি ইতোমধ্যে এ উপসংহারে উপনীত হয়েছি যে আমাদের দেশে যদিও কয়েক শতাব্দীর ঐতিহাসিক বিকাশ এ দেশে অর্থনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে না তথাপি গত প্রায় ৭ দশকের (ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমসাময়িককাল থেকে) rent-seekers সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির লক্ষ্যে মানব কল্যাণবিমুখ উন্নয়ন ধারা মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক ভিত্তি সুদৃঢ়করণের সকল শর্ত সৃষ্টি ও সম্প্রসারিত করেছে; আর বিশ্বায়নসহ বহিঃস্থ অনেক উপাদানই (external factors) এ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করেছে[৫৩]।

[৫৩] এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন: আবুল বারকাত, ২০১৩, *বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতি*, পৃ: ৫৭-৮৬, বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী আয়োজিত "ধর্ম ও রাজনীতি: দক্ষিণ এশিয়া" শীর্ষক আন্তর্জাতিক গণবক্তৃতা ও সম্মিলন উপলক্ষে রচিত, ঢাকা: ৪-৫ অক্টোবর ২০১৩; আবুল বারকাত, ২০১৫ , Imperialism and Religious Fundamentalism: A Treatise on Political Economy with reference to Bangladesh, পৃ: ৫-১০; আবুল বারকাত, ২০১৫, A Political Economy Treatise on Religious Fundamentalism and Extremism: A high probability global catastrophy with reference to Bangladesh, পৃ: ২-৫ ।

আর এক্ষেত্রে অন্যতম প্রভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে ধর্মভিত্তিক rent seeking আর তার সাথে সংশ্লিষ্ট মতাদর্শিক রাজনীতি-সরকার ও রাষ্ট্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বার্থের ঐক্য।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে জনকল্যাণকামী রাজনৈতিক শক্তির কাঙ্ক্ষিত বিকাশ ত্বরান্বিত হয়নি। রাষ্ট্রক্ষমতায় ঘুরে ফিরে এসেছে স্বৈরতন্ত্র অথবা কালো টাকার স্বার্থবাহী সাংসদ যারা নিজেরাই rent-seeker অথবা তাদের প্রতিনিধি। দুর্বৃত্তায়িত হয়েছে অর্থনীতি, আর তা রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের কার্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি করেছে। যদিও কিছুটা পুনরাবৃত্তি হবে তথাপি আমাদের দেশে rent seeking উদ্ভূত অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কয়েকটি নির্দেশক উল্লেখ করা প্রয়োজন: গত চার দশকে বাংলাদেশে সরকারিভাবে যে প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক ঋণ-অনুদান এসেছে তার ৭৫ শতাংশ লুট করেছে দুর্বৃত্তরা (যাদের সংখ্যা হবে আনুমানিক ২ লক্ষ আর পরিবার-পরিজনসহ ১০ লক্ষ মানুষ); এরা এখন বছরে প্রায় ৭৫-৮০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ কালো টাকা সৃষ্টি করে (যার ক্রমপুঞ্জীভূত পরিমাণ হবে ৫-১০ লক্ষ কোটি টাকা), এরাই বছরে ৪০-৫০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ অবৈধ অর্থ স্থানান্তরের/পাচারের সাথে সম্পৃক্ত, এরাই বছরে ২৫-৩৫ হাজার কোটি টাকার ঘুষ-দুর্নীতির সাথে জড়িত, এরাই প্রায় ৬০-৮০ হাজার কোটি টাকার ঋণখেলাপি, এরাই সবধরনের বড় মাপের অবৈধ অস্ত্র ও ড্রাগ ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত; এরা দেশের কমপক্ষে ১ কোটি বিঘা খাস জমি ও জলাভূমি অবৈধভাবে দখল করে আছে; এরাই সরকারের কাছে ৯ শত বিঘা জমির অনুমোদন নিয়ে ১০টি হাউজিং প্রকল্পের নামে ৩০ হাজার বিঘা জমি বিক্রি করার সুযোগ পায়; এরাই ড্যাপ জালিয়াতির মাধ্যমে ৫০ হাজার কোটি টাকার সরকারি সম্পত্তি হাতিয়ে নেয়; এরাই উপকূলীয় অঞ্চলে বৃহৎ চিংড়িঘের ও ব্যক্তিগত সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলেছে; যে কোন সরকারি ক্রয়ে (বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়) এবং/অথবা বড় ধরনের বিনিয়োগে এবং/অথবা প্রকল্পে এদেরকে কমপক্ষে ২০ শতাংশ কমিশন দিতে হয় ইত্যাদি। এসব স্রেফ rent seeking।

Rent seeking উদ্ভূত অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন যে রাজনীতিকেও দুর্বৃত্তায়িত করেছে তার বহিঃপ্রকাশ বহুমুখী: অর্থনীতির দুর্বৃত্তরা তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান এমনভাবে দখল করে যেখানে সংবিধানের বিধি মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালন অসম্ভব। তারা মূল ধারার ক্ষমতার রাজনীতি ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান-ব্যক্তিকে ফান্ড করেন; তারা ঘুষ-দুর্নীতিতে পৃষ্ঠপোষকতা করেন; তারা রাষ্ট্রীয় বাজেটের আয় ও ব্যয় তাদের স্বার্থানুকূলে নির্ধারণ করেন; তারা লুট করেন সবকিছু– জমি, পানি, বাতাস এমনকি বিচারের রায়; তারা ধর্মের লেবাস যত্রতত্র ব্যবহার করেন– স্ব-ধার্মিকতা প্রদর্শনে হেন কাজ নেই যা করেন না; জাতীয় সংসদের আসন কিনে ফেলেন– তারা জানেন স্থানভেদে ২ কোটি টাকা থেকে ২০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে জাতীয় সংসদসহ স্থানীয় সরকারের একটি আসন ক্রয়/দখল সম্ভব এবং সেটা তারা প্রাকটিস করেন (ব্যবসায়ীরা ছিল ১৯৫৪ -এর জাতীয় সংসদে ৪ শতাংশ আর এখনকার সংসদে ৮৪ শতাংশ, অবশ্য "ব্যবসাটা" যে কী তা নির্বাচন কমিশনও সঠিক জানে না)। অর্থনীতি ও রাজনীতির এসব দুর্বৃত্তদের প্রতি মানুষের আত্মার গভীরে অনাস্থা আছে; মানুষের সামনে এখন আর রাজনৈতিক 'role model' বলে কিছু নেই– এসব প্রবণতা যে হতাশা-নিরাশা সৃষ্টি করেছে সেগুলোই হয়ে দাঁড়িয়েছে উগ্র সাম্প্রদায়িক মৌলবাদীদের মতাদর্শ ও সংগঠন বিস্তৃতির অন্যতম সহায়ক উপাদান।[৫৪]

Rent seeking উদ্ভূত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কারণে মানুষ তথাকথিত গণতন্ত্রী রাজনীতিবিদদের প্রতি আস্থা হারাচ্ছেন/হারিয়েছেন, আর মানুষের দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা হ্রাসকারী প্রগতির ধারা সেই সাথে তাল মিলিয়ে বিকশিত হয়নি/হচ্ছে না। মানুষ যখন ক্রমাগত বিপন্ন হতে থাকেন, চোখের সামনেই rent-seeker-দের ঔদ্ধত্য দেখতে থাকেন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থা হারান এবং আস্থাহীনতা যখন নিয়মে পরিণত হয় তখন ব্যাপক সাধারণ জনমানুষ উত্তরোত্তর অধিক হারে নিয়তি নির্ভর হতে বাধ্য হন। আর এ নিয়তি নির্ভরতা বাড়ছে কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে যেখানে ৬০ ভাগ কৃষকই এখন ভূমিহীন, যে কৃষি ভিত্তির উপরই এ দেশে বিকশিত হয়েছে ধর্ম। এ ভ্যাকুয়াম-টাই ব্যবহার করছে ধর্মভিত্তিক মৌলবাদী রাজনীতি। আর সেটা ব্যবহার করতে তাদেরকেও অর্থনীতির rent seeking পদ্ধতিসহ সমস্বার্থের রাজনীতি, সরকার ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে তাদের মতো করে সাজাতে হচ্ছে।

ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি স্পষ্ট জানে যে দলীয় রাজনীতিকে স্বয়ম্ভর করতে তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক শক্ত ভিত প্রয়োজন। আর এ প্রক্রিয়ায় ক্যাডারভিত্তিক রাজনীতির সহায়তায় ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ যে সব আর্থ-রাজনৈতিক মডেলের

---

[৫৪] এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন: আবুল বারকাত, ২০০৫, Criminalization of Politics in Bangladesh, SASNET Lecture, Lund University, Sweden, 15 March 2005; আবুল বারকাত, ২০০৫, Right to Development and Human Development: The Case of Bangladesh, Lecture organized by Sida and Föreningen for SUS, Sida Auditorium, Stockholm, Sweden, 18 March 2005; আবুল বারকাত, ২০০৫, "বালাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতি", ড. আব্দুল গফুর স্মারক বক্তৃতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ২০ এপ্রিল ২০০৫; আবুল বারকাত, ২০১৫, A Political Economy Treatise on Religious Fundamentalism and Extremism: A high Probability global catastrophy with reference to Bangladesh, IISS, London: 09 September, 2015.

তুলনামূলক কার্যকারিতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে সেগুলো সবই প্রক্রিয়াগত ও মর্মগতভাবেই rent-seeker এর বিভিন্ন পথ-পদ্ধতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। যার মধ্যে ১২টি বৃহৎ বর্গ হলো নিম্নরূপ: আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ঔষধ শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, ধর্ম প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ-পরিবহন ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান, রিয়েল এস্টেট, সংবাদ মাধ্যম ও তথ্য প্রযুক্তি, স্থানীয় সরকার, বেসরকারি সংস্থাসহ ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশন, বাংলাভাই জাতীয় প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রম এবং কৃষক-শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সমিতির কর্মকাণ্ডকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের কোন কোনটি মুনাফা অর্জনযোগ্য প্রতিষ্ঠান নয় (যেমন স্থানীয় সরকার ও পেশাজীবী সমিতি)- এক্ষেত্রে ক্রস-ভর্তুকি দেয়া হয় এবং সেই সাথে মুনাফা-অযোগ্য প্রতিষ্ঠানেও তারা উচ্চ মুনাফা করেন (যেমন বাংলাভাই জাতীয় প্রকল্প যেখানে ভূমি খাজনা, চাঁদাবাজি প্রতিষ্ঠা করা হয়; এমনকি কোনো কোনো অঞ্চলে মাদ্রাসাতেও অত্যুচ্চ মুনাফা অর্থাৎ বছর শেষে ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশি হয়)। মানুষের ধর্মীয় আবেগ অনুভূতি ব্যবহার করে আপাতদৃষ্টিতে মুনাফা অযোগ্য প্রতিষ্ঠানে মুনাফা সৃষ্টির তুলনামূলক সুবিধা (comparative advantage) তাদের আছে। এখানেই বলে রাখা জরুরি যে মৌলবাদীরা তাদের অর্থনৈতিক মডেল বাস্তবায়নে "রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে" রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ সচেতন এবং তা বাস্তবায়নে "ধর্মীয় মন-মস্তিষ্ক-স্নায়ুতন্ত্র" (religious brain and mind) ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি উভয়ই তারা তাদের মত করে ঢেলে সাজাতে সচেষ্ট[৫৫]। এ থেকে এও প্রতীয়মান হয় যে মৌলবাদীর মূলে আছে ভীতি ও আবেগ। আর এ আবেগের অন্যতম উৎস হলো ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা উদ্ভূত হতাশা-নিরাশা-অদৃষ্টবাদ। এসব আবেগানুভূতি কেবল সেকেলে এবং পিছুটান নয় বরং তারা 'সৃজনশীল' এবং 'আধুনিকতা'র ধারক বাহকও।

Rent seeking উদ্ভূত সামগ্রিক দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কাঠামোতে ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও জঙ্গিত্ব যেখানে ধর্মের mythos ও বাস্তবের logos-এর সম্মিলনে রাষ্ট্রক্ষমতাটিকেই দখলে উদ্যত সেখানে সংশ্লিষ্ট একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্ব বিনির্মাণ ও উত্তরণ সম্ভাবনা নির্দেশে কয়েকটি বিষয় উত্থাপন ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন বোধ করি। প্রয়োজনীয় গুরুত্ববহ ঐ বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

প্রথমত: আমাদের দেশে জনকল্যাণমুখী বিকাশ-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে ব্যর্থতা এবং অসাম্প্রদায়িক মানস কাঠামো সৃষ্টির ব্যর্থতা থেকেই উৎপত্তি ও পুষ্ট হয়েছে ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্ব।

দ্বিতীয়ত: ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও জঙ্গিত্ব উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনে উল্লিখিত অভ্যন্তরীণ উপাদান ও বহিঃস্থ উপাদানসমূহ (external factors, যেমন বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদ টিকিয়ে রাখার অনেক নীতি-কৌশল) অন্যতম প্রধান ভূমিকা রেখেছে।

তৃতীয়ত: ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্ব তাদের পরিকল্পিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ধর্মের নামে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে সৃষ্টি করেছে "মূল অর্থনীতির মধ্যে মৌলবাদের অর্থনীতি", "মূল সরকারের মধ্যে মৌলবাদের সরকার", "মূল রাষ্ট্রের মধ্যে মৌলবাদের রাষ্ট্র"। এসব অস্বীকার বা অবজ্ঞা করলে তা হবে ঐতিহাসিক বিপর্যয়কর ভ্রান্তি।

চতুর্থত: ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গি শক্তি এখন এক ধরনের আন্তসম্পর্কিত ও পরস্পর নির্ভরশীল ত্রিভুজের রূপ নিয়েছে। যে ত্রিভুজের উপরের বাহুতে আছে প্রকাশ্য রাজনৈতিক দল– জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, যাকে বলা চলে ধর্মভিত্তিক জঙ্গিবাদের "কর্পোরেট হেড কোয়ার্টার"। আর নিচের এক বাহুতে আছে ১২৩টি অপ্রকাশ্য বা গোপন জঙ্গি সংগঠন-সংস্থা-গ্রুপ, অন্য বাহুতে আছে মৌলবাদের অর্থনীতি (যেখানে এখন বছরে ২,৪৬৪ কোটি টাকার নিট মুনাফা হয়) এবং জামায়াত-জঙ্গি পরিচালিত ২৩১টি বেসরকারি সংস্থাসহ বিভিন্ন ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশন।[৫৬]

পঞ্চমত: আমাদের দেশে ধর্মভিত্তিক উগ্র ১২৩টি জঙ্গি সংগঠন-সংস্থা একদিনে আবির্ভূত হয়নি। এসব সংগঠনের উদ্ভব-বিকাশ-বিস্তৃতি সময়ের নিরিখে চারটি পর্বে বিভাজন কর যায়। প্রথম পর্বের শুরু

[৫৫] মৌলবাদ বিশ্বায়নের সৃষ্টি এক নবজাত অথচ বেপরোয়া সন্তানের মতো যার বিরূপ প্রতিফল এবং সময়মতো সীমাহীন খারাপ ব্যবহার বিশ্বায়ন ভোগ করছে। মৌলবাদী দল বিশ্বের সব জায়গায় অত্যাধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির সদব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। আয়াতুল্লাহ খোমেনি ইরানে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসার আগে তার উপদেশ নির্দেশনার বিষয়গুলো ভিডিও এবং ক্যাসেটের মাধ্যমে প্রচার করে। হিন্দু জঙ্গিরাও মানুষের মধ্যে হিন্দু ধর্মের স্বরূপের অনুভূতি সৃষ্টির জন্য ব্যাপকভাবে ই-মেইল এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করেছে (বিস্তারিত দেখুন: এন্থনি গিডেনস্, ২০০৩, Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives, পৃ: ৫০-৫১)। মিসরের আরব বসন্ত আন্দোলনে ইসলামিক ব্রাদারহুডের সদস্যরা ব্যাপকহারে এসএমএস, ফেইসবুক, ই-মেইল, টুইটারসহ তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে/করছে। বাংলাদেশে গণজাগরণ মঞ্চের প্রতিপক্ষ মৌলবাদী শক্তি ব্লগসহ তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারে যথেষ্ট পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছে।

[৫৬] বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, ২০১৫, A Political Economy Treatise on Religious Fundamentalism and Extremism: A high probability global catastrophy with reference to Bangladesh, London: 09 September, 2015.

বলা চলে ১৯৯২ সনের ৩০ এপ্রিল তারিখে হরকাতুল-জিহাদ-আল-ইসলামি বাংলাদেশ (বা হুজি-বি) এর প্রকাশ্য উদ্ভবের সাথে সাথে। এ পর্বকাল "ভ্রূণ অবস্থায় জঙ্গিত্ব" বলে অভিহিত করা চলে। দ্বিতীয় পর্বের সময়কাল ২০০০-২০০৬ যখন এ দেশীয় জঙ্গিরা আফগানিস্তানে যুদ্ধ করে সাথে এনেছিল অস্ত্র পরিচালন প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি, যোগাযোগ ও সংগঠন এবং অর্থের উৎসাদি। এ পর্বকে "সক্রিয় সশস্ত্র জঙ্গিবাদ" হিসেবে আখ্যায়িত করা চলে। তৃতীয় পর্বের সময়কাল ২০০৭-২০১৩-কে বলা চলে "সশস্ত্র জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডের নিরিখে অপেক্ষাকৃত শান্ত সময়", যে সময়ে আইন শৃংখলা বাহিনীর হাতে অনেক জঙ্গি ধরা পড়ে, অনেকের ফাঁসি হয় এবং যে সময়টি তারা তাদের কর্মকাণ্ড পুনর্গঠনে ও সংগঠন শক্তিশালী করার কাজে ব্যয় করে। আর সর্বশেষ চতুর্থ পর্ব এখন চলমান, ২০১৩ থেকে শুরু। এ পর্বে এদেশীয় জঙ্গি সংগঠনের কয়েকটি যেমন ইতোমধ্যে নিষিদ্ধ জেএমবি ও আনসারুল্লাহ বাংলাটিম একদিকে আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন আল-কায়েদাসহ সংশ্লিষ্ট বড় মাপের জঙ্গিদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে আর অন্যদিকে দেশের ভেতরের অন্যান্য সকল জঙ্গি সংগঠনকে একক প্লাটফর্মে আনতে সচেষ্ট। এ পর্বের নাম হতে পারে "সক্রিয় সশস্ত্র জঙ্গিবাদের চূড়ান্ত পর্ব"। আমাদের দেশে জঙ্গিবাদের এ পর্বের সাথে আন্তর্জাতিক ইসলামি জঙ্গিবাদ আল কায়েদার "মাস্টার প্লান" বাস্তবায়নের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক লক্ষণীয়।[৫৭]

ষষ্ঠত: "স্নায়ুতান্ত্রিক বা মনোজাগতিক ধর্মদর্শন (neurotheology)। এ বিষয়টি ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গীত্ব গবেষণায় কেউই তেমন আমল দেননি অথচ এ বিষয়ে সম্যক-পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান ছাড়া ধর্মীয় মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্বের কারণ বোঝা যথেষ্ট মাত্রায় অপূর্ণ থেকে যাবে এবং উত্তরণের পথনির্দেশ সম্ভব হবে না। "স্নায়ুতান্ত্রিক বা মনোজাগতিক ধর্মদর্শন" বিজ্ঞানে যেসব প্রশ্নের অনুসন্ধান জরুরি তা হলো: (১) পৃথিবীতে এখন ১০ হাজারের বেশি ধর্ম আছে। কী সে কারণ যা পৃথিবীতে এত মানুষকে ধর্ম পালনে উদ্বুদ্ধ করে? (২) ধর্মের বিবর্তনগত সুবিধাসমূহ কী কী? (৩) ধর্ম পালনকারী মানুষের মস্তিষ্ক কোষ (religious brain) কিভাবে কাজ করে? এখানে মনে রাখা জরুরি যে একজন মানুষ জন্মসূত্রেই যেমন কোনো না কোনো ধর্মাবলম্বী আবার মাতৃগর্ভ থেকে শুরু করে শিশুকালেই "মস্তিষ্কের ধর্মভিত্তিক প্রোগ্রামিং" এর কাজ শুরু হয়। সুতরাং মানুষের ব্রেইন নিয়ে স্নায়ুবিজ্ঞানের এসব অনুসন্ধানফল অগ্রাহ্য করলে আর যাই হোক একদিকে যেমন বোঝা সম্ভব হবে না যে মানুষ কেন ধর্মীয় জঙ্গিত্বের আশ্রয় নেন আর অন্যদিকে সমাজ প্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় সমাধানের পথও খুঁজে পাওয়া যাবে না।[৫৮]

উপরে বিশ্লেষণাত্মক যা বললাম তারই প্রেক্ষিতে উল্লেখ সমীচীন যে rent seeking উদ্ভূত ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা যেমন মানুষের মধ্যে ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িক আবেগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, তেমনি এ আবেগানুভূতি ব্যবহার করে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি যে মৌলবাদের অর্থনীতি সৃষ্টি করেছে তারও ভিত্তি ঐ rent seeking যা দারিদ্র্য- বৈষম্য-অসমতা বাড়াচ্ছে। বাংলাদেশে মূলধারার অর্থনীতির মধ্যে যে মৌলবাদের অর্থনীতি গড়ে উঠেছে তারও ভিত্তি যে rent seeking তার অনেক স্পষ্ট প্রমাণ আছে। প্রথমত: মৌলবাদের অর্থনীতির মূল খাত-ক্ষেত্রগুলিই এমন যেখানে তুলনামূলক সহজেই rent seeking কর্মকাণ্ড পরিচালন সম্ভব। এসব খাত-ক্ষেত্রের অন্যতম হলো আর্থিক খাতের ব্যাংকিং, বিমা, লিজিং কোম্পানি, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ঔষধ শিল্প ও ডায়াগনোস্টিক সেন্টারসহ স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ-পরিবহন, জমি-দালান-রিয়েল এস্টেট, অতি মুনাফাকারী প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সংবাদ মাধ্যম, তথ্য-প্রযুক্তি এবং বিভিন্ন ধরনের ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশন। দ্বিতীয়ত: ধর্মের নামে হিসেব-পত্তর পদ্ধতি শরিয়াহ ভিত্তিক করার ক্ষেত্রে নানান ফাঁকি-জুকি যা rent seeking-এর নামান্তর মাত্রই শুধু নয় তা rent seeking সর্বোচ্চকরণে সহায়ক। তৃতীয়ত: তথাকথিত শরিয়াহ্-র নামে তারা তাদের আর্থিক-সামাজিক কর্মকাণ্ডের পক্ষে রাজনীতি ও সরকারকে ব্যবহার করে এমনসব বিধি-বিধান-নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে rent seeking এর মধ্যেই পড়ে।

[৫৭] এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, ২০১৫, A Political Economy Treatise on Religious Fundamentalism and Extremism: A high probability global catastrophy with reference to Bangladesh, পৃ: ২৯-৩১। ইসলামি ধর্মভিত্তিক জঙ্গিত্বের এ পর্বকে আমি "জিহাদের" (যদিও যুক্তি দেখিয়েছি যে "জিহাদ" বলে পবিত্র কোরআন শরিফে কোনো উল্লেখ নেই) চতুর্থ পর্ব হিসেবে উল্লেখ করেছি। যেখানে গুরুত্বক্রমানুসারে পর্বসমূহ নিম্নরূপ: প্রথম পর্ব = 'দাওয়া' (অর্থাৎ বিভিন্ন পথ-পদ্ধতি অবলম্বনে মানুষকে দাওয়াত করে বক্তব্য পৌঁছে দেয়া); দ্বিতীয় পর্ব = 'ইদাদ' (অর্থাৎ সবধরনের প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড); তৃতীয় পর্ব = 'রিবাত' (অর্থাৎ খণ্ড-খণ্ড ছোটমাপের সংঘাত-সংঘর্ষ); এবং চতুর্থ পর্ব = 'কিলাল' (অর্থাৎ সশস্ত্র সম্মুখ যুদ্ধ)।

[৫৮] "Understanding Neurotheology Matters in Countering Religious Extremism: Religion and Brain" বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গবেষণায় এক নবতর সংযোজন। "ধর্মীয় ব্রেইন" বিষয়টি সকল ধর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং বিগত ৫০০ বছরে "religious brain" কিভাবে কাজ করেছে সে বিষয়ে সংক্ষেপে জানতে দেখুন, আবুল বারকাত, ২০১৫, পৃ: ৩৪-৩৭।

চতুর্থতঃ মূল অর্থনীতির মধ্যে মৌলবাদের অর্থনীতি সৃষ্টির ফলে ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িক এ গোষ্ঠী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে এমনভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম যখন দেশে হরতাল-অবরোধসহ অনুরূপ বিষয়াদি অর্থায়ন করে তারা বাজার অর্থনীতির কালোবাজারি-মজুদদারি উস্কে দিয়ে বাজার সন্ত্রাসী ও মূল্য-সন্ত্রাসী rent-seeker-দের সহায়তা করে। অনেক ক্ষেত্রে এমনটিও হওয়া সম্ভব যে মৌলবাদের অর্থনীতি নিজেই সরাসরি rent-seeker এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। পঞ্চমত: এ প্রক্রিয়ায় আমাদের দেশে ইসলাম ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ শুধুমাত্র মূলধারার অর্থনীতির মধ্যে মৌলবাদের অর্থনীতিই সৃষ্টি ও বিকশিত করেনি, তারা সৃষ্টি করেছে "সরকারের মধ্যে সরকার" এবং "রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র" (রাষ্ট্রের হেন যন্ত্রাংশ নেই যেখানে তাদের উপস্থিতি সরব-সবল নয়)।

যেহেতু মৌলবাদের অর্থনীতির উদ্ভবও rent seeking সিস্টেমেরই অনুষঙ্গ এবং একই সাথে তা সমগ্র rent seeking সিস্টেমকেই পাকাপোক্ত করতে চায় আর সে লক্ষ্যে ধর্মের নামে রাষ্ট্রকেও দখল করতে চায় সেহেতু মৌলবাদের অর্থনীতির কিছু হিসেব-পত্তর উল্লেখ সমীচীন। বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতির এখন (২০১৪ সালের দিকে) বার্ষিক নিট মুনাফা ২,৪৬৪ কোটি টাকা (৩০০ মিলিয়ন ডলার): এ নিট মুনাফার সর্বোচ্চ ২৭ শতাংশ আসে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে (ব্যাংক, বিমা, লিজিং কোম্পানি যেগুলো rent seeking এর অন্যতম আর্থিক প্রতিষ্ঠান); দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৮.৮ শতাংশ আসে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাসহ ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশন থেকে; বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে আসে ১০.৮ শতাংশ; ঔষধ শিল্প ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারসহ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান থেকে আসে ১০.৪ শতাংশ; শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আসে ৯.২ শতাংশ; রিয়েল এস্টেট ব্যবসা থেকে আসে ৮.৫ শতাংশ; সংবাদ মাধ্যম ও তথ্য প্রযুক্তি থেকে আসে ৭.৮ শতাংশ; আর পরিবহন-যোগাযোগ ব্যবসা থেকে আসে ৭.৫ শতাংশ (সারণি ৩ দ্রষ্টব্য)। নিট মুনাফার এ প্যাটার্ন বেশ অনুমান নির্ভর হলেও যথেষ্ট দিক নির্দেশনামূলক– অর্থাৎ খাত-প্রতিষ্ঠানওয়ারি মৌলবাদের অর্থনীতির বিকাশ ধারা নির্দেশে যথেষ্ট সহায়ক। সেই সাথে মৌলবাদের অর্থনীতির খাত-প্রতিষ্ঠানওয়ারি নিট মুনাফার যে ধারা দেখা যায় তা মূল স্রোতের অর্থনীতির সাথেও যথেষ্ট সাযুজ্যপূর্ণ যেখানে ইতোমধ্যেই rent seeking নিয়ামক ভূমিকায় অবতীর্ণ।

সারণি ৩: বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতির খাত-প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বার্ষিক নিট মুনাফা, ২০১৪ সাল

	অর্থনৈতিক খাত-প্রতিষ্ঠান	বার্ষিক নিট মুনাফা (কোটি টাকায়)	মোট নিট মুনাফার শতাংশ
০১.	আর্থিক প্রতিষ্ঠান: ব্যাংক, বিমা, লিজিং কোং	৬৬৫	২৭.০
০২.	বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান: খুচরা, পাইকারি, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর	২৬৬	১০.৮
০৩.	ঔষধ শিল্প, ডায়াগনস্টিক সেন্টারসহ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান	২৫৬	১০.৪
০৪.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়	২২৬	৯.২
০৫.	যোগাযোগ-পরিবহন: রিকসা, ভ্যান, তিন চাকার সিএনজি, কার, ট্রাক, বাস, লঞ্চ, স্টিমার, সমুদ্রগামী জাহাজ, উড়োজাহাজ	১৮৫	৭.৫
০৬.	জমি, দালান (রিয়েল এস্টেট)	২০৯	৮.৫
০৭.	সংবাদ মাধ্যম, তথ্য প্রযুক্তি	১৯৩	৭.৮
০৮.	বেসরকারি সংস্থা, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন, অন্যান্য	৪৬৪	১৮.৮
	মোট	২,৪৬৪	১০০

উৎস: আবুল বারকাত, ২০১৫, Imperialism and Religious Fundamentalism: A Treatise on Political Economy with Reference to Bangladesh, পৃ: ৩৫-৩৯।

আমাদের দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা যেহেতু প্রধানত rent seeking উদ্ভূত এবং যেহেতু অন্যান্য অনেক ফ্যাক্টরের মধ্যে ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের অর্থনীতি rent seeking-এর শক্তিশালী প্রভাবক সেহেতু সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক-অর্থনীতির তত্ত্ব বিনির্মাণে আরো কিছু বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এ রকম: সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী রাজনীতি কোনো দুর্বল প্রতিপক্ষ নয় কারণ তারা ইসলামের মূলমন্ত্র পরিত্যাগ করে "অর্থনৈতিক ক্ষমতাভিত্তিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া"-কে (economic power based political process) রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। ধর্মকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের এ কৌশল আসলে ধর্মের 'mythos'-এর সাথে বাস্তবের 'logos'-এর সম্মিলনের এক আধুনিক পদ্ধতি মাত্র। এ পদ্ধতিতে ধর্মকে "রাজনৈতিক মতাদর্শে" রূপান্তর করা হচ্ছে। ধর্মভিত্তিক এ রাজনৈতিক মতাদর্শ ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত। আর এসবের

নিহিতার্থ এ রকম: মূলধারার rent seeking এর মধ্যে ধর্ম-ব্যবহারভিত্তিক rent seeking শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রকে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম অথবা কম করে বললে বলা যায় যে এ সম্ভাবনার মাত্রা অত্যুচ্চ।

যেহেতু বিষয়টি rent seeking সংশ্লিষ্ট এবং একই সাথে ধর্মের নামে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রয়াস সেহেতু আরো একধাপ এগিয়ে সমাধান সংশ্লিষ্ট দু'একটি বিষয় উল্লেখ জরুরি। মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতির বিকাশমান ভিত্তিতে আমাদের দেশে ধর্মভিত্তিক মৌলবাদী জঙ্গিত্ব আস্তে আস্তে যে রূপ ধারণ করেছে তা থেকে আমি অন্তত নিশ্চিত যে "*এ মুহূর্তে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে*"– এমনটি ভাবলে বাস্তব সত্য অস্বীকার করা হবে; এমনটি ভাবলে অস্বীকার করা হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ অথচ এখনও পর্যন্ত স্বল্পগবেষিত "ধর্মীয় মন-মস্তিষ্ক-স্নায়ুতন্ত্রের" বিজ্ঞানকে (গুরুত্বের কারণে বিষয়টি পরে উল্লেখ করবো)। আর এসব অগ্রাহ্য করলে তা হতে পারে উচ্ছ্বাস উদ্ভূত ঐতিহাসিক বিভ্রান্তিরও কারণ। সুতরাং মহাবিপর্যয় রোধে আশু (স্বল্প মেয়াদি) ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের পথ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক জঙ্গিত্ব এখনই নির্মূল সম্ভব নয় কারণ যেসব জটিল ভিত্তির ওপর সে দাঁড়িয়ে আছে তা কয়েকদিনে ভেঙ্গে ফেলা যাবে না। আর ভিত্তিটি নিঃসন্দেহে দেশের ভিতরের (internal factors) দারিদ্র্য-দুর্দশা-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা ও ধর্মীয় মন-মস্তিষ্ক-স্নায়ুতন্ত্রসহ বহিঃস্থ উপাদান (external factors) সংশ্লিষ্ট। বাস্তবে যা সম্ভব তা হলো একই সাথে "*ক্ষতি হ্রাসের কৌশল*" (damage minimizing strategy) ও "ঝুঁকি হ্রাসের কৌশল" (risk reduction strategy)[৫৯] দ্রুত বাস্তবায়ন করা। স্বল্প মেয়াদি সমাধান হিসেবে 'ক্ষতি হ্রাস কৌশল" (যা সমস্যার স্থায়ী সমাধান নয়) হতে পারে একই সাথে কয়েকটি কাজ করা:

(১) ১৯৭১-এ যারা মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধ করেছেন– যারাই মৌলবাদী জঙ্গিদের গডফাদার– তাদের বিচার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে শাস্তি কার্যকর করা (সম্ভব হলে আগামী ৫ বছরের মধ্যে)[৬০]।

(২) জঙ্গিদের অর্থ ও অস্ত্রের উৎস সম্পর্কে সরকারের যা কিছু জানা আছে তা অতি দ্রুত গণমাধ্যমে প্রকাশ-প্রচার করা।

(৩) জঙ্গি অর্থায়নের উৎসমুখ বন্ধ করা।

(৪) মৌলবাদের অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের তৃতীয়-পক্ষীয় অডিটের মাধ্যমে জামাত-জঙ্গি সংশ্লিষ্টতা উদঘাটন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে জাতীয়করণ, বাজেয়াপ্তকরণ, আইনি হস্তান্তর, ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন, পর্ষদ পরিবর্তন ইত্যাদি।

(৫) জঙ্গিদের সংশ্লিষ্ট সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা।

(৬) বাজেয়াপ্তকৃত এ সম্পদ সরকারের তত্ত্বাবধানে এনে ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন, পঙ্গুত্ববরণ করেছেন, অসচ্ছল জীবন-যাপন করছেন এবং পরবর্তীকালে যারা মৌলবাদী জঙ্গিত্বের কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং পঙ্গুত্ববরণসহ আহত হয়েছেন– ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাদের দেয়া, সেইসাথে সামাজিক-সাংস্কৃতিক মানব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তা ব্যয় করা।

(৭) জঙ্গি কর্মকাণ্ডের সাথে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে জড়িত সবাইকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া।

(৮) সরকারের জঙ্গিদমন ও ধৃত জঙ্গিদের মধ্যে জঙ্গি-বিরোধী সচেতনতা-সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি (deradicalisation programme) ফলপ্রদতার সাথে পরিচালন করা।

(৯) জঙ্গিদের অস্ত্রের উৎসমুখ বন্ধ করা এবং একই সাথে অস্ত্র উদ্ধারে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(১০) রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যেই যারা জঙ্গিত্ব-প্রমোটার তাদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেয়া এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সরকার থেকে তাদের বহিষ্কার করা।

(১১) ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার আন্দোলন-সংগ্রাম জোরদার করা।

---

[৫৯] এ বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, আবুল বারকাত, ২০১৫, A Political Economy Treatise on Religious Fundamentalism and Extremism: A high probability global catastrophy with reference to Bangladesh, পৃ: ২৭-৩৭।

[৬০] মনে রাখা জরুরি যে ধনতান্ত্রিক কাঠামোতে rent-seeker-রা সম্পদ সৃষ্টি করে না, সম্পদ হ্রাস করে এবং ধ্বংস করে। আর একই কাঠামোতে যখন ধর্মভিত্তিক জঙ্গি rent-seeker আবির্ভূত হয় তখন সম্ভাব্য ক্ষতি-ধ্বংস মাত্রা এবং ঝুঁকি মাত্রা এখনকার তুলনায় অনেক গুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। এসবের অনেক উদাহরণ এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দৃশ্যমান।

(১২) ব্যাপক জনগণের মধ্যে জঙ্গিদের প্রকৃত চেহারা-লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উন্মোচনে সিরিয়াস প্রচারণামূলক কর্মকাণ্ড করা যাতে জনগণই জঙ্গি নির্মূল প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন।

আশু ও স্বল্পমেয়াদি উল্লিখিত কার্যক্রমে একদিকে যেমন রাষ্ট্র ও সরকারকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে অন্যদিকে গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ সুসংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আর দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হতে পারে একটি– তা হলো দেশে অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক বৈষম্য-অসমতা বিলোপসহ অসাম্প্রদায়িক মানস কাঠামো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা। স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি উভয় লক্ষ্য বাস্তবায়নে অসাম্প্রদায়িক সকল মানুষের সচেতন ঐক্যের কোনোই বিকল্প নেই। এখানে যৌক্তিক প্রশ্ন একটাই– তা হলো rent seeking কাঠামো যেখানে নিয়ামক আর তার সাথে প্রচলিত রাজনীতি ও সরকারের অশুভ সমস্বার্থ বিদ্যমান সেখানে রাজনৈতিক অঙ্গীকার বলতে কোন রাজনীতি বুঝবো? আমি এ রাজনীতি বলতে rent seeking কাঠামোমুক্ত জনকল্যাণের রাজনীতি বুঝি যা দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বিলোপে সহায়ক হবে। কাঙ্ক্ষিত এই রাজনৈতিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শেষ অধ্যায়ে আলোকপাত করেছি।

মৌলবাদী অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতি উভয়ই পশ্চাৎপদ। সুতরাং পশ্চাৎপদতা অপসারণ ও প্রগতি নিশ্চিতকরণে উল্লিখিত কর্মপ্রণালিদ্বয়ের ভিত্তিতে ব্যাপক জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার কোনো বিকল্প নেই। ধর্মান্ধ উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জনগণের সুদৃঢ় এ ঐক্যের ভিত্তিতে যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে নিশ্ছিদ্রভাবে সে শর্ত সৃষ্টি করতে হবে যখন এদেশে আর কেউ যেন জন্মসূত্রে দরিদ্র না হতে পারে; আর সে লক্ষ্যে মুক্তি সংগ্রামে অর্জিত ১৯৭২-এর সংবিধানের জনকল্যাণকামী মূল বিধানসমূহ সম্পূর্ণ সচেতনভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে, যার মধ্যে আছে মানুষের সমমর্যাদা, সব মানুষের সমসুযোগের অধিকার, কাজ পাবার অধিকার, বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা পাবার অধিকার এবং স্বাস্থ্যসেবা পাবার অধিকার। মানুষের স্বাভাবিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী rent seeking উদ্ভূত এসব সুযোগের অভাবই দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টির মাধ্যমে হতাশা-নিরাশার সেই পরিবেশ সৃষ্টি করে যার উপরই ভর করে ধর্মান্ধ উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্ব। দেশে ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভিত্তি যে মাত্রা নিয়েছে তাতে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে সংকট নিরসনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও কালক্ষেপণ মহাবিপর্যয়ের কারণ হতে পারে।

অধ্যায় ৯

"সুশাসন" না-কি সর্বরোগের নিরাময়? Rent seeking যখন সুশাসনে বাধা

"বিবেকের বিরুদ্ধে কখনো কিছু করবে না, এমনকি যদি রাষ্ট্রও তা করতে বলে।"

আলবার্ট আইনস্টাইন, ১৮৭৯-১৯৫৫

ইদানীং খুব জোরেশোরে বলা হচ্ছে সুশাসন (good administration-সহ good governance অর্থে) নিশ্চিত করতে পারলেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন-বিকাশ নিশ্চিত হয়ে যাবে; হ্রাস পাবে দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা। কিন্তু এমন হওয়া কি অস্বাভাবিক বা অবাস্তব যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি স্তরে-পর্যায়ে "সুশাসন" (অর্থ যাই হোক না কেনো) নিশ্চিত হবে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের ভাষায় বিষয়টি dependent আর independent variable (চলক) সংশ্লিষ্ট। অন্য কথায় কারণ-পরিণাম সংশ্লিষ্ট। যুক্তিসিদ্ধ বিষয়টি সম্ভবত এরকম যে সুশাসন যেমন উন্নয়নের পূর্বশর্ত তেমনি উন্নয়ন-বিকাশ সুশাসন-এর কার্যকর চাহিদা (effective demand) বৃদ্ধি করে। এক্ষেত্রে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার মূল কারণ 'rent seeking' সিস্টেম জিইয়ে রেখে 'সু' শাসন বা 'ভালো' শাসন[৬১] কিভাবে নিশ্চিত হবে? Rent-seeker-দের সাথে রাজনীতি ও সরকারের সমস্বার্থের ঐক্য জিইয়ে রেখে সুশাসন সম্ভব কি? সুশাসন বিষয়ে ভাবনার বিষয় হলো শাসক হিসেবে আপনি কি সংবিধানের মূল বিধান "জনগণই হইবেন প্রজাতন্ত্রের মালিক" মান্য করে শাসন করছেন; আপনি কি শাসন করছেন সংবিধানের সেই বিধান মান্য করে যেখানে লেখা আছে "আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান"; আপনি কি শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করছেন মানুষের সমমর্যাদাসহ সমসুযোগের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে না-কি rent-seeker-দের দূরভিসন্ধি বাস্তবায়নে? শাসক হিসেবে আপনার তো হবার কথা প্রজাতন্ত্রের সেবক অর্থাৎ জনগণের সেবক যারাই প্রজাতন্ত্রের মালিক। সেক্ষেত্রে গভীরভাবে দেখার বিষয়– শাসক হিসেবে আপনি আসলে কী করছেন? কার সেবা করছেন? কার স্বার্থের পক্ষে অথবা বিপক্ষে কাজ করছেন? 'দুর্নীতির' ক্ষেত্রেও অনুরূপ প্রশ্নাদি ও যুক্তির কথা আগেই উত্থাপন করেছি।

"সুশাসন" অর্থাৎ "good governance"– এ প্রপঞ্চ বা ধারণা (category বা concept অর্থে) নিয়ে আমার একটু অসুবিধা হয় এ জন্য যে তাহলে মেনে নিতে হয় যে governance এখন 'bad', না হলে 'good' এর প্রসঙ্গ কেনো? আমার ধারণায় 'bad' governance (কু-শাসন) বলে কিছু নেই, যা আছে তা হলো 'governance' as a process, এবং যা কোনো স্থির-অনড় (static) ধারণা নয়। ধারণাটি ক্রমবিকাশমান ও চলমান (dynamic)। এ কথা বলছি এ জন্য যে যারা 'governed' হচ্ছেন অর্থাৎ শাসিতরা যদি বলেন যে তারা 'badly governed' হচ্ছেন তাহলে তা অবশ্যই আপাত চিন্তা-দুশ্চিন্তার বিষয়। কিন্তু প্রকৃত দুশ্চিন্তা তখনই বাড়ে যখন যারা শাসন (govern) করছেন অর্থাৎ শাসকরা যদি rent-seeker-দের অধীনস্থ সত্তায় (বলা যায় দাস সত্তায়) রূপান্তরিত হয়। আবার সেইসাথে তৃতীয় পক্ষীয় বাইরের কেউ

---

[৬১] প্রশ্ন উত্থাপন যুক্তিসিদ্ধ যে "ন্যায় বিচার, ন্যায্য বিচার, সুবিচার"– এসবের নিরিখে 'সু' শাসন বা 'ভালো' শাসন বলে কোনোকিছু আছে কি-না? কারণ 'শাসন' বললেই 'শাসক' আর 'শাসিতে'র কথা আসে। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে 'শাসক' কি কখনও কোনো অবস্থাতে নিয়ামক শ্রেণির (dominant class) স্বার্থের বিপরীতে অবস্থান নিতে পারে? বাহ্যিক-আনুষ্ঠানিক অবস্থা অথবা ব্যতিক্রম বাদ দিলে তা কখনও পারে না। ঐ নিয়ামক শ্রেণি ইচ্ছে করলে তা পারে কি? ইচ্ছে করলেও তা পারে না। আসলে বিষয়টি তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার নয়। বিষয় সিস্টেম-অন্তর্গত, সিস্টেমের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। এ কারণেই ব্রিটিশ শিল্প বিপ্লবের সমসাময়িককালে ব্রিটেনে শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে তুলনামূলক উচ্চ মৃত্যুহার, জীবনের স্বল্প গড় আয়ু, কম বয়সে এবং প্রকৃতিবিরুদ্ধ অস্বাভাবিক মৃত্যু (unnatural death) দেখে এঙ্গেলস বলেছিলেন যে, "এসব সামাজিক হত্যাকাণ্ডের (social murder) জন্য আমি বুর্জোয়াদের দায়ী করি" (দেখুন, ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস, ১৮৪৪, The Condition of Working Class in England)। আমাদের rent-seekers নিয়ন্ত্রিত দুর্বৃত্তায়িত উঠতি পুঁজিবাদী দেশে শাসকগোষ্ঠী যেহেতু শাসন করবেন এবং একই সাথে সমাজে বৈষম্য-অসমতা বৃদ্ধি প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে বাধ্য সেহেতু 'সুশাসন', 'ভালো শাসন', 'ন্যায্য শাসন' এসব তাদের কাজ নয়। যে 'সুশাসন'-এর প্রকৃত অর্থ হবে অর্থনীতির দুর্বৃত্ত, রাজনীতির দুর্বৃত্ত, রেন্ট-সিকার, ধর্মীয় জঙ্গিবাদ দমন– এসব কাজ নিজেরা নিজেদের বিরুদ্ধে তারা কিভাবে পরিচালনা করবেন? সুতরাং আমাদের শ্রেণি সমাজে 'সুশাসন', 'ভালো শাসন', 'ন্যায্য শাসন'– এসবই মিথ্যা, অসার, অপযুক্তি (misnomer) মাত্র।

এসে তার দৃষ্টিতে সবকিছু 'bad' বললে আমার দুশ্চিন্তা আরো বাড়ে। আমার দুশ্চিন্তা বাড়ে যখন ওরা ইরাকের তেল সম্পদ দখলের লক্ষ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করে ওদেরই সৃষ্ট সাদ্দাম হোসেনের উদ্দেশ্যে বলে "Saddam is a bad dictator"– তাহলে "dictator-good" হতে পারে? সমস্যা semantics এর নয়, সমস্যা সম্ভবত আরো অনেক গভীরে। যারা দুনিয়ার জল-সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং আকাশ-মহাকাশ সম্পদের উপর নিরঙ্কুশ একক মালিকানা ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব-আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাদের 'good-bad governance' এর সনদ প্রদান যথেষ্ট উদ্দেশ্যমূলক, যে উদ্দেশ্যের সাথে আমার নিজের প্রকৃতিভাবনা-দর্শনভাবনা-সমাজভাবনা-প্রগতিভাবনা মেলে না, মেলে না তাদের মতের governance সংশ্লিষ্ট ভাবনার সাথে আমার মত। আমার মতে আসল ব্যাপারটা হলো একমেরুর বিশ্বায়নের যুগে 'global rent seeking' গোষ্ঠী সৃষ্টির মহোৎসব। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এদের সাথে আমার ধারণা মেলে না এ কারণেও যে তারা বললো অমুক রাষ্ট্র অকার্যকর (failed state) অথচ 'অকার্যকর' করলো তারাই, অথবা স্ব-স্বার্থের প্রতিকূলতার কারণে তারাই কোন দেশ, ভূখণ্ড অথবা রাষ্ট্রকে 'অকার্যকর রাষ্ট্রের' তকমা লাগিয়ে দিলো।

সুশাসন নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে এ নিয়ে যারা ভাবছেন তাদের অনুরোধ করবো বিষয়টি নিয়ে সমগ্রতাসহ নোয়াম চমস্কির নির্মোহ-জ্ঞানদীপ্ত বিশ্লেষণ অনুধাবন করতে যেখানে তিনি বৈশ্বিক শাসন-অপশাসনের সাথে rent-seeker-দের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য স্পষ্ট করেছেন (অবশ্য এসব অপ্রিয় সত্য বলার কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসক-প্রশাসকদের কাছে তিনি ভয়ঙ্কর অপ্রিয়)।[৬২]

Normative অর্থে আসলে জ্ঞানশাস্ত্র (discipline) নির্বিশেষে সম্ভবত সব শাস্ত্রই এবং সব শাস্ত্রের সকলেই শেষ পর্যন্ত ভাবতে চান গণকল্যাণ-গণসমৃদ্ধির পথ-পদ্ধতি-বৈশিষ্ট্য-চরিত্র নিয়ে। আর এ অর্থে governance অথবা 'ভাল শাসন' (সু-শাসন) বিষয়টি সবারই ভাবনার লসাগু বা 'common denominator' হতে পারে। আর জনগণের কল্যাণ-সমৃদ্ধি যদি কাম্য হয় সেক্ষেত্রে কী দেখলে বুঝবো অর্থনৈতিক সুশাসন পিছিয়ে আছে অথবা এগিয়ে আছে? প্রচলিত ধারার অধিকাংশ গবেষকই মানদণ্ড হিসেবে এক্ষেত্রে মাথাপিছু আয় এবং/অথবা অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির কথা বলেন। যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন এখানেও। কারণ মাথাপিছু আয় বাড়লেই যে সুশাসন বিদ্যমান আমি এমনটি মনে করি না। এক্ষেত্রে সুশাসন কার্যকর বলে আমি তখনই মনে করবো যখন দেখবো যে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে বণ্টন-বৈষম্য হ্রাস পাচ্ছে অর্থাৎ আমার কাছে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি যতোটা না সুশাসনের পরিমাপক তারচে' বেশি সঠিক পরিমাপক হলো বণ্টন-ব্যবস্থা বা বণ্টন ন্যায্যতা (distributive justice)। কারণ যে কোনো দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে উত্তরোত্তর দরিদ্র-বঞ্চিত রেখেও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি সম্ভব। কারণ মাথাপিছু আয় গড়ের ব্যাপার আর গড়ের মধ্যে ঢাকা পড়ে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত বাস্তব অবস্থা। দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠী যদি ক্রমাগতভাবে দরিদ্র-বঞ্চিত থাকে এবং ক্রমাগত বৈষম্য ও অসাম্যের শিকার হয় সেক্ষেত্রে সুশাসন অনুপস্থিত একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। এ বিষয়ে আরো নিশ্চিত হওয়া সম্ভব যখন উন্নয়নের খেরোখাতা (সারণি ২ দ্রষ্টব্য) বিশ্লেষণে দেখি জনগণের সংখ্যা-স্বল্প একটি অংশ সম্পদ সৃষ্টিতে কোনো ভূমিকা না রেখেই বিভিন্নভাবে অঢেল সম্পদের মালিক হচ্ছেন আর সম্পদ সৃষ্টিকারী নিরঙ্কুশ সংখ্যাগুরু মানুষ তুলনামূলক পিছিয়ে যাচ্ছেন। আর rent-seeker-দের ধ্বংসাত্মক ভূমিকার কারণে সবচে পিছিয়ে যাচ্ছে সমাজ। নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে সুশাসনের পরিমাপ যদি মানুষের জীবন-সমৃদ্ধি হয় তাহলে এসব পরিমাপ কাজ করছে না অথবা অকার্যকর। আর এসবের সম্ভাব্য প্রধান কারণ হলো সংখ্যা-স্বল্প স্বার্থগোষ্ঠীর অর্থাৎ rent-seeker-দের সাথে শাসক এজেন্টদের স্বার্থের অশুভ ঐক্য।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন-বিকাশে সুশাসন নিয়ে ভাবনার আরো সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়াগত কয়েকটি ক্ষেত্র আছে যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ হিসেবেও দেখা যেতে পারে। এসব খাত-ক্ষেত্রের অন্যতম দিক হলো:

> বণ্টন ন্যায্যতাসহ উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন (*এটা হচ্ছে কি হচ্ছে না– তা দিয়ে সুশাসন পরিমাপ করা জরুরি*); শিল্পায়ন: অনু, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পসহ আত্ম-কর্মসংস্থান; কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার (*ব্যাপক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিরিখে সুশাসন পরিমাপের অন্যতম মানদণ্ড*); মজুরি ন্যায্যতা নিশ্চিতসহ অধিকহারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি (*সুশাসনের ভাল পরিমাপক*); অধিকতর ফলপ্রদ, বৈচিত্র্যপূর্ণ, উৎপাদনশীল কৃষি; জনসংখ্যার জনশক্তিতে রূপান্তর-সংশ্লিষ্ট শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিজ্ঞান (*মানব উন্নয়নে সুশাসন পরিমাপক*); নারীর অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি (*সুশাসন পরিমাপনের অধিকার-ভিত্তিক ও লিঙ্গ-ভিত্তিক পরিমাপক*); জনকল্যাণকামী সরকারি

---

[৬২] বিস্তারিত দেখুন: নোয়াম চমস্কি, ২০০৩, Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance, পৃ: ৩৭-৪২; নোয়াম চমস্কি, ২০০৫, Imperial Ambitions, পৃ: ১-১৭, ৬৮-৮১; নোয়াম চমস্কি, ২০০৬, Failed States: The Abuse of Power and The Assault on Democracy, পৃ: ৩-৩৮, ১২৯-১৪৩, ১৬৩-১৬৫; নোয়াম চমস্কি, ২০০৭, Pirates and Emperors, Old and New: International Terrorism in the Real World, পৃ: ১৯-২১, ৩১-৩৭, ১৬০-১৬৫।

স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান (*জনগণের সুস্থ আয়ু-বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট সুশাসন পরিমাপক*); সুসংগঠিত সামাজিক ইন্সুরেন্স সিস্টেম– সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, জনস্বাস্থ্য বিমা, শস্য বিমা ইত্যাদি (*জনকল্যাণ ও বৈষম্য হ্রাস সংশ্লিষ্ট সুশাসন পরিমাপক*); উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ[৬৩] (*জন-সমৃদ্ধির নিরিখে সুশাসন পরিমাপনের অন্যতম নির্দেশক*); রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও বিচারিক সংস্কৃতির গণমুখীতা (*সুশাসন পরিমাপনের সম্ভবত সবচে' কার্যকর পদ্ধতি*); এবং তথ্য-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সর্বোত্তম সম্প্রসারিত ব্যবহার (*সুশাসন পরিমাপনের গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি*)।

যা বললাম এগুলো নেহায়েত "ভাল কাজের" বা "উপযোগী কাজের" তালিকা মাত্র নয়। এ সবই সেসব ক্ষেত্র যেগুলোকে বলা যেতে পারে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বৃহৎবর্গের সামাজিক-অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের খাত-ক্ষেত্র। আর আমাদের দেশের বাস্তবতা হলো এসব খাত-ক্ষেত্রে সুশাসন প্রক্রিয়া পিছিয়ে আছে। শাসন প্রক্রিয়া যখন rent-seeker-দের স্বার্থ বাস্তবায়নে ব্যস্ত তখন তা-ই হবার কথা। কিন্তু এগুনো দরকার। আর এগুচ্ছে কি-না তা বুঝা সম্ভব এসবের বাস্তব প্রক্রিয়া দিয়েই। তবে সুশাসন প্রতিষ্ঠার এসব চ্যালেঞ্জ আমার মতে মধ্যবর্তী পর্যায়ের বিষয়। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার আগে যা প্রয়োজন তা হলো "দেশের মাটি উত্থিত উন্নয়ন দর্শন" (home grown development philosophy) বিনির্মাণ। ধার করা কোনো দর্শন নয়; আবার ধ্রুপদী বা চিরায়ত দর্শন বিবর্জিত বিষয়ও নয়।

বিষয়টি রাজনৈতিক। বিষয়টি নেতৃত্বের– সুদূর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন দেশপ্রেমিক নেতৃত্বের যারা জনগণের অপার শক্তিতে আস্থা-বিশ্বাস রাখবেন; যারা শ্রেণিবিভক্ত সমাজে জনসমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকবেন; যারা যুক্তি ও বাস্তবতার বাইরে চিন্তা করবেন না; যারা সাংবিধানিক ও ন্যায় অধিকার নিশ্চিত করতে ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকবেন।

সকল সামাজিক বিষয়ের মতই সুশাসন বিষয়টি প্রকৃত অর্থেই এক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। ঐতিহাসিক এ প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয়কে 3C Paradigm দিয়ে নির্দেশ করা যেতে পারে, যা হলো: (১) Concern, (২) Commitment, এবং (৩) Competence। এক্ষেত্রে সম্ভবত উল্লেখ করা সঙ্গতিপূর্ণ হবে যে ১৯৫০-এর দশকের দরিদ্র দ্বীপরাষ্ট্র সিঙ্গাপুর কিভাবে আজকের আধুনিক সিঙ্গাপুরে রূপান্তরিত হলো? এ প্রসঙ্গে আধুনিক সিঙ্গাপুরের বিনির্মাতা লি কুয়ান ইউ প্রণিধানযোগ্য যা বলেছেন তা হলো– *"আমাদের সাফল্যের পিছনে যদি একক কোনো ফর্মুলা কাজ করে থাকে তবে সেটি হলো: আমরা সবসময় গভীরে গিয়ে স্টাডি করার ও উপলব্ধির চেষ্টা করেছি অভিপ্রেত বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন কিভাবে করতে হয়, কিংবা আরো ভালো করে বাস্তবায়ন করা যায়। আমি কখনও কোনো তত্ত্বের দাস হইনি। আমাকে পথ দেখিয়েছে যুক্তি (reasoning) ও বাস্তবতা (reality)। ...একটা অন্যায্য (unfair) ও অন্যায় (un‡jvust) সমাজকে পরিবর্তনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল আমাদের মনের গভীরে প্রোথিত।... আমি বিশেষজ্ঞ ও আধা-বিশেষজ্ঞদের বিশেষত সামাজিক বিজ্ঞান ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের একাডেমিকদের সমালোচনা ও উপদেশ এড়িয়ে চলতে শিখেছিলাম। সমাজকে কিভাবে এগুতে হবে বিশেষত দারিদ্র্য কিভাবে কমবে আর সমৃদ্ধি বাড়বে– এ নিয়ে তাদের সবারই মাথায় থাকে এক সুনির্দিষ্ট আগাম-তত্ত্ব। আমি সব সময় চেষ্টা করেছি– সঠিক কাজটি করতে, রাজনৈতিকভাবে সঠিক কাজটি নয় (tried to be correct, not politically correct)"*[৬৪]। সিঙ্গাপুরের সাফল্যের এসব ফর্মুলার কথা বলে লি কুয়ান ইউ নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করছেন– সভ্যতার ইতিহাস দেখায় যে অতীতে দ্বীপরাষ্ট্র টেকেনি ধ্বংস হয়ে গেছে; টিকবে কি সিঙ্গাপুর? তার নিজের উত্তর– সম্ভবত টিকবে। আর তার কারণ হিসেবে তিনি বলছেন, *"পৃথিবীর নতুন বিভাজনটা হবে তাদের মধ্যে– যাদের জ্ঞান (knowledge অর্থে) আছে আর যাদের জ্ঞান নেই তা দিয়ে। আমাদেরকে অবশ্যই শিক্ষণ-অভিজ্ঞান প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে এবং জ্ঞান-ভিত্তিক পৃথিবীর অবিচ্ছেদ্য অংশে রূপান্তরিত হতে হবে। ...এক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থ না হবার সম্ভাবনাটাই বেশি যদি আমরা ঐসব মৌলনীতি মেনে চলি যা আমাদের প্রগতিতে সহায়ক হয়েছে: প্রগতির ফলাফল ভাগাভাগির মাধ্যমে সামাজিক মেলবন্ধন- ঐক্য- সংহতি নিশ্চিত করা, সবার জন্য সমসুযোগ নিশ্চিত করা, এবং মেধা-স্বীকৃতির লালনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ যোগ্য পুরুষ ও নারীকে যোগ্য স্থানে স্থাপন করা বিশেষত সরকারের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে"*।[৬৫] সিঙ্গাপুরের অভিজ্ঞতা শতভাগ

[৬৩] "উন্নয়ন' কর্মকাণ্ডে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের লক্ষ্য যদি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ (people's welfare) এবং জনসমৃদ্ধি (people's well-being) হয়ে থাকে তাহলে সে নিরিখে rent-seeker অধ্যুষিত আমাদের দেশ প্রকৃত অর্থেই পশ্চাৎমুখী। এখানে সবকিছুই অতি কেন্দ্রীভূত এবং কার্যকর বিকেন্দ্রায়ন বলে তেমন কিছুরই অস্তিত্ব নেই যেখানে রাষ্ট্র এমন সুযোগ সৃষ্টি করবে যখন মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক হতে পারে– যদিও এসব কথা-বার্তা আমাদের সংবিধানে বিধৃত আছে। সংশ্লিষ্ট গবেষণা এসবই স্পষ্ট নির্দেশ করে (বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত ও অন্যান্য, ২০১৫, Local Governance and Decentralization in Bangladesh: Politics and Economics, পৃ: ৫৭-৬০, ৬৮-৬৯, ১৫৭-১৭৪, ২০৫-২২২, ২৭৯-২৮৪, ৩৩২-৩৩৮, ৩৩৯-৩৫১)।

[৬৪] ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ প্রবন্ধকারের। দেখুন: লি কুয়ান ইউ, ২০০০, From Third World to First, The Singapore Story: 1965-2000, পৃ: ৭৫৮-৭৫৯।

[৬৫] লি কুয়ান ইউ, ২০০০, From Third World to First, The Singapore Story: 1965-2000, পৃ: ৭৬৩।

অনুসরণ করতে হবে– আমি এ কথা বলছি না; শতভাগ অনুকরণের কথা বিশ্বাসও করি না। তবে সিঙ্গাপুরের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা থেকে লক্ষ্যণীয় ও শিক্ষণীয় বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য। শিক্ষণীয় বিষয়টি হলো এ রকম: ধার করা তত্ত্ব দিয়ে উন্নয়ন হবে না– উন্নয়ন তত্ত্ব হতে হবে দেশজ, হতে হবে তা নিজ দেশের ঐতিহাসিক-সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ; উন্নয়নে অন্যায় ও অন্যায্য সমাজের ধনাত্মক রূপান্তর হতে হবে; উন্নয়নে দারিদ্র্য দূর ও বৈষম্য হ্রাসের বিষয়টি হতে হবে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত; উন্নয়নে সামাজিক ও জাতিগত মেলবন্ধন-ঐক্য-সংহতি নিশ্চিত করতে হবে; উন্নয়ন-উদ্দিষ্ট প্রকৃত জনসমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ করতে হবে; আর এসব পরিচালনে চালকের আসনে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘমেয়াদে থাকতে হবে সুদূর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানসমৃদ্ধ, সৎ ও দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব (যা সমাজে সুশাসন নিশ্চিতের অন্যতম প্রধান শর্ত)।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ বিষয়টি প্রকৃত অর্থেই আপাত দৃষ্টিতে আমরা যা মনে করি তার চেয়ে অনেক জটিল (complex অর্থে) এবং শেষ বিচারে তা ক্ষুদ্রার্থের অর্থনীতির বিষয় নয় রাজনৈতিক-অর্থনীতির বিষয়। বিষয়টি স্পষ্টকরণে দুটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

> প্রথম উদাহরণ: আমরা প্রায়শই সঠিকভাবেই বলে থাকি যে উন্নয়ন হলো সমাজ-অর্থনীতি বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায় বঞ্চিত-বহিঃস্থদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার অথবা অন্তর্ভুক্তির বিষয় (অর্থাৎ inclusion of the excluded)। ধরুন উন্নয়নের এ রূপ বাস্তবায়নে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে গ্রামের দরিদ্র ভূমিহীন-প্রান্তিক কৃষকদের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের মধ্যে খাস-জমি বিতরণ করা হবে (এ কর্মসূচি কিন্তু সরকারের উন্নয়ন নীতি কৌশলে কাগজে কলমে আছে)। ভূমিহীন-প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে ঐ খাস জমি বিতরণও করা হলো (দুর্বৃত্তায়িত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোতে ঘুষ-দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতিসহ)। কিন্তু বছরখানেকের মধ্যে দেখা গেলো যে খাস জমির মালিক ঐ ভূমিহীন-প্রান্তিক কৃষকদের ৬০ শতাংশই অতীতের তুলনায় আরো নিঃস্ব হয়ে গেলো। কারণ তিনি হয় জমির দখল পেলেন না অথবা ফসল কাটার সময় স্থানীয় মাতব্বর গোষ্ঠীর বাধার সম্মুখীন হলেন এবং শেষ পর্যন্ত থানা-পুলিশ-কোর্ট-কাচারি করে ঐ জমির বাইরে তার নিজ মালিকানায় যে দু'টি গরু ছিলো অথবা অন্যান্য যা কিছু সম্পদ ছিলো তাও বিক্রি করতে বাধ্য হলেন। এটাকে বলা হয় 'বিরূপ অন্তর্ভুক্তি' বা adverse inclusion, আর এ বিরূপ অন্তর্ভুক্তির জন্য যারা দায়ী তাদের ১০০ ভাগই rent-seeker-দের বিভিন্ন গোষ্ঠী[৬৬]। এ বিরূপ অন্তর্ভুক্তি ঘটতো না যদি অবস্থাটা এমন হতো যে ঐ কৃষকের জমি ধরে রাখার জন্য অনুকূল প্রশাসনিক-আইনি-বিচারিক-রাজনৈতিক কাঠামো বিদ্যমান থাকতো, যদি ঐ কৃষকটি অন্তত ৫ বছর ধরে ভর্তুকি মূল্যে কৃষিজ উপকরণ (সার, সেচ, বীজ, কিটনাশক ইত্যাদি) পেতেন, যদি তিনি তার উৎপাদিত কৃষিজ পণ্যের বাজারজাতকরণ সুবিধাসহ ন্যায্য পণ্যমূল্য পেতেন, আর সেই সাথে যদি স্বল্প সুদে পেতেন কৃষি ঋণ ইত্যাদি। কিন্ত এসবের অনুপস্থিতিতে দরিদ্র-ভূমিহীন-প্রান্তিক ঐ কৃষককে জমি দেবার পরেও তিনি নিঃস্ব-সর্বস্বান্ত হতে বাধ্য। সুশাসনের এ চ্যালেঞ্জ সাধারণ অর্থনৈতিক বিষয় নয়, বিষয়টি রাজনৈতিক-অর্থনীতির। আরো জটিল প্রশ্ন হলো কাঠামোগত বিষয়, তা হলো– মুক্তবাজার অর্থনীতি যা কখনও দরিদ্র-বান্ধব নয় এবং দুর্বৃত্তায়িত rent-seeker-দের অধীনস্থ সরকার ও রাজনীতি– এ ধরনের কাঠামোতে কি আমরা ভাবতে পারি যে ঐ বিরূপ অন্তর্ভুক্তি ঘটবে না? এখানেই আমার মতে দেশের মাটি উত্থিত বা স্বদেশজাত উন্নয়ন দর্শন (home grown development philosophy) বিনির্মাণ ভাবনার অন্যতম যৌক্তিক প্রয়োজনীয়তা। দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য নির্মূলে সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এছাড়া ভিন্ন কোনো বিকল্প পথ নেই, থাকতে পারে না।
>
> দ্বিতীয় উদাহরণ: এ উদাহরণটি তুলণামূলক সহজবোধ্য এবং অধিকাংশ মানুষের নিত্যদিনের জীবন-জীবিকা সংশ্লিষ্ট। ধরুন একজন দরিদ্র মেহনতি মানুষ অথবা নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের আয় বাড়লো ১০ শতাংশ আর জীবন ধারণের উপকরণের মূল্য বাড়লো ১৫ শতাংশ। নিঃসন্দেহে ঐ মানুষটির জীবন-জীবিকায় টানাপোড়েন বেড়ে যাবে। ধরে নিচ্ছি রাষ্ট্র চাইবে ঐ মানুষের জীবন মান বৃদ্ধি পাক। এক্ষেত্রে করণীয় কী হতে পারে? হয় আয় ঠিক রেখে দ্রব্যমূল্য (জীবনধারনের অন্যান্য সকল উপকরণের মূল্যসহ) কমাতে হবে অথবা আয় বৃদ্ধি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হারের চেয়ে তুলনামূলক বাড়াতে হবে অথবা কর্পোরেট ট্যাক্স বাড়ানোসহ অন্য কোনো ভারসাম্যকরণ নীতি-কৌশল অবলম্বন করতে হবে যার ফলে মানুষের জীবন-মান প্রকৃত অর্থেই উন্নততর হয়। Rent-seekers অধ্যুষিত মুক্তবাজার অর্থনীতি কি এসব করার

[৬৬] এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন: আবুল বারকাত ও অন্যান্য, ২০০১, Political Economy of Khas Land in Bangladesh, পৃ: ১৩১-১৫১।

> সক্ষমতা রাখে অথবা মুক্তবাজার অর্থনৈতিক দর্শন কি এসবের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ? আদৌ নয়। অতএব মানুষের আয় ও জীবন ধারণ উপকরণের মূল্য সংশ্লিষ্ট এ বিষয়টি আপাত দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক বলে মনে হলেও আসলে তা গভীরভাবে রাজনৈতিক অর্থনীতির বিষয়। এক্ষেত্রেও সুশাসন প্রতিষ্ঠার অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কাজটি আসলেই দেশের মাটি উত্থিত-স্বদেশজাত উন্নয়ন দর্শন বিনির্মাণ সংশ্লিষ্ট বিষয়। যে দর্শনের আওতায় rent-seeker-দের সাথে রাজনীতি ও সরকারের অশুভ সমস্বার্থ ভাঙ্গতেই হবে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার আর একটি দিক হলো individual human factor এবং ঐ human being এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন। প্রসঙ্গটি যে মানুষ তা বাস্তবায়ন করবেন তার মনোজাগতিক দারিদ্র্য অথবা মননের দারিদ্র্য (mindset poverty) দূরীকরণ সংশ্লিষ্ট। নীতিনির্ধারণী পর্যায় হোক, নির্বাহী বিভাগ হোক, হোক বিচার বিভাগ, অথবা হোক তা বাস্তবায়ন পর্যায়ের ব্যক্তি– মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে আমরা কি পারবো ব্যক্তি পর্যায়ে শুধুমাত্র নৈতিক প্রণোদনা (moral incentive) দিয়ে সংশ্লিষ্ট কাঙ্ক্ষিত কাজটি সুসম্পন্ন করতে? উপরন্ত যখন আমাদের আর্থ-রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোতে নৈতিক প্রণোদনাও তো নষ্ট-ভ্রষ্ট রাজনৈতিক বিষয়। তারপরেও বলা যায় যে এহেন নৈতিক প্রণোদনাও হয়তোবা গুরুত্বপূর্ণ তবে বস্তুগত-আর্থিক প্রণোদনা (material incentive) অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। সুশাসন প্রতিষ্ঠার অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে ইতোমধ্যে যা উল্লেখ করেছি তার সাথে ব্যক্তি পর্যায়ে বস্তুগত-আর্থিক প্রণোদনার বিষয়টি গুরুত্বসহ বিবেচনা করতে হবে। কারণ শিক্ষককে অভুক্ত অথবা আধাভুক্ত রেখে মানসম্পন্ন শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হতে পারে না; আইন-শৃংখলা রক্ষায় নিয়োজিত কর্মীদের স্বল্প বেতন-ভাতা দিয়ে মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়; বিচারককে তাঁর পরিবার পরিচালন নিয়ে দুশ্চিন্তার মধ্যে রেখে সু-বিচার আশা করলে শেষ পর্যন্ত হতাশ-নিরাশই হতে হবে; প্রকৃত ব্যবসায়ীকে নিরন্তর ঘুষ-বাণিজ্যের উপর নির্ভর করানো হলে সে ব্যবসার নামে অন্য অনেক কিছু করবে যা আদৌ কাম্য অবস্থা হতে পারে না (এমনকি মুক্তবাজার অর্থনীতিতেও); কৃষককে কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য না দিলে অথবা কৃষি-মজুরকে স্বল্প মজুরি দিয়ে অভুক্ত রাখলে সে শুধু যে ফলপ্রদ শ্রম দিতে অপারগ হবে তাই নয় ধীরে ধীরে তার উৎপাদনী সক্ষমতা কমতে থাকবে; শ্রমিককে ন্যায্য মজুরি না দিলে সে ক্ষেপে গিয়ে যা করবে তা অন্যায় বলে বিবেচনা করলে ভুল করা হবে। অর্থাৎ প্রয়োজন এক ধরনের বস্তুগত ও নৈতিক প্রণোদনার ভারসাম্য যা সুশাসন নিশ্চিত করবে এবং যা সুশাসন উদ্ভূতও বটে। এসবই বাস্তবায়ন সম্ভব– এসব অসম্ভব কোনো প্রস্তাবনা নয়। আর এসব বাস্তবায়িত হলে সুশাসনের মাধ্যমে অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র কাম্য-কাঙ্ক্ষিত রূপে বিকশিত হবে। এ বাস্তবায়ন আপনা-আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়ে যাবে– তা মনে করলে ভুল হবে। বিষয়টি নেহায়েত অর্থনীতির বিষয় নয়, বিষয়টি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক। আর রাজনৈতিক-অর্থনীতির নিরিখে বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সম্ভবত প্রধান চ্যালেঞ্জ হবে দেশের মাটি থেকে উত্থিত-স্বদেশজাত উন্নয়ন দর্শন (home grown development philosophy) বিনির্মাণ যার অন্তর্নিহিত মূল বৈশিষ্ট্য হবে মানবসত্তার প্রতি সম-সম্মান ভিত্তিক বৈষম্য হ্রাসকারী প্রগতি দর্শন এবং সে দর্শনের পরিকল্পিত বাস্তবায়ন। এ ক্ষেত্রে সুশাসন-উদ্দিষ্ট শাসনব্যবস্থাকে rent-seeker-দের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। বিষয়টি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের– গণকল্যাণকামী রাজনীতির; জনকল্যাণকামী সংবিধান ও ন্যায় বিধান সমুন্নত রাখার রাজনীতির।

অধ্যায় ১০

দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বিমোচনে বিশ্বায়নের সম্ভাব্য ভূমিকা কী হতে পারে? বৈশ্বিক Rent-seekers ও বৈশ্বিক অর্থনীতির সংকট: আমাদের উন্নয়নে নতুন ভাবনার সুযোগ আছে কি?

> "অধিকার– আদায় করে নেবার বিষয় অনুরোধের নয়; অধিকার– দখল করার বিষয় করুণার নয়।"
>
> হোসে মার্তি, ১৮৫৩-১৮৯৫

বিশ্বায়ন, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট আর বৈশ্বিক rent seeking এসবের সাথে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা হ্রাস-বৃদ্ধির কোনো কার্যকারণ সম্পর্কে আছে কি-না? প্রশ্নটি যৌক্তিক ও সময়োচিত। প্রথমেই বলা উচিত হবে গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়ন এর উপযোগিতা নিয়ে বিপরীতমুখী স্পষ্ট দু'টো ধারা সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম পক্ষ "globaphiles"-দের অবস্থান বিশ্বায়নের পক্ষে, আর দ্বিতীয় পক্ষ "globaphobes" (globalization এর কথা শুনলে যাদের গায়ে জ্বর ওঠে)–দের অবস্থান বিপক্ষে। মাঝামাঝি আর এক গ্রুপ আছে যারা বলার চেষ্টা করেন যে বিশ্বায়ন যেহেতু বাস্তবতা সেহেতু বিশ্বায়ন কিভাবে সবার জন্য বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য উপকারি হতে পারে তা ভাবা দরকার। অনেকের মধ্যে এ গ্রুপে দৃঢ় অবস্থান নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজের। তিনি যা বলছেন তা এ রকম: বিশ্বায়ন যেভাবে কাজ করছে তা দারিদ্র্য হ্রাস করছে না; ট্রাডিশনাল মূল্যবোধের সাথে বর্তমান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া বিরোধাত্মক; বিশ্বায়ন গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে ঋণাত্মক ভূমিকা রাখছে; বিশ্বায়ন গণতন্ত্রকে উল্টে দিয়ে জাতীয় এলিটদের পুরাতন স্বৈরাচারকে আন্তর্জাতিক অর্থগোষ্ঠীর নতুন স্বৈরাচার দিয়ে প্রতিস্থাপিত করছে; বিশ্বায়নের ফলে কোটি কোটি মানুষ কর্মসংস্থান হারিয়েছে-হারাচ্ছে এবং তাদের জীবনে অনিশ্চয়তা বেড়েছে-বাড়ছে; বিশ্বায়ন যেভাবে চলছে আর বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization, WTO) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যেসব নিয়মকানুন বানাচ্ছে তাতে করে সংস্থাটিই এখন বৈশ্বিক অসমতা সৃষ্টি ও ভণ্ডামির প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে; বিশ্বায়নের বিধি-বিধান যেভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে তাতে উন্নত বিশ্বের শিল্প পণ্য উন্নয়নশীল দেশে অবাধে ঢুকবে অথচ উন্নয়নশীল বিশ্বে উৎপাদিত পণ্য (বস্ত্র-সুতা-কৃষি পণ্য) উন্নত বিশ্বে অবাধে ঢুকতে পারবে না; বিশ্বায়নের আওতায় মেধাস্বত্ব আইন (intellectual property right) আসলে এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক জালিয়াতি (intellectual fraud)। এসব কারণেই স্টিগলিজ বলছেন, বিশ্বায়ন বাস্তবায়নে যে ধরনের ব্যবস্থাপনা চলছে (managing globalization অর্থে) তাতে বড় ধরনের পরিবর্তন না হলে উন্নয়ন তো হবেই না বরঞ্চ দারিদ্র্য ও অস্থিতিশীলতা বাড়তে থাকবে; প্রয়োজন সেই সব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার যারা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় শাসকের ভূমিকা পালন করছে এবং সে সংস্কারে বিশ্বায়নের মানবকল্যাণকামী সুনীতি প্রতিষ্ঠিত হতে হবে (বলা হচ্ছে "institute a more humane process of globalization" এর কথা)।[৬৭] আর নোয়াম চমস্কি সোজাসুজি বলছেন, "বিশ্বায়ন ধনী দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান বাড়াবে এবং বিশ্বে অর্থনৈতিক বিভাজন সম্প্রসারিত করবে।"[৬৮]

দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা হ্রাসে আঞ্চলিক সহযোগিতাসহ বিশ্বায়ন নিয়ে এখন অনেক কথা হচ্ছে। "দরিদ্রদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে ইচ্ছুক"(!)– এমন অনেক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের অনেকেই এখন এসব নিয়ে মূলত দাতাদের পয়সায় বিশ্ববাণিজ্য সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সভা-সম্মেলনে বেশ বিদেশ যাচ্ছেন। দেশের দরিদ্র মানুষদের স্বার্থ উদ্ধারে দেশের ভিতরে কাজের চেয়ে বিদেশমুখিতা ইদানীং বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। এসব করে কী লাভ/কার লাভ– বিষয়টি বেশ দুর্বোধ্য; তবে আগেই বলেছি "বাজার– দরিদ্র-বান্ধব নয়" আর তাও যদি rent-seeker পরজীবীদের আদেশ-নির্দেশে চলতে বাধ্য হয়! অবাধ বাজারভিত্তিক বিশ্বায়নের যুগে (যেখানে অসম প্রতিযোগিতা মুখ্য বিষয়, non-level playing field) প্রায়শই শুনি যে

---

[৬৭] বিস্তারিত দেখুন: জোসেফ স্টিগলিজ, ২০০২, Globalization and Its Discontents, পৃ: ২৪৪-২৫২।

[৬৮] নোয়াম চমস্কি, ২০০৩, Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance, পৃ: ২৩০।

আমাদের দেশের শ্রমজীবী মানুষকে 'অবাধে' অন্যদেশে শ্রমশক্তি বিক্রির সুযোগ দিলে এ দেশের দারিদ্র্য দূর হয়ে যাবে। আপাতদৃষ্টিতে যুক্তির কথা বলেই মনে হয়। কিন্তু যখন দেখি প্রত্যন্ত গ্রামের নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত পরিবারের তরতাজা একজন যুবক জমি-জমা-সম্পদ-সম্পত্তি বিক্রি করে ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ২ বছরের চুক্তিতে মধ্যপ্রাচ্যে গিয়ে রাত-দিন পরিশ্রম করে ২ বছরে মোট ১০ লক্ষ টাকা (এটা আনুমানিক গড়; অনেকের ক্ষেত্রেই ৫-৭ লক্ষ টাকা) আয় করেন তখন দারিদ্র্য দূর হলো কোথায়? একটি সহজ হিসেব দিই যা থেকে অন্তত অনুমান করা সম্ভব হবে যে সম্পূর্ণ বিষয়টি আদৌ তত সরল-সোজাসাপ্টা নয়। ধরলাম বিদেশে কর্মরত আমাদের ঐ যুবকটির বিনিয়োগ ৩ লক্ষ টাকা ২ বছরের জন্য এবং বিনিয়োগের প্রধান উৎস গ্রামে তার পরিবারের যতোটুকু জমি ছিলো সেটা বিক্রি করা (নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত-মধ্য-মধ্যবিত্তের আর কিছু থাকার কথা নয়)। যুবকটি মধ্যপ্রাচ্যে আধা-দক্ষ অথবা অদক্ষ শ্রমিকের কাজ করে দিনরাত পরিশ্রম করে ২ বছরে মোট আয় করলেন ১০ লাখ টাকা অর্থাৎ ২ বছরে নিট প্রাপ্তি (১০ লক্ষ টাকা বিয়োগ বিনিয়োগের ৩ লক্ষ টাকা) ৭ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মাসে গড়ে ৩০ হাজার টাকা। ধরলাম থাকা-খাওয়া-পোশাক-পরিচ্ছদ-পরিবহন-বিনোদন বাবদ তার মাসে গড় ব্যয় ১৪ হাজার টাকা। তাহলে তার মাসিক গড়ে নিট সঞ্চয় হতে পারে বড়জোর (৩০,০০০ টাকা নিট প্রাপ্তি বিয়োগ ১৪,০০০ টাকা মাসিক খরচ) ১৬ হাজার টাকা। অর্থাৎ ২ বছরে নিট সঞ্চয় হবে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা (মাসে ৩০,০০০ টাকা × ২৪ মাস)। সহজ এই পাটিগণিত থেকে কেউ হয়তো বলতে পারেন যে ২ বছরে ঐ যুবকের নিট লাভ ১ লক্ষ টাকা (৪ লক্ষ টাকা নিট সঞ্চয় বিয়োগ বিনিয়োগ ৩ লক্ষ টাকা)। আসলে এটা বোকার পাটিগণিত। প্রকৃত অর্থে ঐ যুবকের তথাকথিত 'অবাধ' শ্রমের চলাচলের ফল সম্পূর্ণ উল্টো এবং মারাত্মক ভয়াবহ। কারণ মাঝখান দিয়ে যা যা ঘটে গেলো তা এরকম:

প্রথমত: ২ বছর আগে ঐ যুবকটি তার পরিবারের যে শেষ সম্বল জমিটুকু বিক্রি করতে বাধ্য হলো ২ বছর পরে তার বাজার মূল্য নিশ্চয়ই ১.৫-২ গুণ বেড়েছে অর্থাৎ ৩ লক্ষ টাকায় বিক্রিত জমির ২ বছর পরের বাজার মূল্য হবে ৪.৫ লক্ষ টাকা থেকে ৬ লক্ষ টাকা। যা ২ বছরে তার নিট সঞ্চয় এর থেকে কম (অথবা ধরুন সমান)।

দ্বিতীয়ত: বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তার পক্ষে ঐ জমির পুনঃক্রয় অথবা সমপরিমাণ জমি ক্রয় সম্ভব নয় (এর কারণ পরের পয়েন্টে উল্লেখ করা হয়েছে)।

তৃতীয়ত: তার মাসিক নিট সঞ্চয় ১৬ হাজার টাকার সম্ভবত প্রায় পুরোটাই তাকে দেশে পাঠাতে হয়েছে যাকে আমরা বড়াই করে 'রেমিটেন্স আয়' বলি। দেশে পাঠানো এই ১৬ হাজার টাকা মূলত পারিবারিক পরিভোগ ব্যয় মিটানোর জন্য ব্যয় করা হয় যা নতুন কোনো সম্পদ সৃষ্টি করে না (হতে পারে পরিবারের খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বরাদ্দ মানব পুঁজি গঠনে সহায়ক হয়েছে)। অনেক ক্ষেত্রেই এ অঙ্কের একাংশ ধার-দেনা পরিশোধে ব্যয় করতে হয় (যদি বিদেশ যাবার আগে দেনা থাকে)।

চতুর্থত: পরিবার থেকে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থাকার "কষ্ট-মূল্য" (cost of sufferings) কত? এ "কষ্ট মূল্যে"র অর্থমূল্য নির্ধারণ করলে অবস্থা আরো অমানবিক ও ভয়াবহ হতে বাধ্য। এসবে সামাজিক ক্ষতির মান-পরিমাণ কত?

পঞ্চমত: আমাদের দেশের অর্থনীতি ও সমাজ ঐ যুবকটির শ্রম-সেবা ও তারুণ্যের শক্তি থেকে বঞ্চিত হলো। সেটারই বা অর্থমূল্য ও সামাজিক মূল্য কত? (অনেকেই হা হুতাশ করে বলবেন? বেচারা বেকার বিদেশে গিয়ে ভালই করেছে)।

ষষ্ঠত: বিদেশ যাবার আগে ঐ যুবকটি দেশগ্রামে যার কাছে জমি বিক্রি করলো ক্রেতাটি নিঃসন্দেহে একজন rent-seeker। অর্থাৎ এ প্রক্রিয়ায় উৎপাদনী সম্পদ অর্থাৎ কৃষি জমি অধিকহারে পুঞ্জীভূত হলো গ্রামীণ rent-seeker এর হাতে, যিনি অধিকতর জমি মালিকানার rent-seeker হবার কারণে ক্ষমতা কাঠামোতে (অর্থাৎ রাজনীতি ও সরকারে) আগের চেয়ে বেশি দাপটবান হলেন। যেটা গ্রামীণ দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বৃদ্ধিতে শক্তিশালী প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে।

সপ্তমত: মধ্যপ্রাচ্যের মালিকটি স্বল্প মজুরির শ্রমে যা বানানোর বানিয়ে ফেললেন এবং এ প্রক্রিয়ায় মালিক যেহেতু সম্পদ সৃষ্টিতে নিজে শ্রম দেননি সেহেতু তিনিও শুধু rent-seeker নন সেই সাথে উত্তরোত্তর আরো বড় মাপের rent-seeker-এ পরিণত হলেন। অর্থাৎ এ প্রক্রিয়ায় আমাদের দেশে ও মধ্যপ্রাচ্যে অথবা ইউরোপের কোনো দেশের rent-seeker-রাই শক্তিশালী হলো আর একই সাথে আমাদের দেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বাড়তে থাকলো।

আসলে এসব করে যা হলো তাকে এভাবে বলা চলে "আমাদের ঐ যুবকটি মধ্যপ্রাচ্যে ৩ লক্ষ টাকার সমপরিমাণ বিনিয়োগ করলো যার রিটার্ন আসলে নেগেটিভ" অর্থাৎ "মধ্যপ্রাচ্যে আমরা ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট করলাম যার নেট রিটার্ন পাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য"। এ তো সম্পদ হাত ছাড়া হবার এক নূতন পদ্ধতি মাত্র (net drain of resources)। এটা 'zero sum game' তো নয়ই বরঞ্চ 'negative sum game' (বিষয়টি ইতোমধ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করেছি)। সুতরাং দারিদ্র্য বিমোচনের পদ্ধতি হিসেবে বিদেশে শ্রমশক্তি বিক্রির ক্ষেত্রে আমাদের নূতনভাবে ভাবতে হবে। ভাবতে হবে দক্ষতা বৃদ্ধি নিয়ে, উচ্চ মজুরি নিয়ে, কর্ম পরিবেশ নিয়ে, দরকষাকষির অধিকার নিয়ে, দেশে ফেরত আসার পরে কর্মসংস্থান নিয়ে, আর ভাবতে হবে এ প্রক্রিয়া যেন rent seeking-কে উদ্বুদ্ধ না করতে পারে তার পথ-পদ্ধতি নিয়ে। সরকারকে এসব নিয়ে ভাবতে হবে কারণ এ খাত থেকে সরকার বছরে ১ লক্ষ ২৬ হাজার কোটি টাকা পাচ্ছেন (যা একক খাত থেকে সরকারের সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন)। সংশ্লিষ্ট এ বিষয়ে আমরা কি এ বিবেচনা মাথায় রাখতে পারি যে এখন থেকে ২০ বছর পরে ইউরোপে ২ কোটি বিদেশি দক্ষ শ্রমশক্তি দরকার হবে; স্বদেশের উন্নয়নের জন্য মানবশক্তি পরিকল্পনা জরুরি; প্রশিক্ষিত শ্রমশক্তি পরিকল্পিতভাবে বিদেশে পাঠালে অনেক গুণ বেশি লাভ হতে পারে; আর দাতাদের অর্থে বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্রিক সভা-সমিতিতে অযথা বিদেশ না গেলে কী ক্ষতি, কার ক্ষতি (?)।

বিশ্বায়নের অর্থ যদি উদারীকরণের নামে পুঁজি ও বাণিজ্যের অবাধ বিচরণ হয় সেক্ষেত্রে সবার চিন্তা উদ্রেকের জন্য 'গ্লোবালাইজেশন' বা বিশ্বায়ন নিয়ে একটা প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই। ধনী বিশ্বের বিশ্বায়ন গুরুরা এ প্রশ্নটি ভয় করেন। বিশ্বায়নের আওতায় এখন পর্যন্ত মোটামুটি বিশ্বায়িত হবার প্রক্রিয়ায় আছে বাণিজ্যের বিশ্বায়ন (trade globalization)। যেখানে মূল কথা 'movement of goods is a substitute for the movement of people'[৬৯]।

বিশ্বায়নের এখন পর্যন্ত মূল কথা হলো "মুক্ত বাণিজ্য" বা "free trade" অথবা যা উপরে উল্লেখ করেছি "trade globalization" অথবা নয়া-উদারবাদের "বাণিজ্যের উদারিকরণ" (trade liberalization)। তৃতীয় বিশ্বের ক্ষেত্রে যার জোরদার শুরুর কাল বলা চলে ১৯৮০-র দশকে। ১৯৭০ এর দশক পর্যন্তও ধনী দেশগুলি দরিদ্র দেশদের বেশ কিছু "সুরক্ষামূলক" (protection) ও "ভর্তুকি" জাতীয় সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু ১৯৮০-র দশকেই সেসব বন্ধ করে দেয়া হয়। এসবের আনুষ্ঠানিক শুরুর কাল বলা চলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগান কর্তৃক ১৯৮৬ সালে গ্যাটের উরুগুয়ে রাউন্ড যখন আরম্ভ হয় তখন কার্যত বলা হলো: অন্য সবাই সবার বাজার উন্মুক্ত করে দেবে এবং প্রতিটি দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত পণ্যকে নিজ দেশের পণ্য হিসেবে গণ্য করবে (করতে বাধিত হবে)। এ প্রক্রিয়াই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উদারিকরণের লক্ষ্যে ১৯৮৬-তে উরুগুয়ে পুন্টা ডে ইস্টে শহরে আলোচনা শুরু হয়ে ১৯৯৪ সালে মরক্কোর মারাকেস্ শহরে আলোচনা শেষ হয় এবং এক বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিচালনে বিধি-বিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization, WTO) গঠিত হয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠনে বৈশ্বিক বাণিজ্যের বিধি প্রণয়নে ধরেই নেয়া হয় যে "বিশ্ব অর্থনীতিতে সমতলভূমি বিদ্যমান" (যাকে বলে level playing field); নীতি হিসেবে ধরেই নেয়া হয় যে এখন থেকে "সকল দেশ-সদস্যকে সকল চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে" (যাকে বলে "single undertaking")– অবশ্য এর আগে গ্যাট চুক্তির বিধান অনুযায়ী প্রতিটি সদস্য দেশের চুক্তিতে স্বাক্ষর-অস্বাক্ষর করার তুলনামূলক স্বাধীনতা ছিলো। এ প্রক্রিয়ায় সবচে মারাত্মক যা যা ঘটলো সেগুলি হলো: প্রত্যেক দেশকে তাদের শুল্ক হার হ্রাস করতে হবে (reducing tariffs), আমদানি কোটা পরিত্যাগ করতে হবে, রপ্তানি ভর্তুকি দেয়া চলবে না (দরিদ্রতম দেশ ব্যতীত) এবং অভ্যন্তরীণ ভর্তুকি দেয়া চলবে না। তথাকথিত "সমতল ভূমি" (level playing field)-র নামে বিশ্ব বাণিজ্য উদারিকরণের বিশ্বায়নে আসলে যা ঘটলো তা হলো এক কথায় এমন– শুল্ক হ্রাসের ফলে আমরা আমাদের দেশে উৎপাদিত পণ্য (বিশেষত গার্মেন্টস ও বস্ত্র জাতীয়) অতি সস্তা দামে উন্নত ধনী বিশ্বকে দিতে বাধ্য হলোাম (উল্টোটা নয়) এবং এ ক্ষেত্রেও এক ধনী দেশ থেকে অন্য ধনী দেশে পণ্য চলাচলে যে শুল্ক হার আমাদের ক্ষেত্রে তা তুলনামূলক অনেক কম। অর্থাৎ পারলে আমাদের দেশে উৎপাদিত বস্ত্র ও পোশাক জাতীয় পণ্য উন্নত-ধনী দেশের মানুষেরা বলতে গেলে প্রায় বিনে পয়সায় পেতে পারে[৭০]। একটা উদাহরণ দিয়ে এসবের ঋণাত্মক ফল স্পষ্টভাবে বোঝানো সম্ভব। উদাহরণটি এরকম: "২০০২ সালে মার্কিন rent-seeker-দের অধীনস্থ সরকার ও রাজনীতি কে বাংলাদেশ যে পরিমাণ শুল্ক পরিশোধ করেছে তার পরিমাণ ঐ একই বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ফ্রান্স যে পরিমাণ শুল্ক পরিশোধ করেছে তার প্রায় সমান যদিও বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার ফ্রান্সের অর্থনীতির তুলনায় মাত্র ৩ শতাংশ"।[৭১] এখানে উল্লেখ জরুরি যে বিশ্বায়নের আওতায় উদারীকৃত এ বাণিজ্যে উৎপাদক ও সর্বশেষ ক্রেতার মাঝখানে যাদের অবস্থান তারাই কিন্তু লাভের বেশির ভাগ অংশ হাতিয়ে নেন। এরাই হলেন বিভিন্ন ধরনের

[৬৯] জোসেফ স্টিগলিজ, ২০১৩, The Price of Inequality, পৃ: ৬-৭।

[৭০] এসব কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ালমার্টসহ বিভিন্ন বড় বড় ডিপার্টমেন্টাল চেইন স্টোরে ক্রেতাদের উদ্দেশ্য করে বড় বড় স্লোগান দিয়ে লেখা থাকে "Everyday Low Price"।

[৭১] হা-জোন চ্যাং, ২০০৮, Bad Samaritans. The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism, পৃ: ৭৫।

বিভিন্ন স্তরের rent-seeker যাদের স্বার্থ উদ্ধারে রাষ্ট্র ও সরকার সদা তৎপর থাকে। এতো গেলো বিশ্বায়নের আওতায় বিশ্ব বাণিজ্যের এক দিকের বাস্তবতা। উন্নত-ধনী (?) বিশ্বে দীর্ঘকালের শোষণ উদ্ভূত ও rent seeking উদ্ভূত পুঁজি বাড়বে অথচ তা বিনিয়োগের পূর্ণ সুযোগ তাদের দেশে থাকবে না। সুতরাং অন্য দেশে– দরিদ্র দেশে, সস্তা শ্রমের দেশে, কর-শুল্ক স্বল্প অথবা নেই এমন দেশে তারা বিনিয়োগ করবে– এটা অযৌক্তিক নয় অবাস্তবও নয়। আর এসবের ভিন্নতর প্রতিফলও আছে, যা নিচে উল্লেখ করছি।

পুঁজির অবাধ চলাচল আর সেই সাথে স্বল্প ট্যারিফের ফলে শিল্প-কারখানাসহ ফার্ম তার শ্রমিককে বলতেই পারে যে যদি আমার শর্তে অর্থাৎ আমার নির্ধারিত স্বল্প মজুরিতে এবং কর্ম পরিবেশ যা আছে তা মেনে নিয়ে কাজ না করতে চাও তাহলে আমি আমার কারখানা সরিয়ে ফেলবো, প্রয়োজনে অন্য দেশে নিয়ে যাবো– অর্থাৎ উন্নত দেশে শ্রমিকের মজুরিসহ কর্ম পরিবেশ নিয়ে দরকষাকষির সুযোগ নেই, আর সে কারণেই ধনী দেশে ট্রেড ইউনিয়ন আসলেই নেই বললেই চলে।

এখন আসা যাক ঐ প্রশ্নে যা ধনীদেশের বিশ্বায়নপন্থীরা ভয় পান। প্রশ্নটি সহজ: ধরুন আগামীকাল থেকে বিশ্বে যদি পুঁজির অবাধ চলাচল বন্ধ হয়ে শ্রমের অবাধ চলাচল পদ্ধতি চালু হয়ে যায় তাহলে বিশ্বের অর্থনীতির চেহারাটা কেমন হবে? তা কেমন রূপ নেবে? এ ধরনটি যদি ঘটেই যায় সেক্ষেত্রে প্রতিটি দেশ আরো আরো শ্রমিক পাবার প্রতিযোগিতায় নামতে বাধ্য হবে। আর তা-ই যদি হয় তা হলে যে শ্রমিকদের আমদানি করা হবে তাদের আকর্ষিত করার স্বার্থে পুঁজিপতিকে কিছু প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। যেমন বলতে হবে– তোমাদের ভাল মজুরি দেয়া হবে; তোমাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য ভাল স্কুলের ব্যবস্থা করা হবে; তোমাদের মজুরি থেকে খুবই স্বল্পমাত্রায় আয়কর কাটা হবে ইত্যাদি। আর এ সিদ্ধান্ত যদি গৃহীত হয় সেক্ষেত্রে পুঁজির উপর উচ্চ হারে কর বসাতে হবে। এ প্রসঙ্গে জোসেফ স্টিগলিজ সঠিকই বলছেন, "বর্তমান বিশ্বটা এ রকম নয় এবং অংশত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের rent-seeker ১ শতাংশ পরজীবীরা এমনটা চাইতে পারে না"।[৭২]

বিশ্বায়ন যেখানে বাস্তবতা সেখানে বৈশ্বিক-অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞান ও সে অনুযায়ী নীতি-কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন জরুরি। বৈশ্বিক অর্থনীতির গতি প্রবাহ আমরা যা দেখছি তাতে মনে হয় অন্যদের comparative-disadvantage (তুলনামূলক অসুবিধে)-গুলো বুঝা দরকার এবং সেসবে আমাদের comparative advantage (তুলনামূলক সুবিধে) থাকলে তা বিকশিত হবার সুযোগ করে দেয়া দরকার। আর এ কর্মকাণ্ডটি নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জ্ঞান-সংশ্লিষ্ট; সচেতন পরিকল্পনা-নীতি প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট। এবং এ কাজটি কোনো অর্থেই rent-seeker রাজনীতি ও সরকারের দ্বারা সম্ভব নয়।

বেশ জোর দিয়েই এখন বলা যায় যে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে চলছে টালমাটাল অবস্থা; 'বাণিজ্য চক্রে' (business cycle) মন্দাবস্থা প্রলম্বিত হচ্ছে; ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণ সহজ নয়। বিশ্ব অর্থনীতি ২০০৮-০৯ এর বৈশ্বিক মন্দার পর থেকে মন্দা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই– আরো বড় মাপের, গভীর এবং সম্ভবত দীর্ঘমেয়াদের মন্দার দিকে যাচ্ছে। অভিন্ন মুদ্রা ব্যবহারকারী ১৭টি দেশ নিয়ে যে ইউরোজোন তা আবারও মন্দার দিকে ধাবমান। ইউরোপের সার্বভৌম ঋণ সংকট (sovereign debt crisis) বিশ্ব অর্থনীতির স্থিতিশীলতার বড় বাধা। গ্রীস থেকে সংকট শুরু হয়ে অর্থাৎ "প্রান্তস্থ সার্বভৌম" (peripheral sovereign) থেকে এখন তা কেন্দ্রের দিকে (অর্থাৎ core countries) যেমন জার্মানি ও ফ্রান্সের দিকে ধাবমান। বৈশ্বিক অর্থনীতির আর্থিক সংকট, মন্থর গতি আর ইউরোপের ঋণ সংকট– সব মিলিয়ে বৈশ্বিক বাণিজ্যের গতি মন্থর হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ২০০৮-০৯ এর মন্দা থেকে এখনও উঠে দাঁড়াতে পারেনি। পারছে না। কবে নাগাদ পারবে তাও অজানা। যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি ব্যয় কমছে, প্রবৃদ্ধি কমছে, বেকারত্ব বাড়ছে। দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক মন্দার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে ইতোমধ্যেই দেখা যাচ্ছে চাহিদার সংকোচন। এসব অর্থনীতি যেহেতু আমাদের প্রধান রপ্তানি বাজার সেহেতু সংগত কারণেই আমাদের রপ্তানিকারকেরা উদ্বিগ্ন। যে কারণে ভবিষ্যতে রপ্তানি বাজারের বৈচিত্র এবং একই সাথে নতুন গন্তব্য নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। অতএব যা দাঁড়াচ্ছে তা হলো একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপে চাহিদা সংকোচনের অভিঘাত নিয়ে ভাবতে হবে, আবার একই সাথে আমাদের দেশের ১৬ কোটি মানুষের অভ্যন্তরীণ বাজার (domestic market) কিভাবে আরো বিকশিত করা যায়– সেটা আরো বেশি ভাবতে হবে। কারণ আমরা দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা দূর করার কথা ভাবছি।

অন্যদিকে অগ্রসর উদীয়মান অর্থনীতি অর্থাৎ BRICS– ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা– যারা কয়েক বছর সজোরে ছুটছিলো তাদের ছুটার গতি কমে যাচ্ছে। সবারই প্রবৃদ্ধির হার কমে গেছে। অর্থাৎ আপাতত BRICS এর বাজার ধরা কঠিন। পাশাপাশি বিশ্ব বাজারে বিভিন্ন কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্যের দামে অস্থিরতা (volatility) দেখা দিয়েছে। দেখা দিয়েছে খাদ্যপণ্যের দাম বাড়া নিয়ে নতুন উদ্বেগ। খাদ্য উৎপাদনকারী উন্নত দেশে বিভিন্ন ধরনের

---

[৭২] জোসেফ স্টিগলিজ, ২০১৩, The Price of Inequality, পৃ: ৭।

প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগের কারণে খাদ্য মূল্যস্ফীতি বাড়বে। অনেকের মতে বিশ্ব ২০০৭-০৮ এর মত একটা খাদ্য সংকটের দিকে এগুচ্ছে। জনশক্তি রপ্তানির সুযোগ ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হচ্ছে। 'মধ্যপ্রাচ্যের বসন্ত' এখন অনেকের জন্যই মরা কার্তিক। লিবিয়া ও সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ– জনশক্তি রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ইরানের নিউক্লিয়ার সংকট উদ্ভূত অর্থনৈতিক অবরোধ-এর প্রভাবও নেতিবাচক। এ সবই বৈশ্বিক পুঁজিবাদ বিকাশের অবিচ্ছেদ্য বিষয়াদি– এক দেশে সমস্যা নিরসন হলে তা আবার অন্য যে কোনো রূপে অন্যদেশে দেখা দেবে; ভারসাম্যহীনতার মধ্যে ভারসাম্য অথবা "বিশৃংখলা-নৈরাজ্যের মধ্যে শৃংখলা" (order in chaos) এ সবই বৈশ্বিক পুঁজিবাদ বিকাশে সাধারণ প্রবণতা। সব মিলিয়ে বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় মাপের অনিশ্চয়তা, অস্থিতিশীলতা, টানাপোড়েন অবস্থা প্রক্ষেপণ করা যায়। যা আপাতত আশা সঞ্চারকারী কোন বার্তা দেয় না।

এ-ই যখন বৈশ্বিক অর্থনীতির দৃশ্যপট তখন আমাদের যা করতে হবে তা হলো বুঝতে হবে চিরাচরিত-প্রচলিত (traditional) চিন্তা দিয়ে হবে না; ঐ পথে হেঁটে লাভ হবে না। আর ধনী বিশ্বের অনুকরণ করে লাভ হবে না কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই তো (যা পরের অধ্যায়ে বিস্তারিত বিশ্লেষিত হয়েছে) rent-seeker-দের সাথে রাজনীতি ও সরকারের অশুভ সমস্বার্থ সে দেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বাড়িয়েছে, বাড়ছে, বাড়বে। সুতরাং সবকিছু বিবেচনায় আমাদের দেশ ও দেশের মানুষের সমৃদ্ধ ভবিষ্যত নিয়ে আমাদেরকে *নতুন ভাবনা* ভাবতে হবে। *নতুন ভাবনার* ক্ষেত্র হতে পারে নিম্নরূপ (অন্যান্য অনেক রূপের মধ্যে):[৭৩]

১. আমাদের ভাবতে হবে সম্পদের নতুন ব্যবস্থাপনা নিয়ে। ভাবতে হবে সম্পদ সৃষ্টি, পুনঃসৃষ্টি ও ব্যবহারের নতুন ভাবনা নিয়ে। সম্পদ বলতে আমি বুঝাচ্ছি মানব সম্পদ (১৬ কোটি মানুষ যা অদূর ভবিষ্যতে ২০ কোটিতে দাঁড়াবে– এ 'সংখ্যাকে' সম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে), প্রাকৃতিক সম্পদ (অর্থাৎ মাটির উপরের ও তলার সম্পদ, পানির মধ্যে এবং পানির নীচের সম্পদ, আকাশ-বাতাস-মহাকাশ সম্পদ), ভৌত সম্পদ (অর্থাৎ রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভাট, গ্যাস, বিদ্যুৎসহ সব ধরনের অবকাঠামো)। সম্পদের নতুন ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট এ বাধা অপসারণে একদিকে যেমন দেশজ rent-seeker-দের থেকে রাষ্ট্র-সরকার-রাজনীতিকে আলাদা করতে হবে আর অন্যদিকে বৈশ্বিক rent seeking সিস্টেম থেকে পরিত্রাণের পথ-পদ্ধতি অনুসন্ধান করতে হবে।

২. মানুষ যেহেতু খাদ্য খাবেই, যেহেতু খাদ্য চাহিদা বিশ্বের জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে বাড়ছে/বাড়বে, এবং যেহেতু কৃষিতে আমাদের নিরঙ্কুশ তুলনামূলক সুবিধে (absolute comparative advantage) আছে সেহেতু নতুন ভাবনা দরকার কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প বিকাশ নিয়ে– যাতে দেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি আমরা যেনো খাদ্য নিয়ে বিশ্ব বাজারে প্রবেশ করতে পারি। এক্ষেত্রে নতুন ভাবনা ভাবতে হবে আমাদের জমি-জলা-জঙ্গল-জনমানুষ নিয়ে আর সেই সাথে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নিয়ে। জমি-জলা-জঙ্গল ভাবনাটি হতে হবে মৌলিক কৃষি-ভূমি সংস্কারের ভাবনা যা বাস্তবায়িত হলে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা অনেক হ্রাস পাবে। তবে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের এ ভাবনাটি বাস্তবে রূপান্তরে অন্যতম প্রধান বাধা হবে দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তগোষ্ঠী এবং তাদের প্রতিভু rent-seeker-রা।

৩. নতুন করে ভাবতে হবে অন্যদের তুলনামূলক অসুবিধেগুলো বিবেচনায় এনে আমাদের তুলনামূলক সুবিধেগুলো কিভাবে টেকসইভাবে সর্বোচ্চ মাত্রায় নেয়া যায় সে সম্পর্কে। আমাদের তুলনামূলক সুবিধে টেকসইকরণ করলে যাদের এসবে অসুবিধে তারা কেন নিশ্চুপ থাকবে?

৪. ভাবতে হবে শ্রমশক্তির দক্ষতা ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির পথ-পদ্ধতি নিয়ে। উল্লেখ্য, আমরা যদি আমাদের শ্রমশক্তির দক্ষতা ও উৎকর্ষতা নিয়ে ভাবি তাহলে অদক্ষ-স্বল্পদক্ষ শ্রমশক্তি যাদের প্রয়োজন তারা কেমন আচরণ করবেন?

৫. ভাবতে হবে প্রাকৃতিক তন্তু পাট অর্থনীতির বিকাশ নিয়ে। পাট অর্থনীতির বিকাশে রাষ্ট্রের অগ্রাধিকারমূলক ভূমিকা নিতে হবে যেখানে আবার ব্যক্তি মালিকানাধীন পাট শিল্পসহ তাদের প্রমোটার বৈশ্বিক নয়া-উদারবাদের আন্তর্জাতিক সংস্থা (বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ইত্যাদি) ও rent-seeker-রা অন্যতম প্রতিবন্ধক হবে।

[৭৩] দেখুন: আবুল বারকাত, ২০১২, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির অষ্টাদশ দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ২০১২-তে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ, ঢাকা: ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২।

বৈশ্বিক অর্থনীতির সংকটকালীন গতিপ্রবাহ ও rent seeking অধ্যুষিত দেশজ সমীকরণসহ বিশ্বায়নের যে চিত্র উত্থাপন করলাম সেসবের ভিত্তিতে এ কথা বলা সম্ভব যে অনেক ধরনের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা হ্রাসের এবং সত্যিকার মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করার সম্ভাবনা আমাদের অঢেল। প্রয়োজন দেশজ উন্নয়ন দর্শন প্রণয়ন, ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচন এবং এসবের নির্মোহ বাস্তবায়ন। বিষয়টি পূর্ণমাত্রায় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক।

অধ্যায় ১১

মানুষে মানুষে অসাম্য কেন হয়, কিভাবে হয়, হলে কী হয়? আধুনিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাস্তবতা

"সমাজগুলোর পতন ও মৃত্যুর জন্য দায়ী সম্পত্তির পুঞ্জীভবন ক্ষমতা।"

পিয়েরী-জোসেফ প্রুধোঁ, ১৮০৯-১৮৬৫

মানুষে মানুষে অসমতা-অসাম্য (inequality অর্থে) কেন হয়, কিভাবে হয়, আর তার পরিণাম কী হয়। এতক্ষণ সংশ্লিষ্ট এসব বিষয়ে আমি আমাদের দেশের কথা বললাম– যে দেশটিকে উন্নয়নশীল, স্বল্পোন্নত, দরিদ্র ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করা হয়। কিন্তু একই প্রশ্ন যদি পৃথিবীর সবচে' ধনী, সবচে' ক্ষমতাধর বলে পরিচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে করা হয় সেক্ষেত্রে কারণ-পরিণামসহ সমগ্র চিত্রটি কেমন হবে? বিষয়টি জানা জরুরি অনেক কারণেই। তবে এক্ষেত্রে আমার মতে প্রধান কারণ হলো এই যে এমন প্রয়াস নেয়া উচিত হবে না যা তথাকথিত উন্নয়নের নামে বৈষম্য-অসমতা সংশ্লিষ্ট একই ফল প্রসব করবে– ফলের আকার যাই হোক না কেন। এ কোনো কাম্য অবস্থা হতে পারে না। আর এ বিষয়ে আমি অন্যান্যদের মধ্যে তুলনামূলক বেশি মাত্রায় ব্যবহার করবো সদ্য প্রকাশিত নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজের গবেষণা গ্রন্থে[৭৪] প্রদেয় বক্তব্য-বিশ্লেষণ। তবে নয়াউদারপন্থি-বাম জোসেফ স্টিগলিজ অথবা পলু ক্রুগম্যানের সংশ্লিষ্ট বক্তব্য-বিশ্লেষণ গ্রহণ-বর্জন সম্পূর্ণ আমার নিজের ব্যাপার; এক্ষেত্রে আমার প্রধান লক্ষ্য হবে "দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্ব বিনির্মাণ" প্রয়াস।

জোসেফ স্টিগলিজ বলছেন, "সারা পৃথিবীতেই এখন প্রধান দুশ্চিন্তার বিষয় হলো ক্রমবর্ধমান অসমতা (inequality) এবং সুযোগের অভাব (lack of opportunity)" (পৃ: ix)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পিউ জরিপে ৮৭ শতাংশ মানুষ বলেছেন "আমাদের সমাজকে সেটাই করতে হবে যার ফলে প্রতিটি মানুষ যেন তার বিকাশের-উন্নতির ক্ষেত্রে সমান সুযোগ পান" (পৃ: xi)। এরপর আরো সিরিয়াস কথা যা তিনি বললেন তা হলো, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বোচ্চ ধনী মাত্র ৫ শতাংশ মানুষ সমগ্র দেশের মোট পুঞ্জীভূত বিত্তের (wealth অর্থে) ৬৭ শতাংশের মালিক" (পৃ: xi)। আর জেফরি স্যাকস্ বলছেন, "আজকের আমেরিকার সর্বোচ্চ ধনী, যারা জনসংখ্যার ১ শতাংশ তাদের মোট নেট ওয়ার্থ এর পরিমাণ জনসংখ্যার নীচুতলায় অবস্থিত ৯০ শতাংশের মোট নেট ওয়ার্থের চেয়ে বেশি এবং সর্বোচ্চ আয়কারী ১ শতাংশের ট্যাকস-পূর্ব আয় নীচের ৫০ শতাংশের চেয়ে বেশি।"[৭৫] একই ধরনের বক্তব্য নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ পল ক্রুগম্যানেরও।[৭৬] আর নোয়াম চমস্কি বলছেন, "আয়, সম্পত্তি, পুঁজি, শিক্ষা ব্যয়, দারিদ্র্যের মাত্রা– এসব মানদণ্ডেই পশ্চিমা বিশ্বে সর্বোচ্চ সামাজিক বৈষম্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।" [৭৭]

স্টিগলিজ দেখিয়েছেন আমেরিকায় আয় ও বিত্তে (wealth অর্থে)-র মানদণ্ডে অসমতা-বৈষম্য সবচে' বেশি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে। এ বিষয়ে স্টিগলিজ বলছেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বাস্থ্য খাতে উন্নতির ফলে ১৯৯০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে ২ বছর, কিন্তু একই সময়ে দরিদ্র মানুষের গড় আয়ু বাড়েনি, আর দরিদ্র নারীদের গড় আয়ু আসলে কমেছে" (পৃ: xiii)।

[৭৪] এ অধ্যায়ের বক্তব্য-বিশ্লেষণ বেশির ভাগই নেয়া হয়েছে জোসেফ স্টিগলিজ-এর ২০১৩ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে। অধ্যায়ে উল্লিখিত পৃষ্ঠা নম্বর ঐ গ্রন্থের। দেখুন, জোসেফ স্টিগলিজ, ২০১৩, The Price of Inequalty.

[৭৫] বিস্তারিত দেখুন: জেফরি স্যাকস্, ২০১২, The Price of Civilization: Reawakening Virtue and Prosperity after the Economic Fall, পৃ: ২২-২৩।

[৭৬] বিস্তারিত দেখুন: পল ক্রুগম্যান, ২০১৩, End This Depression Now, পৃ: ৭৪-৮২।

[৭৭] নোয়াম চমস্কি, ২০০৩, Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance, পৃ: ১৫৯।

মার্কিন সমাজে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতার প্রতিবাদে "ওয়াল স্ট্রিট দখল করো" (Occupy Wall Street) আন্দোলনকারীদের প্রতিবাদের স্লোগান ছিলো "We are the 99 percent"। এ আন্দোলনের কয়েক বছর আগে ক্রমবর্ধমান এ অসমতা-বৈষম্য উপলব্ধি করে জোসেফ স্টিগলিজ একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন, যার শিরোনাম "Of the 1%, for the 1%, by the 1%"। আর ওয়াল স্ট্রিট দখল করো আন্দোলনকে তিনি "সামাজিক সংহতি থেকে শ্রেণি যুদ্ধ" হিসেবে অভিহিত করেন (পৃ: xlvi)। স্টিগলিজ মূল কথা যা বলেছেন তা এ রকম (মোটামুটি তার ইংরেজির ভাষান্তর): "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অসমতা-বৈষম্য বাড়ছে এবং মার্কিন রাজনৈতিক সিস্টেম বিত্তকাঠামোর উপরতলার ১ শতাংশ ধনীদের পক্ষে সুদৃঢ় অবস্থান নিয়েছে" (পৃ: xxxix); "দুই-তৃতীয়াংশ মার্কিনি ঐ প্রতিবাদ সমর্থন করেছে" (পৃ: xliv); "এমনকি আন্দোলনকারীদের জনসভায় বাধাদানকারী পুলিশরাও আন্দোলনকারীদেরকেই সমর্থন করেছে" (পৃ: xliv)। আর সামাজিক সংহতির শ্রেণি যুদ্ধে রূপান্তরের উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে স্টিগলিজ বলছেন, "বহুবছর ধরে আমাদের দেশে সমাজের উঁচুতলার সাথে নীচু তলার এক ধরনের চুক্তি ছিলো; চুক্তিটা এ রকম: "(উঁচুতলা বলছে) আমরা তোমাদের কাজ-কর্মসংস্থান দেবো এবং সমৃদ্ধি (prosperity অর্থে) দেবো, আর বিনিময়ে তোমরা (নিচু তলার মানুষেরা) আমাদের সুযোগ করে দেবে যেনো আমরা আমাদের *বোনাসটা* নিয়ে নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারি। ধনীদের সাথে জনগণের ব্যাপকাংশের এই চুক্তিটি সবসময়ই ছিলো ভঙ্গুর-নড়বড়ে। উঁচুতলার ধনীরা– যারা দেশের মাত্র ১ শতাংশ মানুষ– সবসময়ই যথারীতি তাদের বোনাস নিয়ে হাঁটা দিয়েছে আর বিনিময়ে ৯৯ শতাংশ মানুষকে উপহার দিয়েছে দুশ্চিন্তা আর নিরাপত্তাহীনতা। দেশের প্রবৃদ্ধি থেকে বেশির ভাগ মানুষ উপকৃত হয়নি" (পৃ: xlvi- xlvii)।

জোসেফ স্টিগলিজ-এর ভাষায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসটা এ রকম: "ধনীরা আরো ধনী হচ্ছেন, ধনীদের মধ্যে যারা সবচে' ধনী তারা আরো বেশি ধনী হচ্ছেন, গরিবরা আরো গরিব হচ্ছেন এবং তাদের সংখ্যা বাড়ছে আর মধ্যবিত্তরা ফাঁপা অবস্থায় কাটাচ্ছেন-সংকুচিত হচ্ছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণির আয় হয় অপরিবর্তিত আছে অথবা কমছে এবং তাদের সাথে ধনীদের ব্যবধান প্রকৃত অর্থেই বাড়ছে" (পৃ: ৯)। এ অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে স্টিগলিজ অন্যত্র বলেছেন, "আমেরিকানরা সবসময় শ্রেণি বিশ্লেষণ (class analysis অর্থে) এড়িয়ে বলতে চেয়েছে আমরা মধ্যবিত্ত...। কিন্তু শ্রেণিভিত্তিক সমাজ বলতে যদি বুঝি যে নীচের শ্রেণির উপরের শ্রেণিতে উঠবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে সেক্ষেত্রে আজকের আমেরিকা পুরাতন ইউরোপের তুলনায় অনেক বেশি শ্রেণিভিত্তিক সমাজ" (পৃ: xlvi)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিত্ত-বণ্টনে (wealth distribution) অসমতা আয়ের অসমতার চেয়ে বেশি। সর্বোচ্চ বিত্তশালী ১ শতাংশ আমেরিকান দেশের মোট বিত্ত-সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের মালিক (পৃ: ২)। ২০০২-২০০৭ সময়কালে ঐ ১ শতাংশ বিত্তশালীদের মালিকানায় ছিলো মোট জাতীয় আয়ের ৬৫ শতাংশ (৬০ বছর আগে যেটা ছিল ১২ শতাংশ, পৃ: ৫), আর একই সময়ে জাতীয় আয়ে নীচের তলার মানুষের হিস্যা অনেক কমেছে। প্রশ্ন হলো ধনীরা যদি আরো ধনী হতো আর সেইসাথে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রদের অবস্থার উন্নতি হতো তা হলে ভাল হতো, কিন্তু তা হয়নি– বলছেন স্টিগলিজ (পৃ: ৩)। এসবের ফল কী হয়েছে? তিনি বলছেন: দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা এবং শিক্ষা ও সামাজিক খাত-ক্ষেত্রসহ অন্যান্য খাতে দীর্ঘদিন স্বল্পমাত্রার সরকারি ব্যয়-বরাদ্দের ফল হয়েছে যথেষ্ট অশুভ। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেড়েছে অপরাধের মাত্রা; জনসংখ্যার বেশ বড় অংশের কারাবাস (২৩ লক্ষ মানুষ জেলখানায় আছেন); পৃথিবীর সর্বোচ্চ কারাবাস হার (প্রাপ্ত বয়স্ক প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ১ জন জেলখানায়); এমনকি কোনো কোনো রাজ্যে জেলখানার বাজেট ঐ রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সম্মিলিত বাজেটের চেয়ে বেশি। প্রধানত ক্রমবর্ধমান অসমতার কারণে জেলখানার এ ব্যয় হয়তো অপরাধ দমনের কাজে লাগে এবং তা মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) হিসেবে দেখানো হয় কিন্তু তা কোনো অর্থেই মার্কিনিদের জীবনসমৃদ্ধির লক্ষণ নয় (পৃ: ১৯)।

এসবে বাজার অর্থনীতির দোষ কোথায়? স্টিগলিজই বলছেন, "বাজারের ক্ষমতা প্রবল, কিন্তু উদ্ভবসূত্রেই নেই তার কোন নৈতিক চরিত্র। .... বাজার একদিকে পারে বিত্ত-সম্পদ কিছু মানুষের হাতে তুলে দিতে, আর সেই সাথে পারে পরিবেশগত বিপর্যয়ের দায়ভার জনগণের কাঁধে তুলে দিতে এবং মেহনতি মানুষ ও ভোক্তাদের প্রতারিত করতে। সম্ভবত এসব কারণেই বাজারের উপর রাষ্ট্রের কাট-ছাট-নিয়ন্ত্রণ এর প্রশ্ন এসে যায়। তারপরেও বাজার অর্থনীতি– এমনকি যখন মোটামুটি স্থিতিশীল তখনও উচ্চমাত্রার অসমতা সৃষ্টি করে, যার পরিণাম অন্যায্য" (পৃ: xlii-xliii)।

আসলে ধনীদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমবর্ধমান অসমতা সৃষ্টির উৎস আরো গভীরে প্রোথিত এবং বাজার একমাত্র উৎস নয়, এর সাথে আছে সমস্বার্থের রাজনীতি ও সরকার। যুক্তরাষ্ট্রে উপরের তলার ১ শতাংশ মানুষের হাতে যে বিত্ত-বৈভব পুঞ্জীভূত হয়েছে তার অধিকাংশই হয়েছে একচেটিয়া মুনাফা (যেখানে সরকার ও রাজনীতির ভূমিকাই মুখ্য), আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রধানদের অত্যুচ্চ বেতন-ভাতাসহ "rent seeking" (অনুপার্জিত আয় অথবা ভোগদখলকৃত সম্পত্তির আয় ইত্যাদি) এর বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে। আর এ সম্পর্কে আরো স্পষ্ট করে নোয়াম চমস্কি বলছেন, "ওয়াশিংটনে ২০০০-২০০৫-এ পাঁচ

বছরে রেজিস্টার্ড লবিস্টদের সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ। আর তাদের ক্লায়েন্ট প্রতি চার্জ বেড়েছে দ্বিগুণ। ওয়াশিংটনে রেজিস্টার্ড লবিস্টদের সংখ্যা ৩৪,৭৫০ জন যাদের কাজ ফেডারেল সরকারের ব্যয়ের বড় অংশ লুণ্ঠনে rent-seeker-দের সহায়তা করা।"[৭৮] অর্থাৎ "rent seeking" এখানে মুখ্য বিষয় (যে বিষয়ে গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত ও অন্যান্য অধ্যায়ে প্রয়োজনমত যৌক্তিক আলোচনা-বিশ্লেষণ করেছি)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অসমতা-বৈষম্য বৃদ্ধিতে সরকার আর রাজনীতির প্রভাবকী ভূমিকাটা কী? যুক্তরাষ্ট্রে উঁচুতলার ১ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ উঁচুতলার ০.১ শতাংশের হয়েছে অত্যুচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং একই সাথে নীচতলায় দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এসবই হয়েছে আমেরিকায় rent-seeker নিয়ন্ত্রিত সরকারি নীতির কারণেই যার মধ্যে আছে স্বল্প-প্রগ্রেসিভ কর পদ্ধতি; দুর্বল সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ও সামাজিক সুরক্ষা; এমন এক শিক্ষা পদ্ধতি যেখানে একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অর্জন নির্ভর করে তার পিতা-মাতা-অভিভাবকদের আর্থ-সামাজিক সামর্থ্যের উপর; ট্রেড ইউনিয়নের দুর্বল ভূমিকা এবং ব্যাংকসহ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অপ্রয়োজনীয় অতি ভূমিকার উপর বিশেষত প্রেসিডেন্ট রেগানের সময় সরকারি নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা উঠিয়ে নেবার পরে (অর্থাৎ deregulation এর পরে; পৃ: xxxii; বিষয়টি পল ক্রুগম্যানও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন)[৭৯]। অর্থাৎ ব্যাপারটি এ রকম: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অসমতা ক্রমবর্ধমান। কারণটি জোসেফ স্টিগলিজ আরো যেভাবে বলেছেন তা হলো: "পুঁজিবাদ যা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো তা দিতে পারেনি, আর যা দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়নি তা দিয়েছে– অসমতা, পরিবেশ দূষণ, বেকারত্ব এবং (সবচে' গুরুত্বপূর্ণ) মূল্যবোধের এমন অবক্ষয়াবস্থা যেখানে সবকিছুই গ্রহণযোগ্য এবং যেখানে কেউই জবাবদিহি করবে না। ... এসবের দায় দায়িত্ব রাজনীতির এবং সরকারের। রাজনীতি বাজারের চেহারা এমনভাবে সাজিয়ে দিয়েছে যা নীচের তলার মানুষের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে উপরেরতলার স্বার্থ রক্ষা করবে। এবং এ প্রক্রিয়ায় সরকারকে ব্যবহার করে তদনুযায়ী আইন-কানুন, বিধি-বিধান প্রণয়ন ও তা কার্যকর করবে।[৮০]... আমাদের বাজেট, মুদ্রানীতি, এমনকি বিচারালয়কেও এমনভাবে চালিত করবে যার ফলে সমাজে অসমতা শুধু চিরস্থায়ী হবে না তা বাড়তেই থাকবে" (পৃ: l)।

Rent-seeker-দুর্বৃত্তবেষ্টিত শোষণভিত্তিক মুক্তবাজার আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা এবং এসবের ক্রমবৃদ্ধি শুধুমাত্র বাংলাদেশের অথবা বৈশ্বিক পুঁজিবাদের হোতা অতি উন্নত (!) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই ব্যাপার নয়। Rent-seeker নিয়ন্ত্রিত বৈশ্বিক পুঁজিবাদী কাঠামোতে এসব এখন বৈশ্বিক বিষয়। যা একদিকে প্রমাণ করে যে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা যেমন rent-seeker বেষ্টিত আর্থ-সামাজিক কাঠামোরই "উন্নয়ন পরিণাম" আর অন্যদিকে প্রমাণ করে যে এ কাঠামো যতোদিন বহাল থাকবে ততোদিনই দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বাড়তে থাকবে। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিধায় দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার বৈশ্বিক চিত্র এবং তার মর্মবস্তুর কয়েকটি দিক উল্লেখ সমীচীন হবে। ২০১৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে বিশ্বে খানাভিত্তিক সম্পদ (household wealth)-এর বৈষম্যমূলক-অসম চিত্রটি নিম্নরূপ:[৮১]

১. বিশ্বে "সর্বোচ্চ ধনী" ১ শতাংশ মানুষ এখন বিশ্বের মোট খানার সম্পদের ৫০ শতাংশের মালিক। আর ৫০ শতাংশ দরিদ্র মানুষের হাতে আছে বিশ্বের মোট খানার সম্পদের মাত্র ১ শতাংশ।

২. বিশ্বে মোট যে ২৫০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার (অর্থাৎ ২ কোটি ৫০ লক্ষ কোটি ডলার) খানা-সম্পদ আছে তার বন্টন কাঠামো অতি বৈষম্যপূর্ণ: (প্রাপ্ত বয়স্ক জনসংখ্যার হিসেবে) সম্পদ মালিকানা পিরামিডের সর্বোচ্চ অবস্থানে অবস্থিত মাত্র ০.৭ শতাংশ মানুষের হাতে আছে মোট সম্পদের ৪৫.২ শতাংশ, ঠিক তার নীচে (অর্থাৎ পিরামিডের দ্বিতীয় স্তরে) অবস্থিত ৭.৪ শতাংশ মানুষের হাতে আছে মোট সম্পদের ৩৯.৪ শতাংশ, আর তার নীচে অবস্থিত ২১ শতাংশ মানুষের হাতে আছে মোট সম্পদের ১২.৫ শতাংশ,

[৭৮] দেখুন: নোয়াম চমস্কি, ২০০৬, Failed States: The Abuse of Power and The Assault on Democracy, পৃ: ২৩৬।

[৭৯] পল ক্রুগম্যান, ২০১৩, End This Depression Now, পৃ: ৭৫।

[৮০] আমার মতে Rent-seeker-দের পক্ষে আইন-কানুন-বিধি-বিধান প্রণয়নে সরকার ও রাজনীতি এমন ভূমিকা পালন করে যে সুযোগ ব্যবহার করে মোটামুটি বিনাশ্রমে অথবা সম্পদ 'সৃষ্টি' না করে rent-seeker-রা তিনটি সুবিধা পেয়ে যায়। সুবিধা তিনটি এ রকম: (১) যে মুরগি ডিম পাড়ে তার মালিক হওয়া যায়, (২) ঐ মুরগির ডিমও খাওয়া যায়, এবং (৩) প্রয়োজনে ডিমপাড়া মুরগিটিই ভক্ষণ করে ফেলা যায়।

[৮১] বিশ্বের খানাভিত্তিক সম্পদ বন্টনের হালচিত্র জানতে দেখুন: Global Wealth Report 2015 (যা Credit Suisse Global Report হিসেবে পরিচিত) Thought Leadership from Credit Suisse Research and the World foremost experts (পৃ: ৪ ,৫, ৬, ১৯, ২৩-২৪)। Global Wealth Report 2015 অনুযায়ী 'ধনী'র সংজ্ঞা হলো: কোনো রকম ধারদেনা ছাড়াই যার সম্পদের পরিমাণ ৭ লক্ষ ৫৯ হাজার ৯০০ ডলার (অর্থাৎ ২০১৫ সালে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার অনুযায়ী বাংলাদেশী আনুমানিক ৬ কোটি টাকা)। খানা-সম্পদ পিরামিড-এর উপর থেকে নীচে গঠন কাঠামোটি নিম্নরূপ: সবচে উপরে আছেন তারা যাদের প্রত্যেকের সম্পদের পরিমাণ ১০ লক্ষ মার্কিন ডলারের বেশি, দ্বিতীয় স্তরে আছেন তারা যাদের সম্পদের পরিমাণ ১ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ মার্কিন ডলার, তৃতীয় স্তরে আছেন তারা যাদের সম্পদের পরিমাণ ১০ হাজার থেকে ১ লক্ষ মার্কিন ডলার, আর সবচে নীচে (চতুর্থ স্তরে) আছেন তারা যাদের সম্পদের পরিমাণ ১০ হাজার মার্কিন ডলারের কম।

আর সম্পদ মালিকানা পিরামিডের সবচে নীচে অবস্থিত ৭১ শতাংশ মানুষের হাতে আছে মোট সম্পদের মাত্র ৩ শতাংশ সম্পদ। অন্যভাবে বলা যায় যে বিশ্বে খানাভিত্তিক মোট যতো সম্পদ আছে (মোট ২৫০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার) তার ৮৪.৬ শতাংশের মালিক পিরামিডের সর্বোচ্চ অবস্থানে অবস্থিত মাত্র ৮.১ শতাংশ মানুষ আর বাদবাকী ১৫.৪ শতাংশ সম্পদের মালিক ৯১.৯ শতাংশ মানুষ। অর্থাৎ বৈশ্বিক খানাভিত্তিক সম্পদে যেমন 'চরম ধনী' ও 'চরম দরিদ্র' মেরুকরণ স্পষ্টতই বিরাজমান তেমনি 'চরম ধনী' ও 'চরম দরিদ্র'-এই দুই মেরুর মাঝখানে যেমন 'চরম ধনী'-র কাছাকাছি মানুষ আছেন তেমনি 'চরম দরিদ্র'-দের কাছাকাছিও অনেকের অবস্থান। আর পিরামিডের বিভিন্ন স্তরে সময়ের সাথে সাথে যতোই পরিবর্তন হোক না কেন সম্পদ কিন্তু "স্বয়ংক্রিয়ভাবেই" নীচতলা থেকে উঁচুতলায় পৌঁছে যাচ্ছে এবং তা ক্রমাগত উঁচুতলার কিছু মানুষের হাতে পুঞ্জীভূত হচ্ছে। Rent-seeker নিয়ন্ত্রিত বৈশ্বিক পুঁজিবাদে সম্পদ প্রবাহের এ নিয়মে (নীচুতলার বিত্ত-সম্পদ উঁচুতলায় প্রবাহিত হওয়ার) কোনো ব্যত্যয় দেখা যাচ্ছে না।

৩. বৈশ্বিক খানা-সম্পদ বণ্টনে সুস্পষ্টভাবেই ভৌগলিক অসমতা লক্ষণীয়। যেমন একদিকে উত্তর আমেরিকায় বসবাস করেন বিশ্বের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৬ শতাংশ মানুষ কিন্তু তাদের মালিকানায় আছে বৈশ্বিক মোট খানা-সম্পদের ৩৭ শতাংশ, আর ইউরোপে বাস করেন বিশ্বের ১২ শতাংশ মানুষ যাদের মালিকানায় আছে বৈশ্বিক মোট খানা-সম্পদের ৩০ শতাংশ (অর্থাৎ উত্তর আমেরিকা আর ইউরোপ মিলে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৮ শতাংশ মানুষের হাতে আছে বিশ্বের মোট খানা-সম্পদের ৬৭ শতাংশ), আর অন্যদিকে ল্যাতিন আমেরিকা, ভারত ও আফ্রিকায় সম্মিলিতভাবে বাস করেন বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৩৭ শতাংশ মানুষ কিন্তু তাদের মালিকানায় আছে বিশ্বের মোট খানা-সম্পদের মাত্র ৬ শতাংশ। আবার বৈশ্বিক সম্পদের ভৌগলিক অসমতার এ চিত্রটি সুনির্দিষ্ট দেশের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য– যেমন ধনী দেশে ব্যপক-বিস্তৃত দরিদ্র মানুষ আছেন, আবার দরিদ্র দেশেও অতিসম্পদবান গুটিকয়েক মানুষ আছেন। আর এই ধনীদের নিরঙ্কুশ অংশই rent-seeker।

এতক্ষণ rent-seeker নিয়ন্ত্রিত বৈষম্য-অসমতার বৈশ্বিক যে চিত্র বিশ্লেষণ করা হলো সে চিত্রের পূর্ণাঙ্গরূপ অনুধাবনে সংশ্লিষ্ট আরও কিছু বলা প্রয়োজন। স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে বৈশ্বিক সম্পদে rent-seeker-দের মালিকানা কত গভীর অর্থাৎ এক কথায়– কারা নিয়ন্ত্রণ করে বৈশ্বিক অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট রাজনীতি? কাদের হাতে rent-seeker-দের সহায়তায় সম্পদ ক্রমাগত পুঞ্জিভূত হয়ে বৈষম্য-অসমতা বাড়ছে এবং তার পরিণাম কী হচ্ছে? বিষয়টি এরকম: বহুজাতিক কর্পোরেশনসমূহ (যাকে বলে transnational corporation বা TNC) বৈশ্বিক সম্পদের উপর তাদের একচেটিয়া মালিকানা-নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃত্ব-আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারে rent-seeker-দের সহায়তায় সর্বশক্তি নিয়োগ করে অথবা অন্যভাবে বলা যায় rent-seekersরাই বহুজাতিক কর্পোরেশনের বিশ্ব-আধিপত্য বিস্তারে বন্দোবস্ত পাকাপোক্ত করে দেয়। এ প্রসঙ্গে সর্বশেষ গবেষণালব্ধ কারণ-পরিণাম সংশ্লিষ্ট উদাহরণসমূহ নিম্নরূপ:

১. বৈশ্বিক সম্পদের মালিকানা-কর্তৃত্ব-আধিপত্যের স্বরূপ পুরোপুরি বুঝতে হলে বুঝতে হবে গাছের কাণ্ডের মতো কিছু 'কাণ্ড' (বা Node) আর সেইসাথে বহু 'সংযোগসূত্র' (বা Links)। এ ক্ষেত্রে 'কাণ্ড' হলো সরকার, ফার্ম, ফাউন্ডেশন ইত্যাদি আর 'সংযোগসূত্র' হলো মোট বৈশ্বিক সম্পদে নির্দিষ্ট ফার্মের (বা বহুজাতিক কোম্পানি বা কর্পোরেশনের) মালিকানার শতকরা হার অথবা অংশ। এ প্রসঙ্গে জেমস্ গ্লাটফেলডার দেখিয়েছেন যে বিশ্বে মোট বহুজাতিক কর্পোরেশনের সংখ্যা ৪৩ হাজার যাদের সর্বমোট ৬ লক্ষ নোড্ বা কাণ্ড আছে এবং মোট সংযোগসূত্রের সংখ্যা ১০ লক্ষ। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্র (centre) ও প্রান্ত (periphery) সম্পর্ক কাজ করে। কেন্দ্র-প্রান্তের এ সমীকরণে কেন্দ্রের-কেন্দ্রে (centre of the centre) আছে মোট ৬ লক্ষ নোড্-এর মধ্যে মাত্র ১ হাজার ৩০০ নোড্ (যা মোট নোড্ বা কাণ্ডের মাত্র ০.১২৩ শতাংশ) আর অন্য সবাই আছে প্রান্তে। এই ১ হাজার ৩০০ নোড্ প্রতিনিধিত্ব করছে মোট বহুজাতিক কোম্পানির ৩৬ শতাংশ কোম্পানি যাদের মালিকানায় আছে মোট বৈশ্বিক সম্পদের মূল্যমানের ৯৫ শতাংশ।[৮২] বৈশ্বিক সম্পদের মালিকানা অসমতায় rent-seeker নিয়ন্ত্রিত বহুজাতিক কোম্পানির আধিপত্যের এ হলো প্রাথমিক স্তরের কথাবার্তা।

২. কিন্তু বৈশ্বিক সম্পদের মালিকানায় rent-seeker নিয়ন্ত্রিত সম্পদ পুঞ্জিভবনের আরও গুরুতর অসমতা বিদ্যমান। যেমন, বিশ্বের মোট ৪৩ হাজার বহুজাতিক কোম্পানির বা কর্পোরেশনের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্পদবান হলেন মাত্র ৭৩৭ জন (যাদের বলা হয় top player) যারা মোট বৈশ্বিক সম্পদের ৮০

[৮২] গবেষণাটি Ted Talk হিসেবে পরিচিত। দেখুন, জেমস্ গ্লাটফেলডার, Who Controls the World?

শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করেন এবং এসব নিয়ন্ত্রণকর্তারা হলেন বিভিন্ন ধরনের rent-seeker। বৈশ্বিক সম্পদ পুঞ্জিভবনে আরো গুরুতর বিষয়টি হলো এরকম যে মোট বহুজাতিক কোম্পানির মধ্যে সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণকারীর অবস্থানে আছেন মাত্র ১৪৬ জন (যারা মোট বহুজাতিক কোম্পানির মাত্র ০.২৪ শতাংশ) যারা বহুজাতিক কোম্পানির মোট সম্পদের মূল্যমানের ৪০ শতাংশের নিয়ন্ত্রক এবং এদের সকলেই বৈশ্বিক rent-seeker (এরা মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে অবস্থিত)।

৩. বহুজাতিক কোম্পানির ঐসব rent-seeker-রা আসলেই কোনো নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেন না অথবা অসমতা-বৈষম্য সৃষ্টিকারী হিসেবে তুলনামূলক স্বল্প মাত্রায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেন।[৮৩]

৪. Rent-seeker নিয়ন্ত্রিত বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টির মূল কারণ হলো ধনীদের উপর তুলনামূলক স্বল্প ট্যাকস (অনেক ক্ষেত্রে আসলেই তারা কোনো ট্যাকস্ই দেন না), সরকারের নিয়ন্ত্রণহীনতা (deregulation), ব্যক্তিমালিকানাধীনকরণ (privatization), শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রতিষ্ঠায় দুর্বল আইনি সুরক্ষা।[৮৪]

৫. অর্থনৈতিক বৈষম্য-অসমতা শেষাবধি সমাজে সমূহ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন rent-seeking সিস্টেম উদ্ভূত এসব বৈষম্য-অসমতা যেসব বড় ধরনের ব্যাধির কারণ তা হলো সামাজিক সম্পর্ক, স্বাস্থ্য এবং মানব পুঁজি গঠন প্রক্রিয়াকে পেছনে টেনে ধরে। ফলে বাড়ে সব ধরনের সহিংসতা, বাড়ে শিশু নির্যাতন, বাড়ে হত্যাকাণ্ড, বাড়ে কারাবাস, কমে মানুষে-মানুষে আস্থা-বিশ্বাস, বাড়ে মাদকাশক্তি, বাড়ে শিশু মৃত্যুহার, কমে মানুষের জীবনের সুস্থ আয়ুষ্কাল, বাড়ে মানসিক বৈকল্য, বাড়ে মানুষের মুটিয়ে যাবার অথবা অতিশয় স্থূল (obesity) হবার প্রবণতা, কমে শিশুর জীবন সমৃদ্ধি, বাড়ে স্কুল-কলেজে ঝড়ে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা, বাড়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অঙ্কশাস্ত্র ও সাহিত্যে খারাপ ফল করার প্রবণতা, বাড়ে কিশোরী গর্ভধারণ, কমে মানুষের সামাজিক সচলতা।[৮৫]

এতসব বলার পরে বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার রাজনৈতিক অর্থনীতির নিহিতার্থ অনুসন্ধানে উপযোগী হবে বিধায় এখানে মূল কথাটি আরও একবার বলা সমীচীন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৈষম্য-অসাম্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটেনি। এটা সৃষ্টি করা হয়েছে; এটা মনুষ্য সৃষ্ট। বাজার শক্তি এসবে ভূমিকা রেখেছে, তবে বাজার একা নয়। অসমতার উচ্চমাত্রা যে কারণে সৃষ্টি হয়েছে বাজারের সেই শক্তিকে সরকারি নীতি-দর্শন (government policies) এর মাধ্যমে রাষ্ট্রই গড়ে দিয়েছে। মূল বিষয় হলো– সরকার কী করেছে এবং সরকার কী করেনি? সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্র কী করেছে এবং কী করেনি? সরকার আইন-কানুন-বিধি-বিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে– এসবে স্বার্থ দেখেছে উপরতলার ধনিক ১ শতাংশের। আর এসব আইন-কানুন-বিধি-বিধান প্রণয়নে উপরতলার ঐ ১ শতাংশ ধনীরাই মনোনীত করেছেন তাদের স্বার্থবাহী এজেন্টদের। এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে এমন এক রাজনৈতিক সিস্টেম যেখানে ঐ ১ শতাংশের আছে অসীম ক্ষমতা-প্রভাব। ঐ রাজনৈতিক সিস্টেমই বাতলে দেয় কী করে, কোন পথ-পদ্ধতিতে নীচতলার মানুষের অর্থ-বিত্ত-সম্পদ-সম্পত্তি উপহার হিসেবে নির্বিঘ্নে উপরতলায় পৌঁছে যাবে– যাকে বলে rent seeking অর্থাৎ সম্পদ *সৃষ্টির* পুরস্কার হিসেবে নয়– বিত্ত-সম্পদের বড় অংশ জোরদখল করে আরো ধনী হওয়া।

তাহলে নিস্তার কোথায়? এক্ষেত্রে নোবেল বিজয়ী জোসেফ স্টিগলিজ, নোবেল বিজয়ী পল ক্রুগম্যানসহ অনেকেই একই রকম আশা-নিরাশার কথাও বলছেন। দুইহাত বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ হিসেবে স্টিগলিজ বলছেন: "সমতা সৃষ্টির সুযোগের অভাবের অত্যুচ্চ মাত্রা দেখে মনে হয় ভবিষ্যত অন্ধকার; আবার অন্যদিকে দেখি আর্থ-সামাজিক নীতি-দর্শনে অর্থনীতির সাথে রাজনীতির স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতা (nexus অর্থে) অঙ্গাঙ্গি। সে কারণেই প্রশ্ন– জনকল্যাণকামী স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিনির্মাণ ও তা বাস্তবায়ন সম্ভব কি-না?... এ কথা তো যুক্তিসঙ্গত যে বৈষম্য-অসমতা যদি দূর করা যায় এবং সেইসাথে সুযোগের সমতা বৃদ্ধি করা যায় তাহলে তো আমাদের অর্থনীতি, সমাজ, গণতন্ত্র সবই উপকৃত হবে" (পৃ: xxxiv)। বসবাস আর বেড়ে ওঠা তাদের পুঁজিবাদী সমাজে– সমাজতন্ত্র অথবা অনুরূপ কোনো আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার স্বপ্ন তারা দেখেন না (সম্ভবত দেখার সময়ও হয়নি)। সে কারণেই বেশ বস্তুনিষ্ঠ-নির্মোহ বিশ্লেষণের পরে তারা শেষ কথা যা বলেছেন তা এ রকম: সেসব নীতি-কৌশল (policy অর্থে) অবশ্যই আছে যা বাস্তবায়ন করতে পারলে একই সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমতা (inequality-র বিপরীতে equality অর্থে) অর্জন সম্ভব। তারা এও বলছেন যে বিষয়টি অর্থনীতির নয় রাজনীতির

[৮৩] দেখুন, Banned Ted Talk. নিক্ হানাউয়ের, Rich people don't create jobs.
[৮৪] দেখুন, Ted Talk. খ্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ড, The rise of the new global super rich.
[৮৫] দেখুন, Ted Talk. রিচার্ড উইলকিনসন, How economic inequality harms societies.

(পৃঃ xxix)। এক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উপরতলার ১ শতাংশের সাথে সরকার ও রাজনীতির যে অভিন্ন অশুভ স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতা (nexus of common unholy interest) সৃষ্টি হয়েছে এবং শক্তভাবে দানা বেঁধেছে– নীচতলার মানুষের স্বার্থ সমুন্নত করতে তা কিভাবে ভাঙবেন? সে রাজনীতির রূপ-বৈশিষ্ট্য কী হবে যা দিয়ে ঐ স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থে ভেঙ্গে বিনির্মাণ করবেন মানুষে মানুষে সমতা সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ এবং নিশ্চিত করবেন অর্থ-বিত্ত-সম্পদে সবার জন্য সমসুযোগ সৃষ্টির পথ? আমার ধারণা এ প্রশ্নের উত্তর জোসেফ স্টিগলিজ, পল ক্রুগম্যান, জেফরি স্যাকস্‌সহ পশ্চিমা অর্থনীতিবিদদের কাছে নেই অথবা থাকলেও বলছেন না অথবা মনে করছেন এখনও তা বলার সময় হয়নি। আমাদের ভাবনা আমাদেরকেই ভাবতে হবে– যেখানে আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞান আর অভিজ্ঞতাসহ rent-seekers নিয়ন্ত্রিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা মুক্তবাজার বিশ্বের অভিজ্ঞতা অবশ্যই কাজে লাগবে।

অধ্যায় ১২

Rent seeking নিয়ন্ত্রিত দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা কাঠামো থেকে উত্তরণ: সম্ভাব্য রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক রূপান্তর-পরিবর্তন-এর স্বরূপ প্রসঙ্গে

> "বিকাশের এক বিশেষ স্তরে বিদ্যমান উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে কিংবা– একই কথা শুধু আইনগত ভাষায় প্রকাশ করা হচ্ছে– এ যাবৎ সেগুলি যার কাঠামোর মধ্যে কাজ করেছে সেই মালিকানাসম্পর্কের সঙ্গে সমাজের বৈষয়িক উৎপাদন-শক্তিগুলির সংঘাত বাধে। এই সম্পর্ক উৎপাদন-শক্তিগুলির বিকাশের আকার থেকে পরিণত হয় শৃঙ্খলে। তখন শুরু হয় সমাজ-বিপ্লবের যুগ।"
>
> কার্ল মার্কস, ১৮৫৯ (অর্থশাস্ত্র-বিচার প্রসঙ্গে)

এখন এ গ্রন্থের মূল লক্ষ্য মাথায় রেখে সারকথাসমূহ আরও একবার বলে তারপর আসা যাক সংশ্লেষণে (sythesis followed by analysis)। এক্ষেত্রে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম সংশ্লিষ্ট আমার বিশ্লেষণউদ্ভূত একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বসহ মৌলিক বিষয়াদি আরো একবার স্মরণ করে সমাধানের পথ নিয়ে প্রস্তাব উত্থাপন যৌক্তিক হবে। ইতোমধ্যে ১১টি অধ্যায়ে যা বলেছি তার মূল কথাটি এ রকম:

> বাংলাদেশে গত চার দশকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতিধারা যথেষ্ট মাত্রায় সাক্ষ্য দেয় যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বৈষম্যহীন অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র ও অসাম্প্রদায়িক মানস কাঠামোর বিকাশ প্রক্রিয়া বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে অথবা ঐ চেতনা বাস্তবায়নে কার্যকর তেমন কোনো পদক্ষেপই নেয়া হয়নি। ব্যাপক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য-দুর্দশা-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা বৃদ্ধি পেয়েছে আর পাশাপাশি অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের সুযোগে গুটি কয়েক সমস্বার্থগোষ্ঠীর 'rent-seeker'-রা অঢেল বিত্ত-সম্পদের মালিক হয়েছেন। এ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করেছে বাজার, সরকার ও রাষ্ট্র। 'Rent-seeker' দুর্বৃত্তদের এ এক যৌথ উদ্যোগের ফল। দুর্বৃত্ত এ rent-seeker-রা বিত্ত সৃষ্টি করেন না, তারা বিত্তশালী হন অন্যের বিত্ত গ্রহণ, অধিগ্রহণ, হরণ, দখল, বেদখল, জবরদখল, লুট, আত্মসাৎকরণের মাধ্যমে; এবং আসলে তারা সমাজের মোট বিত্ত-সম্পদ শুধু হ্রাসই করেন না ধ্বংস করেন– এরা দেশের জনগোষ্ঠীর উপরতলার ১ শতাংশ মানুষ। এই ১ শতাংশ দুর্বৃত্ত rent-seeker-দের সাথে রাজনীতি ও সরকারের অশুভ সমস্বার্থের আঁতাতই এ দেশে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার প্রধান কারণ; আর সরকার ও রাজনীতি এ rent-seeker-দেরই অধীনস্থ সত্তা মাত্র। এটাই আমার বিশ্লেষণে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার একীভূত (unified) রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের মর্মবস্তু। প্রক্রিয়াটি চলমান। এ প্রক্রিয়ায় পুঁজিবাদী অর্থনীতির মুক্তবাজার দর্শনের আওতায় দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বৃদ্ধি হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে উত্তরণ সম্ভব। এ সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ দিতে প্রয়োজন প্রচলিত উন্নয়ন দর্শনটিই উল্টে ফেলে সে জায়গায় নতুন উন্নয়ন দর্শন বিনির্মাণ করা ও তা বাস্তবায়ন করা। যে দর্শনটি হবে এ দেশের মাটি থেকে উত্থিত– স্বদেশজাত (home grown development philosophy) মানবকল্যাণকামী যেখানে উন্নয়নের মানবিকীকরণ হবে মূল কথা। যে দর্শনের প্রথম নীতি (principle) হবে rent-seeker গোষ্ঠীকে রাজনীতি ও সরকার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলা; দ্বিতীয় নীতি হবে সংবিধানের মূল চেতনা "জনগণই হইবেন প্রজাতন্ত্রের মালিক"-সহ সমসুযোগের অধিকার নিশ্চিত করা এবং শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্য থেকে চিরস্থায়ী মুক্তির অধিকার নিশ্চিত করা। যে দর্শন অনুযায়ী এমন কোন অর্থনৈতিক নীতি প্রণীত হবে না যার দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক অভিঘাত হবে বিরূপ, ঋণাত্মক। হতে হবে উল্টোটা। বিষয়টি রাজনৈতিক। যা বাস্তবায়নে প্রয়োজন মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সহমর্মী ও আস্থাশীল সুদূর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানসমৃদ্ধ রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং এ প্রক্রিয়ায় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ।

রাজনীতিতে নির্ধারক হবে কালোটাকার মালিক rent-seeker দুর্বৃত্তরা আর রাষ্ট্র পরিচালনে সরকারে গিয়ে তারা দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা দূর করবে– এ বিশ্বাসের যুক্তি কোথায়? আর সে কারণেই প্রচলিত রাজনীতিবিদরা সরকারে ও সরকারের বাইরে দারিদ্র্য নিয়ে ব্যবসা করবেন– যা তারা করছেন। এটাই স্বাভাবিক। দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য হাজারো চুক্তিভিত্তিক প্রকল্প (project) গৃহীত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে; কিন্তু কখনও, কোনও অবস্থাতেই এমন কর্মসূচি (programme) নেয়া হবে না যেখানে কাঠামোগত মৌলিক পরিবর্তন নিশ্চিত করা হবে; যেখানে উৎপাদিকা শক্তির দ্রুত বিকাশ নিশ্চিত করতে পুরাতন উৎপাদন সম্পর্ক পাল্টে ফেলার কর্মকাণ্ডে হাত দেয়া হবে; যেখানে জনকল্যাণ নিশ্চিত করতে সংবিধানের চার স্তম্ভ– জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা বাস্তবায়িত হবে; যেখানে সংবিধানের বিধি "জনগণই হইবেন প্রজাতন্ত্রের মালিক" প্রকৃতই বাস্তবায়িত হবে; যেখানে এসব বাস্তবে রূপ দিতে উৎপাদনের উপায়ের উপর মালিকানার ধরন পাল্টে ফেলা হবে; যেখানে বাজেটের প্রধান অংশ বরাদ্দ করে প্রকৃত দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার সকল নির্দেশক (indicator অর্থে) ভিত্তিক সময় বেঁধে দিয়ে কর্মকাণ্ড সংবিধানের নির্দেশ মোতাবেক পরিচালিত হবে; যেখানে ব্যর্থতার শাস্তি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে এবং শাস্তির বিধান কার্যকর করা হবে। কিন্তু প্রচলিত পথে এসব হবে না, কারণ সে ক্ষেত্রে লুণ্ঠন প্রক্রিয়া ও বৈষম্য সৃষ্টির সব পথ-ঘাট বন্ধ হয়ে যাবে। বসের চেয়ারের পিছনে যতোদিন তোয়ালে থাকবে ততোদিন ঔপনিবেশিক মানসিকতাও যাবে না, আর সেটা অটুট থাকলে দারিদ্র্য প্রকল্প লাভজনক ব্যবসা হিসেবেই চিরকাল বহাল থাকবে। চেয়ারের মানুষটির দারিদ্র্য কিভাবে দূর হবে? দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ফ্ল্যাটের মালিক না হতে পারার দারিদ্র্য কিভাবে দূর হবে? আমার মাটির তলার-উপরের সম্পদ অন্যের হাতে– rent-seeker-দের হাতে নির্বিঘ্নে হস্তান্তর করতে না পারার দারিদ্র্য কিভাবে দূর হবে? রাজনীতিবিদের প্রতি দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর হতাশা-নিরাশা উদ্ভূত আস্থাহীনতা কিভাবে দূর হবে? তথাকথিত সুশীল সমাজ ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাম্রাজ্যবাদ ও আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা জিইয়ে রাখার দীর্ঘমেয়াদি ষড়যন্ত্র কিভাবে দূর হবে? বৈশ্বিক rent-seeker ও তাদের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে ওকালতি-দালালি-লবি না করার ক্ষতি কিভাবে পুষাবেন?

আমি মনে করি ছোট মনে বড় কাজ করা সম্ভব নয়। আর আমরা যারা rent-seeker কালোটাকার প্রভুদের মধ্যবিত্ত ভক্ত, তারা মনের দিক থেকে যথেষ্ট মাত্রায় অনাবাসী। আমরা যতো না ইহকালে বাস করি, ততোধিক পরকালে। আর ইহকালে পশ্চিমা পাসপোর্ট প্রাপ্তির মূর্খতা আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় জেঁকে বসেছে। গোলকায়নের গোলকধাঁধায় আমি তো "বিশ্বনাগরিক" (তৃতীয় শ্রেণির হলেও অসুবিধা নেই)– আমার দেশপ্রেম থেকে বিশ্বপ্রেম জরুরি। সুতরাং, সম্ভবত আরও একবার ভাল করে ভাবতে হবে, আত্মানুসন্ধান করতে হবে (যাকে বলে "soul search")। ভাবনাকে জাতীয় চিন্তায় রূপ দিতে হবে। দুর্বৃত্তবেষ্টিত যে সমাজ-অর্থনীতি আমরা সৃষ্টি করেছি, সে কাঠামোতে আদৌ দারিদ্র্য বিমোচন ও বৈষম্য-অসমতা হ্রাস সম্ভব কি-না, ভেবে দেখতে হবে। ভাবতে হবে এ বিষয়ে রাজনৈতিক ঐকমত্যের প্রসঙ্গটি; গভীরভাবে ভাবতে হবে মধ্যবিত্তের মানসিক-কাঠামোর রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা। মুক্তবাজার– এমনিতেই দরিদ্র-বান্ধব নয় উপরন্তু এখন তা দুর্বৃত্তবেষ্টিত rent-seeker-দের অধীনস্থ সত্তা। আর এ rent-seeker-দেরই অধীন হলো রাজনীতি ও সরকার। সেই সঙ্গে বিশ্বায়নের তোড়ে মুক্তবাজার ততোধিক দরিদ্রবিরোধী। বিশ্বায়ন সৃষ্টি করেছে বৈশ্বিক rent-seeker এর এক গোষ্ঠী, যারা দুনিয়ার সকল সম্পদ– জ্বালানি, খনিজ, জল, আকাশ, মহাকাশের উপর নিরঙ্কুশ মালিকানা ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এ অবস্থায় আমাদের ভাবতে হবে নিজের পায়ের তলার মাটি শক্তিশালী করার কৌশল নিয়ে। এমন নীতি-কৌশল যা প্রয়োগ করলে যথাদ্রুত সম্ভব দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার প্রধান কারণগুলোই উচ্ছেদ হয়ে যাবে।

উত্তরণে সম্ভাব্য সমাধান প্রস্তাবের আগে আপাতত আমার একটি শেষ প্রশ্ন– পৃথিবীর কোথাও বিদেশি পরামর্শ ও ঋণে দারিদ্র্য বিমোচন ও বৈষম্য-অসমতা হ্রাস হয়েছে কি? এ দেশের গ্রামে জন্মে এ দেশের মাটিতে মানুষ হয়ে আমাদের দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার প্রকৃতি ও দরিদ্র-বঞ্চিত মানুষের চেহারা আমরাই যদি না বুঝি তাহলে ভিনদেশি সাহেবরা তা কিভাবে আমাদের চেয়ে ভাল বুঝবেন? এটা আমার কাছে একদিকে যেমন দুর্বোধ্য, অন্যদিকে এ ভাবনাটাও অনৈতিক ও অপমানজনক। আমাদের দেশে প্রণীত দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলপত্র আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) কনসেশনাল ঋণ সুবিধে পাবার শর্ত হিসেবে বিশ্বব্যাংকের নির্দেশ মোতাবেক রচিত হয়েছে। আমার প্রশ্ন– যে দেশের কৃষক দেশকে কৃষি উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে পারে, যে দেশের নারী-পুরুষ মেহনতি শ্রমিক দেশের মধ্যেই স্বল্পতম মজুরির বিনিময়ে (যা অন্যায্য) বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে রেকর্ড করতে পারে, যে দেশের শ্রমিক-মেহনতি মানুষ বিদেশে রাত-দিন পরিশ্রম করে বছরে ২০-২৫ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা পাঠাতে পারে, যে দেশের দরিদ্র-নিম্নবিত্ত মানুষ ভাগ্যান্বেষণে ছোট ডিঙ্গি নৌকায় উত্তাল সমুদ্র পার হতে ভীত নয়, যে দেশের বিজ্ঞানীরা পাটের জন্মরহস্য আবিষ্কার করতে পারে, যে দেশের রসায়ন বিজ্ঞানী খাবার পানিকে আর্সেনিক বিষমুক্তকরণের প্রযুক্তি আবিষ্কার করে খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই প্রযুক্তির নোবেল পুরস্কার পেতে পারে– সে দেশের উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নে বিদেশি দাতাদের শলা পরামর্শ প্রয়োজন কেনো? আমাদের

দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা উচ্ছেদ উদ্দিষ্ট জাতীয় উন্নয়ন নীতি-দর্শন আমাদেরই প্রণয়ন করতে হবে এবং জনগণের শক্তির ওপর নির্ভর করে জনগণকে সম্পৃক্ত করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইচ্ছাশক্তি প্রবল হলে আমরা আমাদের ১৯৭২ এর মূল সংবিধান মেনে দারিদ্র্য উচ্ছেদ ও বৈষম্য-অসমতা হ্রাসে দেশোপযোগী নীতি-কৌশল প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম। সেই সঙ্গে আমি এও মনে করি যে, ঋণ গ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে প্রণীত বিশ্বব্যাংকের তথাকথিত দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশলপত্র (নামকরণটি বেশ নিরপেক্ষ গোছের কিন্তু আসলে ষড়যন্ত্রমূলক) এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রণীত অসম-অন্যায্য বিধি-বিধানসমূহ আমাদের সার্বভৌমত্বের প্রতি একধরনের অস্বীকৃতি। আমার জানামতে আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন বেশ কিছু দেশ ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলপত্র প্রণয়নে অস্বীকার করেছে। কেউ বলেছে, তাদের সংবিধান আছে এবং তার বিধানের ভিত্তিতে দারিদ্র্য দূরীকরণ হচ্ছে/হবে; কেউ বলেছে, সংবিধান মেনে যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করা হচ্ছে, সেটাই তাদের উন্নয়ন কৌশল। আমরা কেন পারছি না? আমারতো দৃঢ় বিশ্বাস আমরা পারি।

আমার যৌক্তিক দৃঢ় বিশ্বাস যে আমরাই আমাদের দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা উচ্ছেদ ও হ্রাস করতে সক্ষম। তার কারণ একদিকে আমরা যেমন এসবের উদ্ভব ও সম্প্রসারণের কারণসমূহ জানি অর্থাৎ জানি কোথায় হাত দিতে হবে আর অন্যদিকে সন্দেহাতীতভাবেই জানি যে সমাজ কাঠামোর নিয়ন্ত্রণ ও রূপান্তর মানুষের প্রকৃতিপ্রদত্ত অধিকার। আমরা এও জানি যে শোষণভিত্তিক সমাজ কাঠামো উদ্ভবসূত্রে এবং গন্তব্যসূত্রে চিরস্থায়ী নয়। সুতরাং যুক্তিগতভাবেই আমার বিশ্বাস কোনো কল্পকথা নয় যদি বলি যে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা উচ্ছেদ ও হ্রাসে সংশ্লিষ্ট নীতি দর্শনের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক কর্মসূচি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে। অর্থাৎ সমাজ দেহের অসুস্থ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গ সুস্থ করে মানুষের জীবন-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট বিভিন্ন কর্মসূচিভিত্তিক ইশতেহার বা ঘোষণাপত্র (Manifesto with specific programme-agenda) রচনা করতে হবে। এ লক্ষ্যেই আমি পরস্পর সম্পর্কিত একটি "২১ দফা এজেন্ডা" প্রস্তাব করছি (এখানে যে কেউ যুক্তিসঙ্গত নতুন দফা যুক্ত করতে পারেন)।

আমার প্রস্তাব হলো প্রস্তাবিত নিম্নলিখিত ২১ দফা এজেন্ডা বিচার-বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক প্রগতির নীতিদর্শনের ভিত্তিতে কর্মসূচি ও কর্মকৌশল প্রণয়ন করা হোক এবং তা পরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক। তবে শুরুতেই আমার প্রস্তাবিত ২১ দফা এজেন্ডাসমূহের বৈশিষ্ট্যসূচক কয়েকটি বিষয় বলে রাখা প্রয়োজন, যেগুলি নিম্নরূপ:

(ক) এজেন্ডাসমূহ পরস্পর সম্পর্কিত-পরস্পর নির্ভরশীল,

(খ) গুরুত্ব বিচারে প্রত্যেক এজেন্ডার তুলনীয় মান সমান নয়,

(গ) প্রতিটি এজেন্ডার বাস্তবায়ন সম্ভাব্যতা এক বা অনুরূপ নয়,

(ঘ) কোন কোন এজেন্ডা এমনই প্রকৃতির যা বাস্তবায়িত হলে অন্য কোন্ কোন্ এজেন্ডার বাস্তবায়ন সহজতর হতে পারে, এবং সর্বোপরি

(ঙ) প্রতিটি এজেন্ডাই সারগতভাবে রাজনৈতিক (in essence political)।

এখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দুটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ জরুরি: (১) প্রস্তাবিত ২১ দফা এজেন্ডা বাস্তবায়নে রাষ্ট্রক্ষমতার স্বরূপ (চরিত্র, বৈশিষ্ট্য) বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যে কোনো ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ২১ দফা বাস্তবায়ন উপযোগী হতে পারে না। ২১ দফা বাস্তবায়নে রাষ্ট্রক্ষমতার শ্রেণিচরিত্র অনুরূপ সাযুজ্যপূর্ণ হতে হবে (বিষয়টি এ লেখার শেষে আলোকপাত করেছি)। বিষয়টি এ কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রতিটি এজেন্ডা বাস্তবায়নে মূল প্রতিবন্ধক হলো rent-seeker দুর্বৃত্ত এবং rent seeking সিস্টেম। (২) প্রস্তাবিত ২১ দফা এজেন্ডাকে বিচ্ছিন্ন দফা হিসেবে নয়– দেখতে হবে সমন্বিত সমগ্রতা (holistic) হিসেবে; এবং সেই সাথে বাস্তবায়ন হতে হবে একই সাথে, তবে প্রত্যেক দফা পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার (prioritization) ও পর্যায়ক্রম (sequencing) বিবেচনায় আনতে হবে। আমার প্রস্তাবিত ২১ দফা এজেন্ডার মৌল-সারগত বিষয়াদি নিম্নরূপ:

১. কালো টাকা, ঘুষ, দুর্নীতি, মুদ্রাপাচার, অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য, অন্যের বিত্ত হরণ-দখল-বেদখল-আত্মসাৎকরণসহ rent seeking এর সকল উৎসপথ উচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ড (নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আইনি) জোরদার করা।

২. রাজনৈতিক, বিচারিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কৃতির গণমুখী রূপান্তর ঘটানো (যেখানে এসবের গণমুখী রূপান্তরের অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে "ধর্মের নামে রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে", অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র চরিত্র নিশ্চিত করতে মূলনীতি হবে "ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার")।

৩. প্রতিকূল শর্তের কোনো ধরনের বৈদেশিক ঋণ-অনুদান এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ কোন অবস্থাতেই গ্রহণ না করা।

৪. কোন অবস্থাতেই এমন কোন অর্থনৈতিক নীতি-কৌশল অবলম্বন না করা (তা আপাত দৃষ্টিতে যতোই লাভজনক বা চাকচিক্যপূর্ণ মনে হোক না কেনো) যার দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক অভিঘাত ঋণাত্মক হতে পারে।

৫. রাষ্ট্রের আর্থিক নীতি এমনভাবে ঢেলে সাজানো যেন কর কাঠামো পূর্ণমাত্রায় প্রগ্রেসিভ ধরনের হয় (অর্থাৎ বেশি আয় ও বেশি বিত্ত-সম্পদের মালিক আনুপাতিক বেশি হারে কর প্রদান করবেন)।

৬. বণ্টন ন্যায্যতা নিশ্চিতসহ উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করার পথ প্রশস্ত করা।

৭. কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা।

৮. অধিকতর কার্যকরী, বৈচিত্রপূর্ণ উৎপাদনশীল কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

৯. শিল্পায়ন: অণু, ক্ষুদ্র, মাঝারি, বৃহৎ (স্বকর্মসংস্থানসহ) এবং শিল্পে শ্রমিকের মালিকানাভিত্তিক অংশিদারিত্ব নিশ্চিত করা।

১০. উন্নয়নে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরসমূহে রাষ্ট্রীয় ও যৌথ (সমবায়ি) মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা।

১১. অধিকহারে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ ন্যায্য-ন্যায়সঙ্গত পারিশ্রমিক (মজুরি, ভাতা ইত্যাদি) প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করা।

১২. অনানুষ্ঠানিক খাতসমূহকে যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান এবং এসব খাতে কর্মরত শ্রমজীবী মানুষের জীবনসমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৩. বাণিজ্য ও পণ্য বাজারজাতকরণে মধ্যস্বত্বভোগী হ্রাস এবং মূল্য সংযোজনভিত্তিক সমানুপাতিক হিস্যা প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান করা।

১৪. শ্রমজীবী মানুষের জীবন-সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা বিধানে দরকষাকষির সুযোগ বৃদ্ধির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী করা।

১৫. নারীর অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করা।

১৬. জনসংখ্যাকে মানসম্মত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, ইত্যাদির মাধ্যমে সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে আলোকিত মানব সম্পদে রূপান্তরিত করা।

১৭. জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বোত্তম জনকল্যাণকর ব্যবহার প্রসারিত করে আলোকিত মানুষের সমাজ গড়ে তোলা।

১৮. শক্তিশালী সরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাত (শুধু প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নয় উচ্চতর স্বাস্থ্যসেবাসহ) বিনির্মাণ করা।

১৯. সুসংগঠিত সামাজিক ইন্স্যুরেন্স সিস্টেম (সব ধরনের সামাজিক সুরক্ষা– সেফটি নেট থেকে শস্য বিমা পর্যন্ত) প্রচলন করা।

২০. গণমাধ্যমকে মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তা-চেতনার বিকাশ-বাহক হিসেবে রূপান্তরিত করা।

২১. রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যেখানে *উন্নয়ন হবে আন্দোলন*।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা উচ্ছেদ ও হ্রাসে উল্লিখিত "২১ দফা এজেন্ডা"কে আর্থ-সামাজিক প্রগতির ইশতেহার বা ম্যানিফেস্টো আখ্যায়িত করলে অত্যুক্তি হবে না। বর্তমান ঐতিহাসিক সময় বিবেচনায় প্রস্তাবিত "২১ দফা এজেন্ডা"কে কেউ কেউ হয়তো বা "ভাল কথার" অথবা "সুআকাঙ্ক্ষার" তালিকা– কিন্তু এখনই বাস্তবায়নযোগ্য সময় হয়নি বলে বাতিল করলেও করতে পারেন। তাতে 'প্রগতির ম্যানিফেস্টোর' কোন ক্ষতি হবে না, উল্টো প্রগতির চাকার লাগাম টেনে ধরলে সমাজ পিছাবে অথবা প্রগতির গতি আপাতত হ্রাস পাবে কিন্তু ঐ গতি চিরতরে রূদ্ধ করা যাবে না। কারণ

প্রগতি প্রকৃতিরই বিধি; প্রগতিহীনতা প্রকৃতি বিরুদ্ধ; সমাজ বিকাশ জীবদেহের মতই ক্রমবিকাশমান; সমাজদেহ প্রকৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অংগ; উৎপাদিকা শক্তির নিরন্তর বিকাশ প্রকৃতিরই নিয়ম এবং সেই বিকাশে মানুষে-মানুষে প্রতিষ্ঠিত উৎপাদনী সম্পর্কসহ সকল সম্পর্কই উৎপাদিকা শক্তির ক্রমবিকাশে সহায়ক প্রভাবক আর এই প্রভাবন ভূমিকা বিলুপ্ত হলে উৎপাদন সম্পর্কসহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক সম্পর্ককেই পরিবর্তিত হতে হবে। এসব কথা তত্ত্বকথা বলে কেউ কেউ বাতিলও করতে পারেন। কিন্তু এসব তত্ত্বকথা উহ্য রেখে "আর্থ-সামাজিক প্রগতির ম্যানিফেস্টো"-তে প্রস্তাবিত "২১ দফা এজেন্ডার" মর্মকথা এবং অন্তর্নিহিত শক্তি অনুধাবন সম্ভব নয়। এখানে ছোট একটা উদাহরণ দেয়া সমীচীন হবে। পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করবেন যে ২১ দফা এজেন্ডার প্রথম দফা আর্থ-সমাজিক দেহ-কাঠামো থেকে rent-seeker দুর্বৃত্ত এবং তাদের সিস্টেম উচ্ছেদ করতে হবে (এজেন্ডা ১) এবং যা করতে সমগ্র রাজনৈতিক-বিচারিক-প্রশাসনিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক সংস্কৃতির গণমুখী রূপান্তর ঘটাতে হবে (এজেন্ডা নং ২) এবং সমগ্র সমাজ দেহের (রাষ্ট্রের) কাঙ্ক্ষিত প্রগতি যজ্ঞ নিশ্চিত করতে এ প্রক্রিয়ায় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া সম্ভব নয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে উন্নয়নকে আন্দোলন হিসেবে দেখতে হবে (এটাই ২১ দফা এজেন্ডার সর্বশেষ এজেন্ডা; অবশ্য বাস্তব জীবনে এটাই হবে সকল এজেন্ডার মূল অনুসঙ্গ)।

দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা উচ্ছেদ উদ্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক প্রগতির ম্যানিফেস্টো-২১ দফা এজেন্ডার ভিত্তি হিসেবে যে অনুসিদ্ধান্ত কাজ করছে তা হলো: "জনগণের স্বার্থ সবকিছুর উর্ধ্বে।" আর দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতাসহ জনগণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বলতে আমরা কী বুঝবো এবং সেগুলো রাষ্ট্র ও সরকার কিভাবে নিশ্চিত করবে তা তো কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় আমাদের ১৯৭২ এর মূল সংবিধানেই আছে। মানুষ হিসাবে দরিদ্র মানুষ সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার সমঅংশীদার। আমাদের সংবিধান এখন থেকে চার দশক আগে মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার যে দিকদর্শন দিয়েছে সেটা বাস্তবায়িত হলে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা উচ্ছেদ নিয়ে আর কোনো বক্তৃতা দরকার হবে না। মনে রাখা জরুরি যে আমাদের দেশের দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা প্রধানত মনুষ্যসৃষ্ট– ভূমিকম্প বা অলৌকিক কোন কিছু এখানে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ নয়।[৮৬] সুতরাং শেষ কথা, মানুষ যেন জন্মসূত্রে দরিদ্র হতে না পারে, সে শর্ত সৃষ্টি করতে হবে; সকল মানুষ– মানুষ হিসাবে সমান। সুতরাং দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টির পথ বন্ধ করলেই তো সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তাহলে সমস্যাটি কোথায়?

এ গ্রন্থের মূল অভীষ্ট নির্ধারণে বলেছিলাম যে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির বিশ্লেষণপূর্বক "দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতি তত্ত্ব" (unified political economic theory) বিনির্মাণ করা যায় কি-না? আমার ধারণা ইতোমধ্যে যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বটি হতে পারে এমন:

> ধনতান্ত্রিক কাঠামোতে জনসংখ্যার একাংশ– উপরের তলার মানুষেরা বিত্ত সৃষ্টির মাধ্যমে নয় অন্যের বিত্ত হরণের (rent seeking) বিভিন্ন পন্থায় বিত্তশালী হন এবং এ প্রক্রিয়ায় তাদের সাথে রাজনীতি ও সরকারের এক দুর্ভেদ্য অশুভ সমস্বার্থ সম্মিলন (nexus of common unholy interest) ঘটে; এ সমস্বার্থ সংশ্লিষ্টতা একদিকে rent-seeker বিত্তবানদের বিত্ত বাড়াতে থাকে আর অন্যদিকে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান হারে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টি করতে থাকে। ক্রমবর্ধমান এ দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা দূর করা সম্ভব যদি সমস্বার্থের ত্রিভূজ (বিত্তশালী rent-seeker, সরকার, রাজনীতি)-টি ভেঙ্গে ফেলা যায়; যদি ঐ ত্রিভুজ ভেঙ্গে বিত্তশালী rent-seeker-দের প্রচলিত রাজনীতি ও সরকারের বাইরে রাখা যায়; যদি জনসমৃদ্ধিকামী মতাদর্শভিত্তিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত করা যায় যে রাজনীতি দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার উৎসমুখ বন্ধ করে দেবে। বিষয়টি শেষ বিচারে রাজনৈতিক সিস্টেমের পরিবর্তনসংশ্লিষ্ট।

[৮৬] আর এ কারণেই যখন মনুষ্যসৃষ্ট দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা উচ্ছেদের বিষয় সযত্নে এড়িয়ে অথবা গুরুত্বক্রমে নিচের দিকে নামিয়ে দিয়ে বৈশ্বিক পুঁজিবাদ, তাদের স্বার্থবাহী আন্তর্জাতিক অংগ সংগঠন-সংস্থাসমূহ এবং আমাদের দেশে ওদেরই স্বার্থবাহী "জ্ঞানী সমাজ"-"সুশীল সমাজ"-"বুদ্ধিজীবী সমাজ" এর বেশ বড় একটা অংশ সচেতনভাবেই "ক্লাইমেট চেইঞ্জ" (জলবায়ু পরিবর্তন), বৈশ্বিক উষ্ণতা অথবা বৈশ্বিক শীতলতা অথবা "প্রাকৃতিক দুর্যোগ" জাতীয় বিষয়াদি নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত মাতামাতি করেন তখন আমার বুঝতে কোনই অসুবিধা হয় না যে তারা গণমুখী-জনকল্যাণকামী পরিবর্তনের ইশতেহার বিরোধী; তারা আসলে প্রস্তাবিত ২১ দফা এজেন্ডার পক্ষ শক্তি নন। এসবে আমার কোনই সন্দেহ নেই। এসবে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই এ কারণে যে তারা প্রকৃতি বিরুদ্ধ অবস্থান থেকেই প্রকৃতি নিয়ে (যেমন জলবায়ু, বৈশ্বিক উষ্ণতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ) কথাবার্তা বলেন। উন্নয়ন চিন্তায় তারা কার্টেজিয় ধারণা কাঠামোর [যে ধারণা কাঠামো অনুযায়ী মানবিক-সামাজিক বিজ্ঞানের কাজ 'মন' (res congnitans) নিয়ে আর প্রকৃতি বিজ্ঞানের কাজ 'বস্তু' (res extensa) নিয়ে] বাইরে বেরুতে অপারগ; অর্থাৎ তারা প্রকৃতপক্ষে "ইকোলজিক্যাল চিন্তা-অবস্থান" গ্রহণে অপারগ যে জ্ঞান-অবস্থান পরিবেশের সাথে প্রাণী জগতের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে; যে বিদ্যানুযায়ী মানুষ যেহেতু প্রকৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অংগ সেহেতু মানুষে-মানুষে বৈষম্য-অসমতা প্রকৃতি বিরুদ্ধ, সুতরাং প্রকৃতি বিরুদ্ধ এ অবস্থা উচ্ছেদের বিষয়টিকে প্রাধান্য না দিয়ে অন্য কোনো বিষয়কে প্রধান্য দেয়াটাও প্রকৃতি বিরুদ্ধ। (এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, ফ্রিটজফ কাপ্রা, ১৯৮৮, The Turning Point: Science, Society and the Rising Culture, পৃ: ১৫-১৬, ১৮৮-১৯১।)

সঙ্গত প্রশ্ন– দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার উৎসমুখ বন্ধ করা এবং ক্ষমতাকাঠামো থেকে rent-seeker দুর্বৃত্তদের উচ্ছেদ নিমিত্ত রাজনৈতিক সিস্টেমটির স্বরূপ কেমন হবে? একই সাথে এ প্রশ্নের পিঠে আরো একটি যুক্তিসিদ্ধ প্রশ্ন– বর্তমান অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য একটু পরেই যে রাজনৈতিক সিস্টেমের কথা বলবো তা বাস্তবসম্মত ও প্রয়োগযোগ্য কি? এসবই খুব বড় মাপের প্রশ্ন। বহু ধরনের প্রয়োজনীয় তর্ক-বিতর্ক উত্থাপন-সহায়ক প্রশ্ন। আমি মনে করি এসব বিবেচনায় নিয়েই উল্লেখিত প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর দেবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। আবার একই সাথে আমি এও মনে করি যে আমার উত্তর বৈজ্ঞানিক যুক্তির নিরিখে নির্মোহ-বস্তুনিষ্ঠ হলেও ঐতিহাসিক সময় বিচারে "এ মুহূর্তে" বাস্তবায়ন সম্ভাবনাময় নাও হতে পারে। অবশ্য তাতে আমার কিছু করার নেই। কারণ ঐতিহাসিক সময় বিচারে "এ মুহূর্ত" কত দীর্ঘ তা একমাত্র সময়ই বলতে পারে। আমি দাড়িপাল্লা-বাটখারা দিয়ে সময় বিচার না করে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কার্যকারণ এবং রাজনৈতিক সমাধানের সম্ভাব্য গতিপথ (বলা চলে প্রবণতা) নির্ধারণের চেষ্টা করেছি মাত্র। এসবে খুটিনাটি বিস্তারিত তারাই নির্ধারণ করবেন যারা সমসাময়িক কালে রাজনৈতিক সিস্টেমের অনুরূপ পরিবর্তনে সহযাত্রী হবেন।

Rent-seekers নিয়ন্ত্রিত দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কাঠামো থেকে উত্তরণে আমার ধারণার রাজনৈতিক অর্থনীতিটা বড় দাগে নিম্নরূপ। পুঁজিবাদী (এমনকি প্রাকপুঁজিবাদী) আর্থ-সামাজিক কাঠামো যেখানে বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদের আওতায় তথাকথিত মুক্তবাজার অর্থনীতি কাজ করছে এবং একই সাথে যে কাঠামোর (রাজনীতি ও সরকারসহ) নিয়ন্ত্রক হচ্ছে rent-seeker দুর্বৃত্তরা সেখানে অর্থ-বিত্ত-সম্পদ-সম্পত্তি উত্তরোত্তর অধিকহারে rent-seeker-দের কাছে পুঞ্জীভূত হতে বাধ্য। আর সে কারণেই– অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকালে– বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা কমবে না তা ক্রমাগত বাড়বে। এটাই হলো বর্তমান বিদ্যমান কাঠামোর রাজনৈতিক-অর্থনীতির বিধি (দেখুন ছক ৬ক)। পরিত্রাণ পেতে হলে এ বিধি থেকেই পরিত্রাণ পেতে হবে। আর সেক্ষেত্রে পথ একটাই। তা হলো রাষ্ট্র পরিচালন থেকে rent-seeker দুর্বৃত্তদের চিরতরে বিদায় করতে হবে; রাজনীতি ও সরকারকে rent-seeker দুর্বৃত্তদের থেকে মুক্ত করে rent-seeker দুর্বৃত্তদেরকে রাজনীতি ও সরকারের অধীনস্থ করতে হবে। অর্থাৎ রাষ্ট্র-চরিত্রকেই পাল্টে ফেলতে হবে। অথবা একই কথা অন্যভাবে বলা চলে– চলমান-বিদ্যমান রাজনৈতিক সিস্টেমকেই পাল্টে ফেলতে হবে; এমনভাবে পাল্টে ফেলতে হবে যাতে rent-seeker দুর্বৃত্তরা রাষ্ট্রকে কোনভাবেই নিয়ন্ত্রণ না করতে পারে, উল্টো তারাই যেন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। অর্থাৎ ত্রিভুজাকৃতির ক্ষমতার সমীকরণের মাথায় এখন যে rent-seeker দুর্বৃত্তরা অবস্থান করছেন তাদেরকে ঐ শীর্ষ অবস্থানসহ সকল অবস্থান থেকে চিরতরে বিদায় করে দিতে হবে। রাজনৈতিক সিস্টেম পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট এ ধরনটি আমার মতে "সম্ভাব্য কাঙ্ক্ষিত অবস্থার আদর্শ রূপ"। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র চরিত্র হবে "জন-সমৃদ্ধিকামী-সমাজতান্ত্রিক" (People's wellbeing oriented socialist system) যেখানে কোনই rent-seeker দুর্বৃত্ত থাকবে না অর্থাৎ যে সিস্টেমে rent-seeker দুর্বৃত্তরা চিরতরে উচ্ছেদ হয়ে যাবে (ছক ৬খ দেখুন)। যদিও এ অবস্থা "আদর্শ কাঙ্ক্ষিত অবস্থা" কিন্তু বর্তমান-চলমান বাস্তবতায় এ অবস্থা আপাতত স্বল্প সম্ভাবনাময়। "আদর্শ কাঙ্ক্ষিত" অবস্থা সৃষ্টি সম্ভবত বিবর্তন প্রক্রিয়ায় (evolutionary process) ঘটবে না; প্রক্রিয়াটি হবে বৈপ্লবিক আমূল পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট (revolutionary process)। অবশ্য সমাজ কাঠামোর প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক বিকাশ প্রবণতার যুক্তিতে আদর্শ কাঙ্ক্ষিত এ অবস্থা ভবিষ্যতে সৃষ্টি হতে বাধ্য। তাহলে সম্ভবত বর্তমান-বিদ্যমান যে অবস্থা আছে (অর্থাৎ যা ছক ৬ এর 'ক' তে দেখানো হয়েছে) আর 'আদর্শ-কাঙ্ক্ষিত' যে অবস্থায় যেতে হবে (অর্থাৎ যা ছক ৬ এর 'খ' তে দেখানো হয়েছে) ঐ দুয়ের মাঝামাঝি কোন কাঙ্ক্ষিত সম্ভাবনার অবস্থা আছে কি? আমার ধারণায় এ ধরনের অবস্থা আছে যেখানে rent-seeker দুর্বৃত্তরা রাজনীতি ও সরকারের অধীনস্থ হবেন (উল্টোটা নয় অর্থাৎ বর্তমান অবস্থা নয়) এবং যেখানে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সিস্টেমের চরিত্র এখনকার তুলনায় ভিন্নতর– অধিকতর প্রগতিমুখী হবে। সে ধরনের ব্যবস্থাকে বলা চলে "সামাজিক-গণতান্ত্রিকব্যবস্থা" (Social democratic system) অথবা "জন-গণতান্ত্রিকব্যবস্থা" (People's democratic system)। আর এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রচরিত্রসহ সমগ্র রাজনৈতিক সৌধ হবে জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত কিন্তু শোষণ-ব্যবস্থা চিরায়ত পুঁজিবাদের মত বাধাহীন হবে না এবং একই সাথে চিরতরে বিলুপ্ত হবে না। তবে তারা রাজনীতি ও সরকারের অধীন সত্তায় রূপান্তরিত হবে এবং ধীরে ধীরে তাদের শক্তিভিত্তি দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকবে (অর্থাৎ যা ছক ৬ এর 'গ' তে দেখানো হয়েছে)।

<u>বর্তমান-বিদ্যমান অবস্থা</u>

ছক ৬ক: Rent-seeker, রাজনীতি ও সরকারের অশুভ সমস্বার্থের ত্রিভুজ: দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির উৎস

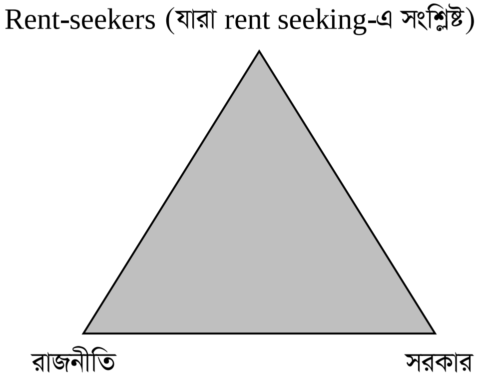

<u>সম্ভাব্য কাঙ্ক্ষিত অবস্থা</u>

ছক ৬খ: জনসমৃদ্ধিকামী সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা যেখানে rent-seeker-দের কোন স্থান নেই

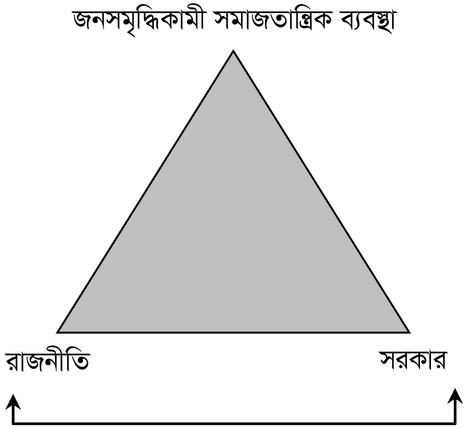

আপাতত স্বল্পসম্ভাবনাময় বাস্তবতা। তবে ভবিষ্যতে এ বাস্তবতা সৃষ্টি হতে বাধ্য। এ অবস্থা “আদর্শ কাঙ্ক্ষিত অবস্থা”।

ছক ৬গ: সামাজিক-গণতান্ত্রিক (জনগণতান্ত্রিক) সমাজব্যবস্থা যেখানে rent-seeker দুর্বৃত্তদের অবস্থা দুর্বল এবং তারা রাজনীতি ও সরকারের অধীনস্থ (উল্টোটা নয়)

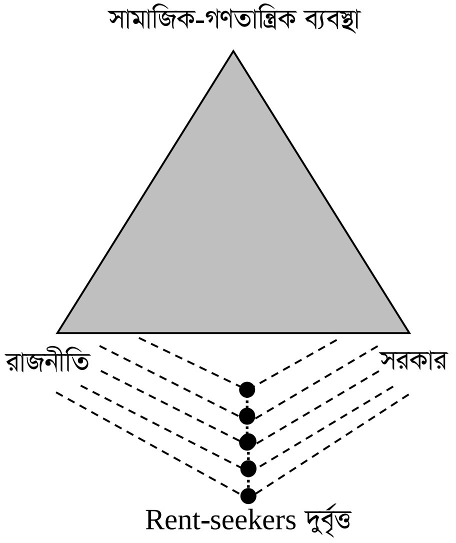

বিবর্তন প্রক্রিয়ায় সম্ভাবনাময় এই "সামাজিক-গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা" (অথবা "জন-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা") এবং তদানুরূপ রাজনৈতিক সিস্টেমই সম্ভবত সেই সিস্টেম যা নিকট ভবিষ্যতে আমাদের সামনে খোলা আছে। এ সিস্টেম প্রতিষ্ঠিত করে একদিকে যেমন ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার চাকা উল্টো দিকে ঘুরানো সম্ভব তেমনি অন্যদিকে ধীরে ধীরে শোষণভিত্তিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোসহ rent-seeker দুর্বৃত্তদের হাত থেকে সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্রকেও অনেক দূর পর্যন্ত মুক্ত করা সম্ভব। এখানে "অনেক দূর পর্যন্ত" বলছি এজন্য যে "সামাজিক-গণতান্ত্রিক অথবা জন-গণতান্ত্রিকব্যবস্থা" পূর্ণাঙ্গ শোষণমুক্ত ব্যবস্থা নয়; আর যেহেতু ঐ ব্যবস্থায় যতো সঙ্কুচিতই হোক না কেন শ্রেণিসমাজ থাকবে সেহেতু rent-seeker থাকবে– রূপ পরিবর্তন হতে পারে এবং rent-seeker-রা আর নিয়ামক শক্তি হিসেবে থাকবে না। শেষোক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে এমনসব নীতি কৌশল অবলম্বন করা যা rent-seeker-দের প্রভাব-শক্তি হ্রাস করে, যাকে বলা চলে "rent-seeker-দের শক্তি হ্রাস কৌশল" অথবা সমাজে ওদের কারণে যেসব ক্ষতি হয় তা দূর করতে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি হ্রাস কৌশল– এ কৌশল কতদূর সুচিন্তিত ও গভীর হবে তার উপরই নির্ভর করবে রাজনীতি ও সরকার থেকে rent-seeker-দের দূরত্ব (ছক ৬গ দেখুন)। "সামাজিক-গণতান্ত্রিক" অথবা "জনগণতান্ত্রিক" এ ব্যবস্থাটি প্রচলিত রাজনীতি কাঠামোর মধ্যেই বিবর্তন প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়ন সম্ভব। কিন্তু "জনসমৃদ্ধিকামী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা" যেখানে শোষণমুক্ত বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টি হবার কোনো সুযোগ নেই এবং rent-seeker গোষ্ঠী সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হবে– এ ব্যবস্থা সাধারণ বিবর্তন প্রক্রিয়ার বিষয় নয় আমূল পরিবর্তনের বিষয় অর্থাৎ বৈপ্লবিক পরিবর্তন-রূপান্তরের বিষয়। দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা উচ্ছেদে "জনসমৃদ্ধিকামী সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা" অথবা "সামাজিক-গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা" ("জন-গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাসহ") বিনির্মাণ যেটাই হোক না কেন তা শেষ বিচারে সচেতন সক্রিয় রাজনৈতিক মতাদর্শের বিষয়।

তথ্য উৎস

আবুল বারকাত (১৯৮৫).'বিশ্ববীক্ষার বিষয়: সম্পাদকের বক্তব্য', আবু মাহমুদ রচিত মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা, ১ম সংস্করণ, খণ্ড ১, ঢাকা: অক্টোবর ১৯৮৫, বাংলা একাডেমি।

Abul Barkat et al., (2001). Political Economy of Khas Land in Bangladesh. Dhaka: Association for Land Reform and Development.

আবুল বারকাত (২০০৪). 'বাংলাদেশে যুবদারিদ্র্য: বর্তমান ও ভবিষ্যৎ', এডিএসসি আয়োজিত জাতীয় সেমিনারে পঠিত মূল প্রবন্ধ, ঢাকা: ১২ আগস্ট ২০০৪।

Abul Barkat (2005). Criminalization of Politics in Bangladesh, SASNET Lecture. Lund University, Sweden: 15 March 2005.

Abul Barkat (2005). Right to Development and Human Development: The Case of Bangladesh, Lecture organized by Sida and FÖreningen for SUS, Sida Auditorium, Stockholm, Sweden: 18 March 2005.

আবুল বারকাত (২০০৫). 'বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতি', সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্র জর্নাল আয়োজিত ড. আব্দুল গফুর স্মারক বক্তৃতা; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ২০ এপ্রিল ২০০৫।

আবুল বারকাত (২০০৫). 'দুর্বৃত্তায়িত রাজনৈতিক-অর্থনীতিতে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও মানব উন্নয়ন প্রসঙ্গ: বড় কাঠামোয় বিশ্লেষণ জরুরি', বাংলাদেশ কনজুমার্স সোসাইটি আয়োজিত গোলটেবিলে উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধ, সিরডাপ মিলনায়তন, ঢাকা: ২ আগস্ট ২০০৫।

আবুল বারকাত (২০০৬). 'একজন অদরিদ্রের দারিদ্র্য চিন্তা: বাংলাদেশে দারিদ্র্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি', বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, আঞ্চলিক সেমিনার, রাজশাহী: ১৫ জুলাই ২০০৬।

Abul Barkat (2009). Global Study on Child Poverty and Disparities: National Report Bangladesh, UNICEF, Bangladesh.

Abul Barkat et al., (2011). Political Economy of Madrassa Education in Bangladesh; Genesis, Growth, and Impact. Dhaka: Ramon Publishers.

আবুল বারকাত (২০১১).এশিয়াটিক সোসাইটি বক্তৃতামালা-২০১১, 'বাংলাদেশে দারিদ্র্য চিন্তা ও ভাবনার দারিদ্র্য', এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা: ৮ অক্টোবর ২০১১।

আবুল বারকাত (২০১২). 'বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি', জাহানারা ইমাম স্মারক বক্তৃতা-২০১২, জাহানারা ইমাম স্মরণসভা, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, ডব্লিউভিএ মিলনায়তন, ঢাকা: ২৬ জুন ২০১২।

আবুল বারকাত (২০১২).বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিভিন্ন আয়োজন (২০০১-২০১৩)।

আবুল বারকাত (২০১২).শাহ এএমএস কিবরিয়া স্মারক বক্তৃতা-২০১২, 'বাংলাদেশে দারিদ্র্য চিন্তা: ভাবনার দারিদ্র্য যেখানে প্রকট', বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ, ঢাকা: ২৭ জানুয়ারী ২০১২, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

আবুল বারকাত (২০১২). 'নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু: জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সুযোগ', বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, জাতীয় সেমিনার, ১৯ জুলাই ২০১২।

আবুল বারকাত (২০১২). 'বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির অষ্টাদশ দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ২০১২-তে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ', ঢাকা: ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২।

Abul Barkat et al., (2013). Impact of Social and Income Security for Older People at Household Level. Help Age International, Dhaka and Human Development Research Centre.

আবুল বারকাত (২০১৩). 'বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতি', *বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী আয়োজিত "ধর্ম ও রাজনীতি: দক্ষিণ এশিয়া"* শীর্ষক আন্তর্জাতিক গণবক্তৃতা ও সম্মিলন উপলক্ষ্যে রচিত। বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী, ঢাকা: ৪-৫ অক্টোবর ২০১৩।

আবুল বারকাত (২০১৪). শহীদ ড. শামসুজ্জোহা স্মারক বক্তৃতা-২০১৪, 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি: কাঠামোগত বিষয়াদি ও উত্তরণ সম্ভাবনা', রসায়ন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪।

আবুল বারকাত (২০১৪). 'বাংলাদেশে আদিবাসী মানুষের রাজনৈতিক অর্থনীতি', ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববদ্যালয়ে একক বক্তৃতা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী: ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৪।

Abul Barkat (2014). "A Treatise on Political Economy of Unpeopling of Religious Minorities in Bangladesh through the Enemy Property Act and Vested Property Act" in *Bangladesh Journal of Political Economy. Vol. 34.* November 1.

আবুল বারকাত (২০১৫). 'নীতি-নৈতিকতার নিরিখে অর্থনীতিশাস্ত্রের বিকাশ: 'দর্শনের দারিদ্র্য' প্রসঙ্গে', নাজেন্দা-আজিজ ট্রাস্ট বক্তৃতা ২০১৪, নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্র, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আরসি মজুমদার আর্টস অডিটোরিয়াম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ২৮ মে ২০১৫।

Abul Barkat (2015). "A Political Economy Treatise on Religious Fundamentalism and Extremism: A high probability global catastrophe with reference to Bangladesh". Lead Speaker's Paper for the Workshop "Countering Religious Extremism in South Asia", organized by The International Institute for Strategic Studies (IISS). London: 09 September 2015.

Abul Barkat (2015). "Imperialism and Religious Fundamentalism: A Treatise on Political Economy with Reference to Bangladesh". Presented at International Seminar Combating Fundamentalism and Imperialism in South Asia. Dhaka: 29 May 2015.

Abul Barkat (2015). Political Economy of Unpeopling of Indigenous Peoples: The Case of Bangladesh. Presented at 19th Biennial Conference of Bangladesh Economic Association. Dhaka: 08-10 January 2015.

Abul Barkat et el., (2015). Local Governance and Decentralization in Bangladesh: Politics and Economics. Dhaka: Pathak Shamabesh.

আবদুল্লাহ ফারুক (১৯৯১). অর্থনীতিবিদদের যুগ (ডানিয়েল ফাসফেল্ড রচিত "The age of the Economist" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ), ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

Amartya Sen (1999). Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press.

Anthony Barnes Atkinson and Thomas Piketty (2007). Top Incomes over the Twentieth Century: A Contrast between Continental European and English Speaking Countries. New York: Oxford University Press.

Anthony Giddens (2003). Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives. New York, Routledge.

Charles Kindleberger (1984). A Financial History of Western Europe.2nd ed. Oxford: Oxford University Press.

Chrystia Freeland (2013). The rise of the new global super-rich.TED Talks, *You Tube*, Published on 5 Sep. 2013. Available at https://www.youtube.com/watch?v=d6NKdnZvdoo [Accessed 2 Dec. 2015].

Dick Sawaab (2015). We Are Our Brains: From the Womb to Alzheimer's. London: Penguin Books.

Emmanuel Saez (2015). "Striking It Richer: The Evolution of Top Incomers in the United States". ইমানুয়েল সায়েজ-এর website দেখুন, http//www.econ. berkeley.edu/n saez/

Frederick Engels (1845). The Condition of the Working Class in England. ১৮৪৪-৪৫ সালে লেখা, ১৮৪৫-এ জার্মানির লিপজিগ থেকে প্রথম প্রকাশিত; এঙ্গেলস কর্তৃক স্বীকৃত প্রথম ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ হয় ১৮৮৭ সালে নিউইয়র্কে এবং ১৮৯১ সালে লন্ডনে; সর্বশেষ ইংরেজি প্রামাণ্য অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সালের Panther Edition হিসেবে।

Fritjof Capra (1988). The Turning Point: Science, Society, and the Rising Culture. New York: Bantam Books.

George Benson (1978). Political Corruption in America. Lexington, Massachusetts: Lexington, MA: Lexington Books.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১১). গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান,(সর্বশেষ সংশোধনীসহ মুদ্রিত: অক্টোবর, ২০১১)ঢাকা: লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

Ha-Joon Chang and Ilene Grabel (2005). Reclaiming Development: An Alternative Economic Policy Manual. London: Zed Books Ltd.

Ha-Joon Chang (2008). Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism. New York: Bloomsbury Press.

James Glattfelder (2013). Who controls the world? TED Talks, *You Tube*, Published on 13 Feb 2013. Available at https://www.youtube.com/watch?v=NgbqXsA62Qs [Accessed 2 Dec. 2015].

Jeffrey Sachs (2012). The Price of Civilization: Reawakening Virtue and Prosperity after the Economic Fall. London: Vintage Books.

John Arthur Garraty and Mark C. Carnes (2000). The American Nation– A History of the United States. 10th ed. New York: Addison Wesley Longman.

Joseph Stiglitz (2002). Globalization and Its Discontents. London: Penguin Books.

Joseph Stiglitz (2013). The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future. London: Penguin Books.

Josh Biven (2011). "Three-fifths of All Income Growth from 1979-2007 Went to the Top 1%", Economic Policy Institute. Available at http//www.epi-org/publications/ fifths-income-growth-1979-2007-top-1 [Accessed 3 Dec. 2015]

Lee Kuan Yew (2000). From Third World to First, The Singapore Story: 1965-2000. Marshall Cavendish Editions.

Nick Hanauer (2012). "Rich people don't create jobs". Banned TED Talks, *You Tube*, Published on 17 May 2012. Available at https://www.youtube.com/watch?v=CKCvf8E7V1g [Accessed 2Dec. 2015].

মিজান, মিজানুর রহমান (সম্পাদিত) (১৯৮৯). বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, ঢাকা: নভেল পাবলিকেশন।

Noam Chomsky (2003). Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance. London: Penguin Books.

Noam Chomsky (2005). Imperial Ambitions: Conversations with Noam Chomsky on the Post 9/11 World (Interviews with David Barsamian). London: Penguin Books.

Noam Chomsky (2006). Failed States: The Abuse of Power and The Assault on Democracy. New York: Henry Holt and Company.

Noam Chomsky (2007). Pirates and Emperors, Old and New: International Terrorism in the Real World.New Delhi: Viva Books Pvt. Ltd.

Paul Krugman (2013). End This Depression Now. New York: W.W. Norton & Company, Inc.

Peter Townsend (1979). Poverty in the United Kingdom. London: Allen Lane and Penguin Books.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১১). রবীন্দ্রসমগ্র, খণ্ড ৬, ঢাকা: পাঠক সমাবেশ।

Research Institute Thought Leadership From Credit Suisse Research And The World's Foremost Experts Global (2015). *Global Wealth Report 2015*. Available at http://www.protothema.gr/files/1/2015/10/14/ekthsi_0.pdf [Accessed 3 Dec. 2015].

Richard Wilkinson (2011). *How economic inequality harms societies*. TED Talks, *You Tube*, Uploaded on 24 Oct. 2011. Available at https://www.youtube.com/watch?v=cZ7LzE3u7Bw [Accessed 2 Dec. 2015].

Robert Nield (2002). Public Corruption– The Dark Side of Social Evolution. London: Anthem Press.

শাহ এএমএস কিবরিয়া (২০০৭). 'দুর্নীতি দমন কমিশন: গোড়ায় গলদ', প্রবন্ধ সংগ্রহ ২০০৭।

Thomas Piketty (2014). Capital in the Twenty-First Century. (Goldhammer, A. Trans). Harvard: The Belknap Press of Harvard University.

Thomas Piketty and Emmanuel Saez (2003). "Income Inequality in the United States, *1913–1998*. The Quarterly Journal of Economics. February 2003. Vol. CXVIII, *no. 1, pp. 1–39.*

নির্ঘণ্ট

অ

অঙ্কশাস্ত্র ও সাহিত্যে খারাপ করার প্রবণতা
অকার্যকর রাষ্ট্রের
অতি সম্পদবান
অতি উৎপাদনকালীন দারিদ্র্য
অতিরিক্ত প্রাপ্তি
অত্যাচারকারী
অদৃশ্য হস্তান্তর
অদৃশ্য উপহার
অস্কার সিডলার
অজ্ঞেয়বাদ
অনানুষ্ঠানিক খাত
অধিকার
  অধিকার
  কর্মের অধিকার
  কাজ পাবার অধিকার
  খাসজমি-জলা-বনভূমিতে অধিকার
  দরকষাকষির অধিকার
  চিরস্থায়ী মুক্তির অধিকার
  জন্মসূত্রে অধিকার
  ন্যায়-অধিকার
  নারীসমাজের অধিকার
  প্রকৃতিপ্রদত্ত অধিকার
  বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা পাবার অধিকার
  মানব-অধিকার
  মানুষের ন্যায়-অধিকার
  মানুষের প্রাকৃতিক অধিকার
  মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি অথবা অধিকার
  মৌলিক অধিকার
  রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ও মৌলিক অধিকার
  রাষ্ট্রীয় সম্পদে অধিকার
  সমসুযোগের অধিকার
  সংবিধানে বিধৃত অধিকার
  সাংবিধানিক অধিকার
  সাংবিধানিক ও ন্যায়-অধিকার
  স্বাস্থ্যসেবা পাবার অধিকার
  সুশাসন পরিমাপনের অধিকার
অধিগ্রহণ
অঢেল বিত্ত-সম্পদের মালিক
অন্যের সম্পদ হরণ
অন্যের বিত্ত-সম্পদ গ্রহণ
অন্যের বিত্ত গ্রহণ
অনুপার্জিত আয়
অনুৎপাদনশীল খাত
অন্ন

অপুষ্টি
অভ্যন্তরীণ উপাদান
অভ্যন্তরীণ বাজার
অবন্তি বারকাত
অভিঘাত ও ক্ষতিমাত্রা
অভিজ্ঞান
অভ্যন্তরীণ বাজার
অল্প সুদের ঋণ
অর্থনীতি
অর্থনীতি
অর্থকেন্দ্রিক বাজার অর্থনীতি
একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতি
ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতি
উদীয়মান অর্থনীতি
কালো অর্থনীতি
কৃষিপ্রধান অর্থনীতি
ক্রমবর্ধমান অসমতা সৃষ্টির রাজনৈতিক অর্থনীতি
গ্রামীণ অর্থনীতি
দুর্নীতির রাজনৈতিক অর্থনীতি
দেশজ অর্থনীতি
ধনী দেশের অর্থনীতি
ধর্মভিত্তিক মৌলবাদী জঙ্গিত্বের অর্থনীতি
পরিসংখ্যানিক অর্থনীতি
প্রাকৃতিক তন্তু পাট অর্থনীতি
পুঁজিবাদী অর্থনীতি
পুঁজিবাদী মুক্তবাজার অর্থনীতি
ফ্রান্সের অর্থনীতি
বাজার অর্থনীতি
বাংলাদেশের অর্থনীতি
মূল স্রোতের অর্থনীতি
মূল অর্থনীতি
মূলধারার অর্থনীতি
মানব-কল্যাণমুখী রাষ্ট্র-সমাজ-অর্থনীতি
মুক্ত বাজার অর্থনীতি
মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বৈষম্যহীন অর্থনীতি
মৌলবাদের অর্থনীতি
রাজনৈতিক অর্থনীতি
শক্তিশালী অর্থনীতি
বিশ্ব অর্থনীতি
বৈশ্বিক অর্থনীতি
অর্থনীতি, সমাজ, গণতন্ত্র
অর্থনীতিবিদ
অর্থনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণ
অর্থনীতি-রাজনীতির দুর্বৃত্ত গোষ্ঠী
অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন
অর্থ পাচার

অর্থ-বিত্ত-সম্পদ-সম্পত্তি উপহার
অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন
অর্থনৈতিক ক্ষমতাভিত্তিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
অর্থনৈতিক মন্দা
অর্থনৈতিক সুযোগ
অর্থনৈতিক সুশাসন
অর্থনৈতিক মহামন্দা
অর্থনৈতিক সুবিচার
অর্থশাস্ত্র
অলিগার্খি
অসম প্রতিযোগিতা
অসমতা
 অসমতা
 অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক বৈষম্য-অসমতা
 আয় ও বিত্তে (wealth অর্থে)-র মানদণ্ডে অসমতা
 উচ্চমাত্রার অসমতা
 ক্রমবর্ধমান অসমতা
 দর্শনে দারিদ্র্য বিমোচনসহ বৈষম্য-অসমতা
 দারিদ্র্য, বঞ্চনা, বৈষম্য, অসমতা
 দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা
 দারিদ্র্য-বৈষম্য-বঞ্চনা-অসমতা
 ভৌগলিক অসমতা
 সেই প্রকৃতির দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা
 বৈষম্য-বঞ্চনা-অসমতা
 বৈষম্য-অসমতা
 বৈশ্বিক অসমতা
 ব্যাপক অসমতা
 বঞ্চনা-দুর্দশা-বৈষম্য-অসমতা
 বণ্টন-অসমতা
 বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা
 মানুষে মানুষে বৈষম্য-অসমতা
 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অসমতা
 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিত্ত বণ্টনে (wealth distribution) অসমতা
 সমাজে বৈষম্য-অসমতা
 সমাজে মনুষ্য সৃষ্ট দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা
 সমাজে বিদ্যমান বৈষম্য-অসমতা
 সমাজে বিদ্যমান ও ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা
 নিরন্তর অসমতা
 বিদেশি পরামর্শ ও ঋণে দারিদ্র্য বিমোচন ও বৈষম্য-অসমতা
 বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা
অসমতা বিলোপ
অসমতার মাত্রা
অসমতার শিকার যারা তারাই দরিদ্র
অসমতা বিমোচনে বিশ্বায়নের সম্ভাব্য ভূমিকা কী হতে পারে?
অসমতা যার মূলে আছে rent-seeker-দের সাথে তাদেরই অধীনস্থ রাজনীতি ও সরকারের সমস্বার্থের সম্মিলন

অসাম্য
অসাম্প্রদায়িক মানস কাঠামো
অসাম্প্রদায়িক ভেদ-বৈষম্যহীন মানুষ
অরণি বারকাত
অবৈধ অর্থ স্থানান্তর/পাচার
অবৈধ অস্ত্র
অবৈধ দখল
অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য
অপশাসন
অযৌক্তিক পৃষ্ঠপোষকতা
অশুভ সমস্বার্থের সম্মিলন
অশুভ সমস্বার্থ গোষ্ঠী
অস্বচ্ছতা উদ্ভূত দারিদ্র্য
অস্বাভাবিক মৃত্যু

<u>আ</u>

আইএমএফ
আকাশ-মহাকাশ সম্পদ
আকাশ-বাতাস-মহাকাশ সম্পদ
আকাশ-মহাকাশ
আইন-কানুন-বিধি-বিধান
আইন-কানুন-বিধি-বিধান প্রণয়ন
আইনের দৃষ্টিতে যিনি অসমান তিনিই দরিদ্র
আত্মঘাতী লুণ্ঠন প্রক্রিয়া
আত্মঘাতী বোমা সংস্কৃতি
আত্মসাৎকারী
আত্মিক ও আবেগী সম্পদ
আত্মিক সম্পদ
আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা
আর্থিক দুর্দশা
আর্থিক পচন
আদর্শ কাঙ্ক্ষিত অবস্থা
আদিবাসী
আদিম সাম্যবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা
আদুরি খাতুন
আধুনিক দাস
আধুনিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাস্তবতা
আনসারুল্লাহ বাংলাটিম
আনোখি বারকাত
আন্ডার ইনভয়েসিং
আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন
আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল
আন্তর্জাতিক যোগাযোগ গেইটওয়ে
আপেক্ষিক দারিদ্র্য
আফ্রিকা

আবুল বারকাত
আমেনার মা
আমেরিকার সর্বোচ্চ ধনী
আলোকিত মানব সম্পদে রূপান্তরিত করা
আর্সেনিক বিষমুক্তকরণের প্রযুক্তি
আয় বৈষম্য
আয়কর ফাঁকি
আয়ের দারিদ্র্য
আবাসনের দারিদ্র্য
আবু তালেব
আর্থ-সামাজিক প্রগতির ম্যানিফেস্টো
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতিধারা
আর্থ-সামাজিক কাঠামো
আর্থ-সামজিক মৌল কাঠামো
আর্থ-সামাজিক শ্রেণি বিকাশের গতি-প্রবণতা
আর্থ-সামাজিক যুগভিত্তিক দারিদ্র্য
আদমজি পাটকল
আদর্শ কাঙ্ক্ষিত অবস্থা
আপেক্ষিক দারিদ্র্য
আবেগী সম্পদ
আব্দুল গফুর
আয়
আয়তুল্লাহ খোমেনি
আল-কায়েদা
আলবার্ট আইনস্টাইন
আলফ্রেড মার্শাল
আলোকিত মানুষ
আলোকিত মানব সম্পদ
আসমার ওসমান

ই
ইউটোপিয়া
ইউরোপ
ইউরোপের ঋণ সংকট
ইউরোপের সার্বভৌম ঋণ সংকট
ইউরোজোন
ইচ্ছাশক্তি
ইদাদ
ইন্দোনেশিয়া
ইমানুয়েল কান্ট
ইমানুয়েল সায়েজ
ইরানের নিউক্লিয়ার সংকট
ইলিনি গ্রাবেল
ইশতেহার
"ইকোলজিক্যাল চিন্তা-অবস্থান"

উ
উইলিয়াম জেভনস
উইনস্টন চার্চিল
উত্তরণশীল সমাজ
উচ্চ-মধ্যবিত্ত
উচ্চ শ্রেণি
উঁচুতলার ধনী
উত্তর আমেরিকা
উত্তরণ-উদ্দিষ্ট
উদ্বৃত্ত অর্থ-সম্পদ
উদীয়মান অর্থনীতি
উন্নয়ন
উন্নয়ন
অর্থনৈতিক উন্নয়ন
টেকসই উন্নয়ন
জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন
জাতীয় উন্নয়ন
দারিদ্র্য-বৈষম্যহ্রাসমুখী উন্নয়ন
দারিদ্র্য-বিমোচন লক্ষ্যের উন্নয়ন
দরিদ্র-বিরোধী উন্নয়ন
দেশের মাটি-উত্থিত উন্নয়ন
নৈতিক উন্নয়ন
প্রচলিত উন্নয়ন
বৈষম্য-হ্রাসকারী উন্নয়ন
মানব (মানবিক) উন্নয়ন
মানব উন্নয়ন
স্বদেশজাত উন্নয়ন
সামাজিক-সাংস্কৃতিক মানব উন্নয়ন
সামগ্রিক উন্নয়ন
সিঙ্গাপুরের উন্নয়ন
উন্নয়ন নীতি-কৌশল
উন্নয়ন নীতি কৌশল দলিল
উন্নয়ন প্রবৃদ্ধি কৌশল
উন্নয়নশীল-অনুন্নত-স্বল্পোন্নত-দরিদ্র
উন্নয়নশীল বিশ্ব
উন্নয়নের খেরোখাতা
উন্নয়ন হবে আন্দোলন
উন্নয়ন-প্রবৃদ্ধির চুইয়ে পড়া তত্ত্ব
উপহার
উপর তলার ধনী
উৎপাদন সম্পর্ক
উৎপাদনশীলতা
উৎপাদিকা শক্তি
উৎপাদনের উপায়
উৎপাদন সম্পর্ক
উৎপাদনশীল বিনিয়োগে অনুৎপাদনশীল এ পুঁজির তেমন আগ্রহ নেই

উৎপাদিকা শক্তির নিরন্তর বিকাশ
'উন্নয়নের' খেরোখাতা
"উন্নয়ন পরিণাম"

ঋ

ঋণ অবলোপন
ঋণখেলাপি
ঋণখেলাপি সংস্কৃতি

এ

একক মালিকানা
একচ্ছত্র কর্তৃত্ব-বাণিজ্য
একচেটিয়া খাজনা
একচেটিয়া বাজার
একচেটিয়া ব্যবসা
একীভূত তত্ত্ব
একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতি
এজেন্ডা
এডাম স্মিথ
এন্থনি গিডেনস্
এবি আটকিনসন
এলটিআর
এসআরও
এ পুঁজি শুধু অনুৎপাদনশীলই নয়
এসব বঞ্চনা-অসমতা তাদের অন্তর্নিহিত অসীম শক্তি ও ক্ষমতাকে বিকশিত হতে দেয় না

ও

ওকালতি-দালালি-লবি
ওয়াল স্ট্রিট দখল করো

ঔ

ঔষধ শিল্প

ক

কওমি মাদ্রাসা
কর্তৃত্ব
    কর্তৃত্ব
    একচেটিয়া কর্তৃত্ব
    নিরঙ্কুশ একক মালিকানা ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব
কমিশন
কষ্টমূল্য
কর
কর-রাজস্বের প্রগ্রেসিভ নীতি
কর্মসংস্থান
কাণ্ড
কারাবাস

কাঠামো যতোদিন বহাল থাকবে
কার্যকর চাহিদা
কারাবাস
কালোটাকা
কালোটাকার মালিক
কার্লোস স্লিম
কালোবাজারি
কার্ল মার্কস
কার্যকরী চাহিদা
কিলাল
কিলোক্যালরি
কিশোরী গর্ভধারণ
কেন্দ্রের-কেন্দ্রে
কের্নস
কোটা
কোটা খাজনা
কোরিয়া
কু-শাসন
কুশাসন
কু-আইন
ক্লাইমেট চেইঞ্জ
ক্রমবর্ধমান অসমতা
কৃষক
কৃষি-ভূমি সংস্কার
কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার
কৃষি সংস্কার
কৃষি বিপ্লব
ক্যাডারভিত্তিক রাজনীতি
ক্যাশ ক্রেডিট
কঙ্গো গণতান্ত্রিক রিপাবলিক
ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতা সমাজ ও অর্থনীতিতে অস্থিতিশীলতা বাড়ায়
ক্রমবর্ধমান এ অস্থিতিশীলতা বৈষম্য-অসমতা আরো বাড়ায়
ক্রমবর্ধমান অসমতার হিসেব কষলে চিত্রটি হবে আরো ভয়াবহ
ক্ষমতাহীনতা
ক্ষমতাধর rent-seeker
ক্ষমতার রাজনীতি
ক্ষমতাহীন মানুষ
ক্ষতি হ্রাসের কৌশল
ক্ষতি হ্রাস কৌশল
ক্ষুধার দারিদ্র্য
ক্ষমতাবান দুর্বৃত্ত
ক্ষমতাহীন দরিদ্র
ক্ষুদ্র জাতিসত্তা

খ

খানাভিত্তিক সম্পদ

খাদ্য পরিভোগ
খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা
খাদ্য সরবরাহের বণ্টন ব্যবস্থা
খাদ্য-পরিভোগ
খাস জমি বিতরণ
খাস জমি-জলা-বনভূমিতে অধিকার
খ্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ড
খেলাপি ঋণ

গ

গত ৩০ বছরে বাংলাদেশের সার্বিক দারিদ্র্য-বৈষম্য-বঞ্চনা-অসমতা অবস্থার অধোগতি হয়েছে
গণকল্যাণকামী রাজনীতি
গণকল্যাণকামী-গণসমৃদ্ধি
গণচীন
গণতন্ত্র
গণজাগরণ মঞ্চ
গণমাধ্যম
গণমুখী রূপান্তর
গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা
গরীবেরা আরো গরীব হচ্ছেন
গরীব ও মধ্যবিত্তের স্বার্থবিরোধী
গলাধাক্কা অভিবাসন
গুটিকয়েক মানুষের হাতে তুলে দিয়ে সমাজে বৈষম্য-অসমতা বাড়ায়
গুরুতর অসমতা বিদ্যমান
গোষ্ঠী
 গোষ্ঠী
 অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তগোষ্ঠী
 অর্থনীতি–রাজনীতির দুর্বৃত্ত গোষ্ঠী
 আন্তর্জাতিক অর্থগোষ্ঠী
 ক্ষমতাধর গোষ্ঠী
 দরিদ্র জনগোষ্ঠী
 দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী
 দুর্নীতিবাজ শ্রেণি-গোষ্ঠী
 দুর্বৃত্ত গোষ্ঠী
 স্থানীয় মাতব্বর গোষ্ঠী
 প্রবীণ জনগোষ্ঠী
 উগ্র সাম্প্রদায়িক এ গোষ্ঠী
 ফটকাবাজ গোষ্ঠী
 ব্যাপক জনগোষ্ঠী
 সমস্বার্থগোষ্ঠী
 সরকার ও দাতাগোষ্ঠী
 সৎ জনগোষ্ঠী
 সংখ্যা স্বল্প স্বার্থগোষ্ঠী
 ‘global rent seeking’ গোষ্ঠী
গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর
গ্রিস

গ্যাট চুক্তি
গ্যারান্টি
গৃহঋণ
"গরু ছাগল" পদ্ধতি

ঘ

ঘুষ
ঘুষখোর
ঘুষ-দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি
ঘোষণাপত্র

চ

চরম ধনী
চরম দরিদ্র
চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল
চয়নের স্বাধীনতা
চার দশকের বিকাশের ধারা
চাটার দল
চার্টিস্ট আন্দোলন
চার্লস কিনডলে বার্গার
চিরায়ত দর্শন
চুইয়ে পড়া
চুক্তিভিত্তিক প্রকল্প
চিকিৎসা ব্যয় উদ্ভূত নিঃস্বায়ন
চিন্তা-চেতনার বিকাশ-বাহক
চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা
চিন্তার দারিদ্র্য
'চুইয়ে পড়া'
চৌর্যবৃত্তিক ধনিক
চোরাদের চোর
চ্যাং হা-জুন

ছ

ছিটকে না পড়ার বোধ
ছোট দুর্নীতি

জ

জবাবদিহিতা
জলবায়ু পরিবর্তন
জর্জ বেনসন
জর্জ হেগেল
জনকল্যাণকামী অর্থনীতিবিদদের দায়িত্ব
জনকল্যাণকামী সংবিধান
জনকল্যাণের রাজনীতি
জনকল্যাণকামী নেতৃত্ব
জনকল্যাণকামী অর্থনীতিবিদ

জনগণের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ
জনগণতান্ত্রিক
জন-গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা
জনগণই হইবেন প্রজাতন্ত্রের মালিক
জনগণের অংশগ্রহণ
জনগণের প্রতি রাজনীতিবিদদের মমত্ববোধ
জনসমৃদ্ধি
জনসমৃদ্ধিকামী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা
জনশক্তি রপ্তানি
জনসমৃদ্ধিকামী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা
জনসমৃদ্ধিকামী সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা
জনসংখ্যা
জন্মসূত্রে স্বল্প ওজন
জবরদখল
জঙ্গি অর্থায়ন
জঙ্গি অর্থায়নের উৎসমুখ
জঙ্গিদমন
জঙ্গি নির্মূল
জঙ্গিত্ব প্রমোটার
জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড
জমি-জমা-সম্পদ-সম্পত্তি
জমি-জলা-জঙ্গল-জনমানুষ
জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ
জাতিসংঘের MDG
জাতীয় উন্নয়ন নীতি-দর্শন
জাতীয়তাবাদ
জাতীয় সংসদ
জাতীয় আয়
জাতীয় পুঁজির বিকাশ
জাতীয় পুঁজির শিল্পখাতে বিকাশ
জাপান
জার্মান
জার্মানি
জায়ের/জায়ার
জাহানারা ইমাম
জাতীয় পুঁজি
জেফরি স্যাকস্
জেমস্ গ্লাটফেলডার
জোস বিভেন
জোসেফ স্টিগলিজ
জিহাদ
জীবন-সমৃদ্ধি
জীবনযাত্রার ব্যয়
জীবন-জীবিকা
জীবন চক্র
জীবন মান উন্নয়ন

জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা
জীবন যাত্রার ব্যয়
জীবন সমৃদ্ধি
জীবন সমৃদ্ধির পরিমাপক
জীবনবোধের পরিপূর্ণতা
জীবন-জীবিকার টানাপোড়েন
জীবনের সুস্থ আয়ুস্কাল
জ্যা-বাতিস্ত সেই
জ্যা-জ্যাক রুশো
জ্বালানি-গ্যাস-কয়লা
"জনগণের স্বার্থ সবকিছুর উর্ধ্বে"
"জনসমৃদ্ধিকামী-সমাজতান্ত্রিক"

ঞ
জ্ঞানতত্ত্ব
জ্ঞান জগতসহ সাংস্কৃতিক জগতের সাম্প্রদায়িকীকরণ
জ্ঞানপাপী শিক্ষিত মানুষ
জ্ঞানশাস্ত্র
জ্ঞানী সমাজ

ট
টমাস হাক্সলি
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য
টেন্ডারবাজি
ট্রেজারি বেঞ্চের পৃষ্ঠপোষক সেক্রেটারি
ট্রেড ইউনিয়ন
ট্যারিফ

ড
ড. আব্দুল গফুর স্মারক বক্তৃতা
ড. আব্দুল্লাহ ফারুক
ডা. এমএ কাসেম
ডানিয়েল ফাসফেল্ড
ডায়াগনস্টিক সেন্টার
ডায়ারিয়া
ডেভিড রিকার্ডো
ডেভিড হিউম
ডিক্ সোয়াব
ড্রাগ ব্যবসা
ড্যাপ জালিয়াতি

ঢ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ত
তত্ত্ব বিনির্মাণ

তয় তদবির লবি
তরতাজা যুবকরা কেন বেকার থাকে
তুলনামূলক দারিদ্র্য

থ
থমাস পিকেটি
থিওডর রুজভেল্ট

দ
দখল
দমন
দর্শন ভাবনা
দরিদ্র
দরিদ্র
অতি দরিদ্র
অতীতের দরিদ্র
অসমতার শিকার যারা তারাই দরিদ্র
আইনের দৃষ্টিতে যিনি অসমান তিনিই দরিদ্র
ক্ষুধার দারিদ্র্যসহ দরিদ্র
গ্রামের দরিদ্র
দেশের অর্ধেক মানুষই ছিলেন দরিদ্র
তিরিশ বছরে (১৯৮৪-২০১২) দরিদ্র
চরম দরিদ্র
জন্মসূত্রে দরিদ্র
জন্মসূত্রেই দরিদ্র
নবজাত শিশু দরিদ্র
নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের একাংশ দরিদ্র
নিম্নবিত্ত হচ্ছেন দরিদ্র
স্বাস্থ্যসেবা পাবার অধিকার
প্রকৃত দরিদ্র
বাংলাদেশের শতকরা ৮৩ ভাগ মানুষই দরিদ্র
বঞ্চিতরাও দরিদ্র
বৈষম্যের শিকার যারা তারাই দরিদ্র
বিভিন্ন মানদণ্ডে দরিদ্র
ভূমিহীন-দরিদ্র
মূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে দরিদ্র
মাদ্রাসা ছাত্রদের অধিকাংশই দরিদ্র
মানুষ হিসাবে দরিদ্র
মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিতরাই দরিদ্র
শ্রমজীবী দরিদ্র
শিশু দরিদ্র
শিক্ষায় ধনী দরিদ্র
শোষিত মানুষ মাত্রেই দরিদ্র
সম সুযোগের অভাব বঞ্চিতরা দরিদ্র
সামগ্রিকভাবে দরিদ্র
বিগত ৩০ বছরে বর্ধনশীল জনগোষ্ঠীর ৭৬ শতাংশই দরিদ্র

২,১২২ কিলো ক্যালরির কম খাদ্য ভোগ করেন তিনিই দরিদ্র
দরিদ্র মানুষেরা বঞ্চিত
দরিদ্র কৃষক
দরিদ্র বিরোধী উন্নয়ন নীতি-কৌশল
দরিদ্র মানুষ
দরিদ্র মানুষের আত্মমর্যাদাবোধ
দরিদ্র মানুষের সংখ্যা
দরিদ্র মানুষের নিরঙ্কুশ সংখ্যা বেড়েছে
দরিদ্র মানুষের সহমর্মিতাবোধ
দরিদ্র মানুষের সংহতিবোধ
দরিদ্র জন্মসূত্রেই দরিদ্র
দরিদ্র-নিম্নবিত্ত মানুষ
দরিদ্র দ্বীপ রাষ্ট্র
দাওয়া
দালাল পুঁজি
দাস উৎপাদন ব্যবস্থা
দারিদ্র্য
দারিদ্র্য
অতি উৎপাদনকালীন দারিদ্র্য
আর্থ-সামাজিক যুগভিত্তিক দারিদ্র্য
আয়ের দারিদ্র্য
আবাসনের দারিদ্র্য
কর্মহীনতার দারিদ্র্য
গ্রামীণ দারিদ্র্য
গণদারিদ্র্য
নিরাপত্তাহীনতা উদ্ভূত দারিদ্র্য
নিজস্ব দেশজ দারিদ্র্য
ক্ষুধার দারিদ্র্য
তুলনামূলক দারিদ্র্য
চেয়ারের মানুষটির দারিদ্র্য
দুর্নীতি উদ্ভূত দারিদ্র্য
বৈশ্বিক উৎপাদন স্থবিরতাকালীন দারিদ্র্য
অস্বচ্ছতা উদ্ভূত দারিদ্র্য
ধর্মভিত্তিক জঙ্গিত্ব উদ্ভূত দারিদ্র্য
নারী প্রধান খানার দারিদ্র্য
নীতি-কৌশলের দারিদ্র্য
প্রবীণ দারিদ্র্য
প্রবীণ মানুষের দারিদ্র্য
প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন দারিদ্র্য
প্রান্তিকতা থেকে উদ্ভূত দারিদ্র্য
প্রতিবন্ধী মানুষের দারিদ্র্য
পরিবেশ-প্রতিবেশ বিপর্যয়ের দারিদ্র্য
ফ্ল্যাটের মালিক না হতে পারার দারিদ্র্য
বেকারত্বজনিত দারিদ্র্য
ব্যাপক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য

বঞ্চনা-বৈষম্যের চক্র হিসেবে দারিদ্র্য
বয়স্ক দারিদ্র্য
বস্তিবাসী ও স্বল্প আয়ের মানুষের দারিদ্র্য
বহিঃস্থ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য
ভৌগলিক স্থান ভেদে দারিদ্র্য
ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকের দারিদ্র্য
ভাসমান মানুষের দারিদ্র্য
মননের দারিদ্র্য
মনজাগতিক দারিদ্র্য
মনুষ্য সৃষ্ট দারিদ্র্য
মহা দারিদ্র্য
মানস কাঠামোর (mind set) দারিদ্র্য
'মঙ্গা' এলাকার মানুষের দারিদ্র্য
যুদ্ধকালীন দারিদ্র্য
যুবদারিদ্র্য
রাষ্ট্র-সরকার পরিচালনাকারীদের প্রতি আস্থাহীনতা উদ্ভূত দারিদ্র্য
রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ না করতে পারার কারণে দারিদ্র্য
রাজনৈতিক দারিদ্র্য
রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা উদ্ভূত দারিদ্র্য
শিল্প বিকাশের প্রাথমিক স্তরের দারিদ্র্য
শিশুদারিদ্র্য
শিক্ষার দারিদ্র্য
স্বল্প মজুরির দারিদ্র্য
স্বাস্থ্যের দারিদ্র্য

দারিদ্র্য উচ্ছেদ
দারিদ্র্য উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন
দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম ও উত্তরণ সম্ভাবনা
দরিদ্র মানুষ মাত্রেই বঞ্চিত এবং বৈষম্য ও অসমতার শিকার
দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বিমোচনে বিশ্বায়নের সম্ভাব্য ভূমিকা
দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা পাইপ
দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির উৎস
দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির প্রধান মাধ্যম rent seeking
দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি করতে সক্ষম নয় এমন একটি নূতন কাঠামো
দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা-র শেকড়ে Rent seeking: বিষয়টি আসলে কী?
দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বিমোচন লক্ষ্যে 'উন্নয়ন'-এর রূপরেখা ও কৌশলাদি
দারিদ্র্য বিমোচনসহ বৈষম্য-অসমতা নিরসন হবে উন্নয়নের লক্ষ্য, উপলক্ষ্য নয়
দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা বিমোচন
দারিদ্র্য দূরীকরণ
দারিদ্র্য পরিমাপের 'গরু ছাগল' পদ্ধতি
দারিদ্র্য হ্রাস
দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলপত্র
দারিদ্র্য নির্মূল
দারিদ্র্য বিমোচন
দারিদ্র্যদূরীকরণ
দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতি তত্ত্ব

দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্যের পাইপ
দারিদ্র্যসীমা
দারিদ্র্যতাড়িত বিষয়াদি
দারিদ্র্যের আপাতন
দারিদ্র্যের পাইপ
দারিদ্র্যের সংজ্ঞায়ন
দাতাগোষ্ঠী
দাখিল মাদ্রাসা
দারিদ্র্য
দারিদ্র্য বৈষম্য
দারিদ্র্য বহুমুখী
দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল
দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলপত্র
দারিদ্র্য নির্মূল
দারিদ্র্য বিমোচন নীতি-কৌশল দলিল
দারিদ্র্য বিমোচন উদ্দিষ্ট উন্নয়ন
দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা
দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা উচ্ছেদ
দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বিমোচন লক্ষ্যে উন্নয়ন
দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ
দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম
দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা পুনরুৎপাদন
দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন
দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার উৎসমুখ
দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতি তত্ত্ব
দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের মর্মবস্তু
দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার একীভূত তত্ত্ব
দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার বৈশ্বিক চিত্র
দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার শেকড়ে
দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার সম্পর্ক
দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্যের পাইপ
দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা-দুর্বৃত্তায়ন দুর্নীতি অপশাসন
দারিদ্র্যবান্ধব
দারিদ্র্যতাড়িত বিষয়াদির উদ্ভব
দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির উৎস
দারিদ্র্য উচ্ছেদ ও দারিদ্র্য হ্রাস
দারিদ্র্যের আপতন
দারিদ্র্যের উদ্ভব ও পরিণাম
দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা
দারিদ্র্যের মানদণ্ড
দারিদ্র্যের মাত্রা
দারিদ্র্যের সংজ্ঞায়নে আমরা ব্যর্থ হয়েছি
দুই অর্থনীতির বৈষম্য
দুর্দশা-বঞ্চনাকেন্দ্রিক ব্যবসা
দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদ

দুর্বৃত্ত গোষ্ঠী
দুর্বৃত্ত-লুটেরা
দুঃখী মানুষ
দুভালিয়ের
দুর্দশা ক্রমবর্ধমান
দুর্দশাগ্রস্ততার কারণে সম্পদ বিক্রি
দুর্নীতি
  দুর্নীতি
  অতি দুর্নীতি
  ঘুষ-দুর্নীতি
  ছোট দুর্নীতি
  দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা-দুর্বৃত্তায়ন-দুর্নীতি
  প্রকৃত দুর্নীতি
  প্রকাশ্য দুর্নীতি
  পেটি দুর্নীতি
  বৈশ্বিক দুর্নীতি
  বড় দুর্নীতি
  মহৎ উদ্দেশ্যে দুর্নীতি
  মহাদুর্নীতি
  সূক্ষ্ম ও স্থূল দুর্নীতি
দুর্নীতি ও অবৈধ চর্চা আইন
দুর্নীতি উদ্ভূত
দুর্নীতি দারিদ্র্য বাড়ায়
দুর্নীতির রাজনৈতিক অর্থনীতি
দুর্বৃত্ত
দুর্বৃত্তায়ন
  দুর্বৃত্তায়ন
  অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন
  অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন
  বৈষম্য-অসমতা-দুর্বৃত্তায়ন
  রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন
দুর্বৃত্তায়নই দারিদ্র্যের উৎস
দুঃখী মানুষের উপর অত্যাচারকারী
দুর্নীতি দূর
দেশজ স্থানীয় উদ্যোগ
দেশজ উৎপাদন
দেশের মাটি উত্থিত উন্নয়ন দর্শন
দেশপ্রেম থেকে বিশ্বপ্রেম
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ
দৃশ্যমান বাজার
দৃশ্যমান হস্তান্তর
দ্রব্যমূল্য
‘দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলের’ মহাদারিদ্র্য

ধ

ধনী
ধনী নিয়ে গবেষণা
ধনী-দরিদ্র শ্রেণি পিরামিড
ধনীবান্ধব কর-শুল্কহার
ধনীবান্ধব সরকারি ভর্তুকি ও প্রণোদনা
ধনী বিশ্ব
ধনী দেশের বিশ্বায়নপন্থীরা
ধর্ম
ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার
ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র
ধর্মনিরপেক্ষতা
ধর্ম-ব্যবসা
ধর্মভিত্তিক উগ্র জঙ্গি সংগঠন-সংস্থা
ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও জঙ্গিত্ব: দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা যেখানে প্রধান কারণ
ধর্মভিত্তিক জঙ্গিত্ব উদ্ভূত দারিদ্র্য
ধর্মভিত্তিক উগ্র ১২৩টি জঙ্গি সংগঠন-সংস্থা
ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্র
ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি
ধর্মভিত্তিক rent seeking
ধর্মান্ধ উগ্র সাম্প্রদায়িকতা
ধর্মীয় উগ্রতা
ধর্মীয় ব্রেইন
ধর্মীয় মন-মস্তিষ্ক-স্নায়ুতন্ত্রের বিজ্ঞান
ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ
ধর্মীয় সংখ্যালঘু
ধর্মের নামে রাজনীতি
ধর্মের নামে সহিংসতা
ধর্মের নামে রাষ্ট্রকেও দখল করতে চায়
ধ্রুপদী অর্থনীতি
ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্র
ধ্রুপদী দর্শন
'ধর্মী'য় সংজ্ঞা

ন

নগরায়ন
নগন্য সংখ্যক মানুষের হাতে অঢেল সম্পদ
নতুন ভাবনা
নদীভাঙ্গন
নব্য উদারবাদ
নব্য উদারবাদী
নয়া উদারপন্থী বাম
নয়া উদারবাদ
নয়া উদারবাদী
নারী
নারী
নারীর ক্ষমতায়ন

নারীর অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষমতায়ন
নারীপ্রধান খানার দারিদ্র্য
নারীর অংশগ্রহণ
নারীর অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষমতায়ন
নাৎসি
নাৎসি বাহিনী
নুরুন নাহার
নিউমোনিয়া
নির্বাচনে ঘুষ লেনদেন
নিজ মালিকানাধীন মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই
নির্বাচন
নিরঙ্কুশ দারিদ্র্য
নিকৃষ্ট পুঁজি
নিয়ন্ত্রণ সংস্থা জবরদখল
নিপীড়ন
নিকোলাস স্টার্ন
নির্মোহ বাস্তবায়ন
নিম্নমধ্যবিত্ত
নিম্নবিত্ত
নির্মোহ জ্ঞানচর্চা
নির্মোহ-জ্ঞানদীপ্ত বিশ্লেষণ
নির্বাচনী দুর্নীতি
নিরঙ্কুশ দারিদ্র্য
নিরন্তর ঘুষ বাণিজ্যের উপর নির্ভর
নিরাপত্তাহীনতা উদ্ভূত দারিদ্র্য
নিয়মকানুন-বিধি-বিধান
নিয়তিবাদী-অদৃষ্টবাদী
নিঃসঙ্গতা
নীতির অবক্ষয়
নীতি-কৌশল
নীতি-কৌশলের দারিদ্র্য
নীতিনিষ্ঠ যুক্তিবাদী মুক্তিকামী
নীচুতলার বিত্ত-সম্পদ
নীচুতলার মানুষের বিত্ত-সম্পদ উঁচুতলায় পৌঁছে দেয়
নীরবে সহ্য করার সংস্কৃতি
নেতৃত্ব
নেতৃত্ব
সৎ ও দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব
সহমর্মী ও আস্থাশীল সুদূর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানসমৃদ্ধ রাজনৈতিক নেতৃত্ব
হুগো শ্যাভেজের মত নেতৃত্ব
নোয়াম চমস্কি
নৈতিক
নৈতিক দায়বদ্ধতা
নৈতিক-মানসিক বিকৃতি
ন্যায় অধিকার
ন্যায় বিচার

ন্যায় বিধান
ন্যায্য বাজার মূল্য
ন্যায্য বিচার
ন্যায্য হিস্যা
ন্যায্য-ন্যায়সঙ্গত পারিশ্রমিক
ন্যায্য-বাজার মূল্য

প

পণ্যের বেআইনি মজুদ
পরজীবী
পরজীবী শ্রেণি
পরজীবী বিত্তশালী শ্রেণি
পরনির্ভশীলতা
পরিণাম
পরিবেশ দুষণ
পল ক্রুগম্যান
পরিসংখ্যানিক অর্থনীতি
পরিবারভিত্তিক কৃষি ফার্ম
পরিবর্তন-অসাধ্য দুষ্টচক্র
পশ্চিমা অর্থনীতিবিদ
পাকিস্তান
পাট অর্থনীতি
পাবলিক শিক্ষা
পাবলিক সার্ভেন্ট
পিরামিডের সর্বোচ্চ স্থানে
পেটি দুর্নীতি
পেনডলেটন আইন
পেশিশক্তি
পিপিপি ডলার
পিটার টাউনসেন্ড
প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া
পুঁজি
    পুঁজি
    পুঁজিবাদ শিল্প
    পুঁজি বাজারে অস্বচ্ছ ও তথ্য গোপনের খেলা
    পুঁজি ও বাণিজ্যের অবাধ বিচরণ
    পুঁজি বিকাশে ব্যর্থ হয়েছে
    পুঁজিপতিকে কিছু প্রতিশ্রুতি দিতে হবে
    পুঁজিবাদ যা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো তা দিতে পারেনি
    পুঁজিবাদ বিকাশে লুণ্ঠন নিয়ামক ভূমিকা পালন করে
    পুঁজিবাদী (এমনকি প্রাকপুঁজিবাদী) আর্থ-সামাজিক কাঠামো
    পুঁজিবাদী দেশসমূহের দুর্নীতি
    পুঁজিবাদী দেশসমূহ যখন সাফল্যের সাথে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে
    পুঁজিবাদী অর্থনীতি
    পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বাণিজ্য চক্রের বিভিন্ন স্তরে ভারসাম্যহীনতা
    পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের পরবর্তী এক পর্যায়ে

পুঁজিবাদী আর্থসামাজিক ব্যবস্থা
পুঁজিবাদী আর্থসামাজিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ
পুঁজিবাদী ব্যবস্থা
পুঁজিবাদী মুক্তবাজারের 'স্বস্বার্থ' বিবেচনা বোধ
পুঁজিবাদী মুক্তবাজার অর্থনীতি
পুঁজিবাদী কাঠামো
পুঁজিবাদে উত্তরণ
পুঁজিবাদের সাথে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের সংঘর্ষ
পুঁজির অবাধ চলাচল
পুঁজির উপর উচ্চ হারে কর বসাতে হবে
পুঁজির মালিক
পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা
পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা
পুঁজিবাদী সমাজে— সমাজতন্ত্র
পুঁজিবাজার
পুঁজির অবাধ চলাচল
পুষ্টি
পুষ্টিমান
পুষ্টিহীনতা
পুনতফসিলীকরণ
প্রকৃত অর্থনীতি
প্রগতির ম্যানিফেস্টো
প্রবীণ-দারিদ্র্য
প্রবৃদ্ধি
প্রাইভেট শিক্ষা
প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ
প্রাক-পুঁজিবাদী অর্থনীতি
প্রাকৃতিক সম্পদ
প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন দারিদ্র্য
প্রান্তস্থ আর্থ-সামাজিক কাঠামো
প্রান্তস্থ সার্বভৌম
পাঁচসালা পরিকল্পনা

ফ
ফটকাবাজ গোষ্ঠী
ফলপ্রদতা
ফাও খাওয়া শ্রেণি
ফিনল্যান্ড
ফ্রান্স
ফ্রিটজফ কাপ্রা
ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস

ব
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
বঞ্চনা-বৈষম্য চক্র
বণ্টন বৈষম্য

বণ্টন ন্যায্যতা
বণ্টন প্রণালি
বণ্টন ব্যবস্থা
বণ্টন-অসমতা
বহুমুখী দারিদ্র্য
বহুজাতিক কোম্পানি
বহুজাতিক কর্পোরেশনসমূহ
বণ্টন কাঠামো
বণ্টন-অসমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা ক্রমবর্ধমান
বঞ্চনা-বৈষম্যের চক্র হিসেবে দারিদ্র্য
বঞ্চনার চক্র ভেঙ্গে ফেলা
বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা হিসেবে দারিদ্র্য এক চক্রাকারে বিবর্তিত হচ্ছে
বঞ্চিতরাই দরিদ্র
বহুমাত্রিক দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম
বস্ত্র
বস্তুগত আর্থিক প্রণোদনা
বস্তুগত সম্পদ
বস্তি
বস্তিবাসী ও স্বল্প আয়ের মানুষের দারিদ্র্য
বয়স্ক-দারিদ্র্য
বড় দুর্নীতি
বহিঃস্থ উপাদান
বহিঃস্থদের অন্তর্ভুক্তিকরণ
বহিঃস্থ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য
বহুমাত্রিক মানব বঞ্চনা
বাজার
    বাজার
    অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নসৃষ্ট বাজার
    অবাধ বাজার
    অভ্যন্তরীণ বাজার
    উৎপাদিত কৃষিজ পণ্যের বাজার
    একচেটিয়া বাজার
    একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাজার
    তথাকথিত মুক্তবাজার
    দৃশ্যমান বাজার
    দুর্বৃত্ত-লুটেরাদের সাথে বাজার
    ন্যায্য বাজার
    প্রতিযোগীদের বাজার
    প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে বাজার
    পুঁজিবাজার
    পুঁজিবাদী অর্থনীতির মুক্তবাজার
    পুঁজিবাদী মুক্তবাজার
    বাণিজ্য ও পণ্য বাজার
    বিশ্বায়নের তোড়ে মুক্তবাজার
    মুক্তবাজার
    রপ্তানি বাজার

সর্বগ্রাসী অর্থ-কেন্দ্রিক বাজার
বাজার-সন্ত্রাস
বাজার ও মূল্য সন্ত্রাস
বাজারভিত্তিক বিশ্বায়ন
বাজার, সরকার ও রাষ্ট্র
বাজার-সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট
বাজার-সন্ত্রাস ও মূল্যসিন্ডিকেট
বাজার দরিদ্রবান্ধব নয়
বাজারের অদৃশ্য হাত
বাজারের ক্ষমতা প্রবল
বাজারি পণ্য
বাণিজ্য চক্র
বাণিজ্যের উদারীকরণ
বাণিজ্য পুঁজি
বাণিজ্যের বিশ্বায়ন
বাংলাদেশের শতকরা ৮৩ ভাগ মানুষই দরিদ্র
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী
বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ
ব্যাংক, বিমা, লিজিং কোম্পানি
বেহেশতবাসী হওয়ার জন্য আত্মাহুতি
বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বৈষম্য ও অসমতার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে
বুদ্ধিজীবী সমাজ
বুদ্ধিবৃত্তিক জালিয়াতি

বিচার

বিচার
অর্থশাস্ত্র বিচার
দাড়িপাল্লা-বাটখারা দিয়ে সময় বিচার
ন্যায্য বিচার
ন্যায় বিচার
বুদ্ধি-বিচার
মূল্যবোধ সংশ্লিষ্ট বিচার
সমগ্রতার (holistically) নিরিখে বিচার
সুবিচার
২১ দফা এজেন্ডা বিচার
বিচারিক
বিচারপতি খায়রুল হক
বিদ্যুৎ সুবিধা
বিত্তের সৃষ্টি
বিত্তের হস্তান্তর
বিত্ত

বিত্ত-সম্পদ

বিত্ত-সম্পদ
অন্যের বিত্ত-সম্পদ
গরিবদের কাছ থেকে ধনীদের কাছে অর্থ-বিত্ত-সম্পদ
ধনীদের ৯০ শতাংশ বিত্ত-সম্পদ

নীচুতলার মানুষের বিত্ত-সম্পদ
সমাজের মোট বিত্ত-সম্পদ
বিত্তবান বা সম্পদশালী
বিত্তশালী শ্রেণি
বিত্তের হস্তান্তর
বিশ্ব-আধিপত্য
ব্যক্তিমালিকানাধীনকরণ
বিত্তশালী
ব্রিফকেস পুঁজি
বিশুদ্ধ বিজ্ঞান
বিরূপ প্রণোদনা প্রভাব
বিরাষ্ট্রীয়করণ
বিজ্ঞান চর্চা
বিজ্ঞান-প্রযুক্তি
বিজ্ঞান মনস্কতা
বিদ্যমান কাঠামোর রাজনৈতিক-অর্থনীতির বিধি
বিদ্যাবস্তু
বিচ্ছিন্ন না হবার বোধ
বিবেকের বিরুদ্ধে
বিরূপ অন্তর্ভুক্তি
বিনির্মাণ
বিশৃংখলা-নৈরাজ্যের মধ্যে শৃংখলা
বিশ্ব-আধিপত্য
বিশ্ব অর্থনীতিতে সমতল ভূমি
বিশ্বনাগরিক
বিশ্ব ব্যাংক
বিশ্বব্যাপী চিন্তা-পুনঃচিন্তার পরিবেশ
বিশ্বব্যাংকের তথাকথিত দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশলপত্র
বিশ্বায়ন
বিশ্বায়ন
গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়ন
ট্রাডিশনাল মূল্যবোধের সাথে বর্তমান বিশ্বায়ন
ধনী বিশ্বের বিশ্বায়ন
দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা হ্রাসে আঞ্চলিক সহযোগিতাসহ বিশ্বায়ন
বিশ্বায়িত হবার প্রক্রিয়ায় আছে বাণিজ্যের বিশ্বায়ন
মৌলবাদের অর্থনীতি, সুশাসন আর বিশ্বায়ন
সবার চিন্তা উদ্রেকের জন্য 'গ্লোবালাইজেশন' বা বিশ্বায়ন
বিশ্বায়ন ধনী দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান বাড়াবে
বিশ্বাসের ভিত্তিতে আমদানি-অর্থায়ন
বিশ্বে খানাভিত্তিক সম্পদ
বিশ্বে খাদ্য সরবরাহের বণ্টন ব্যবস্থা
বিশ্বে সর্বোচ্চ ধনী ১ শতাংশ
বেকারত্বজনিত দারিদ্র্য
বোমা সংস্কৃতি
বুদ্ধিবৃত্তিক মারপ্যাঁচ
ব্যক্তিগত মালিকানা

ব্যক্তিমালিকানাধীনকরণ
বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ
বুদ্ধিবৃত্তিক জালিয়াতি
বৃহদাংক ঋণ পুনর্গঠন
বুদ্ধিজীবী শ্রেণি
বৈচিত্রপূর্ণ উৎপাদনশীল
বৈদেশিক খবরদারি
বৈদেশিক মুদ্রা
বৈশ্বিক সম্পদ পুঞ্জিভবনে
বৈশ্বিক সম্পদে
বৈশ্বিক সম্পদের মালিকানা
বৈদেশিক ঋণ-অনুদান
বৈপ্লবিক পরিবর্তন-রূপান্তর
বৈষম্য
    বৈষম্য
    অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক বৈষম্য
    উন্নয়নের নামে বৈষম্য
    ক্রমাগত বৈষম্য
    ক্রমবর্ধমান বৈষম্য
    জীবনমানের বৈষম্য
    নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র-বৈষম্য
    দারিদ্র্য উচ্ছেদ ও বৈষম্য
    দারিদ্র্য বিমোচন ও বৈষম্য
    দারিদ্র্য, বঞ্চনা, বৈষম্য
    দারিদ্র্যের উৎস— বৈষম্য
    পশ্চিমা বিশ্বে সর্বোচ্চ সামাজিক বৈষম্য
    বণ্টন-বৈষম্য
    বাংলাদেশে rent seeking সৃষ্ট বৈষম্য
    মানুষে মানুষে বৈষম্য
    মার্কিন সমাজে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য
    লুণ্ঠন প্রক্রিয়া ও বৈষম্য
    শিক্ষায় ধনী-দরিদ্র বৈষম্য
    শোষণভিত্তিক বৈষম্য
    সমাজে বৈষম্য
    সমাজে বিদ্যমান বৈষম্য
    সামাজিক বৈষম্য
বৈষম্য-অসমতা
বৈষম্য-অসমতা বেশি যাদের প্রাকৃতিক সম্পদ বেশি
বৈষম্য অসমতা নিরসন
বৈষম্য হ্রাসকারী প্রগতি দর্শন
বৈষম্যের শিকার যারা তারাই দরিদ্র
বৈশ্বিক অর্থনীতি
    বৈশ্বিক অর্থনীতি
    বৈশ্বিক অর্থনীতির আর্থিক সংকট
    বৈশ্বিক অর্থনীতির সংকটকালীন গতিপ্রবাহ
    বৈশ্বিক অর্থনীতির গতিপ্রবাহ

বৈশ্বিক অর্থনীতিতে চলছে টালমাটাল অবস্থা
বৈশ্বিক অর্থনীতির আর্থিক সংকট
বৈশ্বিক অর্থনীতির গতি প্রবাহ
বৈশ্বিক পুঁজিবাদের হোতা
বৈশ্বিক rent-seekers ও বৈশ্বিক অর্থনীতি
বৈশ্বিক rent-seekers ও বৈশ্বিক অর্থনীতির সংকট
বৈশ্বিক অর্থনীতির সংকট
বৈশ্বিক অর্থনীতিক সংকট
বৈশ্বিক উষ্ণতা
বৈশ্বিক উৎপাদন স্থবিরতাকালীন দারিদ্র্য
বৈশ্বিক খানাভিত্তিক সম্পদ
বৈশ্বিক দুর্নীতি
বৈশ্বিক নয়া-উদারবাদ
বৈশ্বিক পুঁজিবাদ
বৈশ্বিক পুঁজিবাদে সম্পদ প্রবাহ
বৈশ্বিক শীতলতা
বৈষম্য-অসমতা নিরসন এবং মানুষের জন্য সম্মানজনক জীবন নিশ্চিত করা
বৈষম্য-অসমতা নিয়ে কার্যকর ভাবনা নেই

<u>ভ</u>
ভর্তুকি
ভঙ্গুরতা
ভালোবাসা-সহমর্মিতা
ভাল শাসন
ভাসমান মানুষের দারিদ্র্য
ভাগ্যবিশ্বাস
ভিনদেশি সাহেব
ভিক্ষাবৃত্তি
ভিক্ষুক
ভেনিজুয়েলা
ভোট জালিয়াতি
ভোটারদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন
ভূ-সম্পত্তি জবরদখল
ভূমিহীন-দরিদ্র-বিত্তহীন মানুষ
ভ্যাট
ভাবনা দারিদ্র্য
ভূমি মালিকানা
ভূমি খাজনা
ভূমিদস্যু-জলদস্যু-বনদস্যু
ভূমিহীন
ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকের দারিদ্র্য
ভিওআইপি
ভৌগলিক স্থানভেদে দারিদ্র্য
ভৌগলিক অসমতা
ভৌত সম্পদ
ভ্রূণ অবস্থায় জঙ্গিত্ব

ম
মঙ্গা এলাকার মানুষের দারিদ্র্য
মজুতদারি-কালোবাজারি
মতাদর্শ
মধ্যপ্রাচ্যের বসন্ত
মধ্যবিত্ত
মধ্যবিত্তের কেন্দ্রীভবন
মধ্যস্বত্বভোগী
মধ্যবিত্তের অস্থিরতা
মনস্তাত্ত্বিক অস্থিরতা
মন্টেস্কু
মন্দা
মন্দাবস্থা
মহৎ উদ্দেশ্যে দুর্নীতি
মহাদুর্নীতি
মহাকাশের উপর নিরঙ্কুশ মালিকানা
মহিলারা কেন ইট ভাঙ্গে
মস্তিষ্ক কোষের সুস্থ বিকাশ
মস্তিষ্কের ধর্মভিত্তিক প্রোগ্রামিং
মস্তিষ্কে ১২০ বিলিয়ন নিউরন
মহা দারিদ্র্য
মহা দুর্নীতি
মাথা গোঁজার ঠাঁই
মাথাপিছু রাষ্ট্রীয় ব্যয়
মাত্রা ও ঝুঁকি
মাদকাশক্তি
মানসিক বৈকল
মানুষে-মানুষে আস্থা-বিশ্বাস
মালিকানা- কর্তৃত্ব-আধিপত্যের স্বরূপ
মাদ্রাসা
মানব উন্নয়ন বিরোধী
মানব কল্যাণবিমুখ
মানব পুঁজি
মানব সম্পদ
মানবসত্তার মর্যাদা
মানবতাবিরোধী অপরাধ
মানবিক-সামাজিক বিজ্ঞানের কাজ
মানসিক বৈকল্য
মালিকানা- কর্তৃত্ব-আধিপত্যের স্বরূপ
মানসিক-মনস্তাত্মিক কারণ
মানসকাঠামোর দারিদ্র্য
মানুষ নিয়ে ভাবনা
মানুষে-মানুষে আস্থা-বিশ্বাস
মানুষে মানুষে অসাম্য কেন হয়
মানুষের মঙ্গল কামনা

মানুষের সুযোগের সমতা
মানুষের সমমর্যাদা
মার্কিন ফেডারেল সরকার
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অসমতা
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অসমতা-বৈষম্য বাড়ছে
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
মাটি থেকে উত্থিত
মাটি উত্থিত উন্নয়ন দর্শন
মাটি উত্থিত স্বদেশি উন্নয়ন দর্শন
মাতৃগর্ভসহ জন্মের প্রারম্ভকালেই মানুষের মস্তিষ্ক
মালিকানা
    মালিকানা
    অধিকতর জমি মালিকানা
    উৎপাদনের উপায়ের উপর মালিকানা
    কালোটাকার মালিকানা
    গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বসতভিটার মালিকানা
    গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জমির মালিকানা
    জমির মালিকানা
    নিরঙ্কুশ একক মালিকানা
    নিরঙ্কুশ মালিকানা
    নিজ মালিকানা
    যৌথ (সমবায়ী) মালিকানা
    ব্যক্তিমালিকানা
    বিত্তশালীদের মালিকানা
    ভূমি মালিকানা
    রাষ্ট্রীয় সম্পদের প্রতি সাধারণ মানুষের অভিগম্যতা/মালিকানা
    সম্পদ মালিকানা
মালিকানাসম্পর্কের সঙ্গে সমাজের বৈষয়িক উৎপাদন-শক্তিগুলির সংঘাত
মেধাস্বত্ব
মেধাস্বত্ব আইন
মেহনতি মানুষ
মেহনতি শ্রমিক
মুক্ত চিন্তা
মুক্তবাজার, সরকার ও রাজনীতি
মুক্তবাজার অর্থনীতি
মুক্ত বাণিজ্য
মুক্তবুদ্ধ জ্ঞান চর্চা
মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর পূর্তি
মুক্তি-চেতনা
মুক্তি সংগ্রাম
মুক্তির পথে সুইসাইড বোমারু
মুদ্রানীতি
মুদ্রাবাজার
মুদ্রা পাচার
মূল্য

মূল্য-সন্ত্রাস
মূল্য ও বাজার সন্ত্রাসী
মূল্য সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট
মূল সরকারের মধ্যে মৌলবাদের সরকার
মূল্যস্ফীতি
মূল্যের উর্ধ্বগতি
মূল্যবোধ
মিথ্যাশ্রয়ী কথাবার্তা
মিলিটারি অভ্যুত্থান
মিজানুর রহমান মিজান
মিলিটারি কন্ট্রাক্টর
মোট দেশজ উৎপাদন
মোজাম্মেল হক
মোবুতো সেসেসিকো
মোহাম্মদ সুহার্তো
মৌলবাদ
মৌলবাদ ও জঙ্গিত্ব
মৌলবাদী জঙ্গিত্ব
মৌলবাদের অর্থনীতি
মৌলিক অধিকার
মৌলিক চিন্তা
মৌলিক ভারী শিল্প
মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা
ম্যাক্রো ইকনমিক স্ট্যাবিলিটি
ম্যাক্রো-মাইক্রো অমিল-বেমিল

য

যক্ষা
যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান অসমতা
যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস
যুক্তরাষ্ট্রে মেডিকেয়ার ড্রাগ বেনিফিট
যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি ভর্তুকি
যুদ্ধকালীন দারিদ্র্য
যুদ্ধাপরাধ
যুবজাগরণ
যুব দারিদ্র্য
যুববেকারত্ব
যৌথ পরিবার
যৌথ মালিকানা

র

রপ্তানি বাজার
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রাজনীতি
    রাজনীতি
    ধর্মভিত্তিক মৌলবাদী জঙ্গিত্বের অর্থনীতি ও রাজনীতি

ধর্মভিত্তিক রাজনীতি
জ্ঞান ও আদর্শভিত্তিক রাজনীতি
বাজার-অর্থনীতি-রাজনীতি
ক্ষমতার রাজনীতি
ক্ষমতাসীন রাজনীতি
রাজনীতি ও সরকারের সমস্বার্থের ঐক্য
রাজনীতি ও সরকারের অশুভ সমস্বার্থ
রাজনীতি ও সরকারের অশুভ সমস্বার্থের ত্রিভুজ
রাজনীতির দুর্বৃত্তগোষ্ঠী
রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন
রাজনীতিবিদদের দালালি
'রাজনীতি' প্রপঞ্চ
রাজনীতি ও সরকারের অধীনস্থ
রাজনীতি ও সরকারের এক অশুভ সমস্বার্থের সম্মিলন
রাজনীতিবিদদের সাথে দুর্ভেদ্য ঐক্য
রাজনীতিবিদদের দেশপ্রেম
রাজনৈতিক অর্থনীতি
রাজনৈতিক অর্থনীতি
দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার রাজনৈতিক অর্থনীতি
দুর্নীতির রাজনৈতিক অর্থনীতি
ক্রমবর্ধমান অসমতা সৃষ্টির রাজনৈতিক অর্থনীতি
ধ্রুপদী বা ক্লাসিকাল অর্থনীতি শাস্ত্র আসলে রাজনৈতিক অর্থনীতি
পুঁজিবাদী আর্থসামাজিক ব্যবস্থাকে জিইয়ে রাখতে রাজনৈতিক অর্থনীতি
উত্তরণ সম্ভাবনার রাজনৈতিক অর্থনীতি
বাংলাদেশে দারিদ্র্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি
বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি
বাংলাদেশে আদিবাসী মানুষের রাজনৈতিক অর্থনীতি
বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি
একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতি
ক্ল্যাসিকাল বা ধ্রুপদী অর্থনীতিশাস্ত্র অর্থাৎ রাজনৈতিক অর্থনীতি
সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি
রাজনৈতিক কাঠামো
রাজনৈতিক দারিদ্র্য
রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক রূপান্তর-পরিবর্তন
রাজনৈতিক-অর্থনীতির একীভূত তত্ত্ব
রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা
রাজনৈতিক স্বাধীনতা
রাজনৈতিক-সামাজিক সংঘর্ষ
রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক
রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা উদ্ভূত দারিদ্র্য
রাষ্ট্র, সরকার, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি
রাষ্ট্র
রাষ্ট্র
দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা নিরসনে রাষ্ট্র
স্বার্থ উদ্ধারে রাষ্ট্র
অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন এবং রাষ্ট্র

অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র
ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র
ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্র
নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র
মূল রাষ্ট্রের মধ্যে মৌলবাদের রাষ্ট্র
মানব-কল্যাণমুখী রাষ্ট্র
যুক্তরাষ্ট্র
রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র
কল্যাণ রাষ্ট্র
সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্র
সরকার ও রাষ্ট্র
রাষ্ট্র চরিত্র
রাষ্ট্র-সমাজ-অর্থনীতি
রাষ্ট্রক্ষমতার শ্রেণিচরিত্র
রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি
রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যেই যারা জঙ্গিত্ব-প্রমোটার
রাষ্ট্র ও সরকারকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে
রাষ্ট্রকে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে রূপান্তর
রাষ্ট্র-সরকার
রাষ্ট্রটাই তাদের নিয়ন্ত্রণে
রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে
রাষ্ট্রক্ষমতায় ঘুরে ফিরে এসেছে স্বৈরতন্ত্র
রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি
রাষ্ট্রের মালিকানাধীন প্রাকৃতিক সম্পদ
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকের ঋণ
রাষ্ট্রীয় মালিকানা
রাষ্ট্রীয় সম্পদ
রাষ্ট্রীয় সম্পদ-সম্পত্তির অপব্যবহার
রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়া
রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থা
রাষ্ট্রীয় বাজেটের আয় ও ব্যয়
রাষ্ট্রীয় সম্পদ
রাষ্ট্রীয় সম্পদ-সম্পত্তি
রাষ্ট্রীয় সম্পদ-সম্পত্তির অপব্যবহার
রাষ্ট্রীয় সম্পদে অধিকার
রিক্‌শা রবার্ট নিল্ড
রিকশা চালক
রিটার্ন আসলে নেগেটিভ
রিচার্ড উইলকিনসন
রিপোর্টেড আয়
রিবাত
রেন্ট সিকার
রেন্ট সিকিং
রেজিস্টার্ড লবিস্ট
রোনাল্ড রেগান
রেন্ট-সিকার (rent-seeker)

rent-seeker
rent-seeker-দের সহায়তা করে সরকার ও রাজনীতি
rent-seeker-দের 'গণতন্ত্রী' খেল
rent-seeker গোষ্ঠী
rent-seeker-দের হাতে নির্বিঘ্নে হস্তান্তর করতে না পারার দারিদ্র্য
rent-seeker-দের চাকরি করেন
rent-seeker অধ্যুষিত মুক্তবাজার অর্থনীতি
rent-seeker অধ্যুষিত আমাদের দেশ প্রকৃত অর্থেই পশ্চাদমুখী
rent-seeker অধ্যুষিত মুক্তবাজার
Rent-seeker ধনী নিয়ে গবেষণা জরুরি
rent-seeker ধনীগোষ্ঠী
rent-seeker এর অবাধ চারণ
Rent-seeker নিয়ন্ত্রিত সমাজে অর্থনীতি
Rent-seeker-দুর্বৃত্তবেষ্টিত শোষণভিত্তিক মুক্তবাজার
rent-seeker-দুর্বৃত্ত
rent-seeker-দের অধীনস্থ সরকার ও রাজনীতি
rent-seeker-দের একচ্ছত্র দখলিস্বত্ব
rent-seeker-দের লবিষ্টদের ভূমিকা
Rent-seeker-দের সাথে রাজনীতি
rent-seeker-দের সাথে রাজনীতি ও সরকারের এক অশুভ সমস্বার্থের সম্মিলন
Rent-seeker-দের সাথে সরকারের সম্পর্ক
rent-seeker গোষ্ঠী রাজনীতি ও সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে
Rent-seeker-দের বাজার সন্ত্রাস ও মূল্য সন্ত্রাস
Rent-seeker-দের সংগঠিত মূল্য ও বাজার সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট
rent-seeker-দের বিভিন্ন গোষ্ঠী
rent-seeker-রা সম্পদ সৃষ্টি করে না
rent-seeker-রা তিনটি সুবিধা পেয়ে যায়
rent-seekers ও বৈশ্বিক অর্থনীতির সংকট
Rent-seekers, রাজনীতি ও সরকারের অশুভ সম-স্বার্থের ত্রিভুজ
rent প্রত্যয়টি সম্প্রসারিত হলো মালিকানা দাবির অন্যান্য ক্ষেত্রেও
রেন্ট সিকিং (Rent seeking)
'rent seeking' এর প্রায়োগিক মর্মানুবাদ
'rent seeking' প্রক্রিয়া নির্ধারক হবার কারণে বৈষম্য-অসমতা হ্রাস পায়নি– বেড়েছে
Rent seeking
rent seeking থেকে উদ্ভূত বৈষম্য
rent seeking থেকে উদ্ভূত বৈষম্য-অসমতা
rent seeking থেকে উদ্ভূত বৈষম্য-অসমতা মানুষের সুযোগের সমতা কমাবে
rent seeking গোষ্ঠী
rent seeking গোষ্ঠীর স্বার্থবাহী ব্যক্তিদের নিয়োগ
rent seeking অর্থনীতির অস্থিতিশীলতা (instability) বাড়াবে
rent seeking আসলে একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া
rent seeking পদ্ধতি জোর তালে চলে
Rent seeking পদ্ধতিতে ধনী হবার আরো সহজ কিছু পথ-পদ্ধতি
Rent seeking পদ্ধতির সরব উপস্থিতির অর্থ
rent seeking পরজীবী বিত্তবান কালো টাকার মালিকেরা আমাদের প্রতিনিধিত্ব করবে

rent seeking প্রক্রিয়াকে চিরতরে নির্মূল করার ব্যবস্থা করতে হবে
rent seeking প্রত্যয়
rent seeking উদ্ভূত ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা
Rent seeking উদ্ভূত অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন
Rent seeking উদ্ভূত অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন
rent seeking উদ্ভূত পুঁজি
rent seeking উদ্ভূত বাজার ও মূল্য সন্ত্রাস
Rent seeking উদ্ভূত সামগ্রিক দারিদ্র্য
rent seeking এর পরিণাম
Rent seeking এর রূপ হতে পারে অনেক ধরনের
rent seeking এর সকল উৎসপথ উচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ড
Rent seeking এর সাথে সরকারের সংশ্লেষ
Rent seeking **যখন সুশাসনে বাধা**
rent seeking কর্মকাণ্ড
rent seeking কর্তৃত্ব
rent seeking সৃষ্ট বৈষম্য
rent seeking সৃষ্ট বৈষম্য-অসমতার গতি-প্রবণতার গত চার দশকের খেরোখাতা
rent seeking সমাজে বৈষম্য-অসমতা
rent seeking সমাজে বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টি করবে
Rent seeking সমাজের মোট বিত্ত কমায়
rent seeking হলো 'negative sum game'
Rent seeking নিয়ন্ত্রিত দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা
Rent seeking নিয়ন্ত্রিত দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা কাঠামো থেকে উত্তরণ
rent seeking ভিত্তিক বাজার
rent seeking ভিত্তিক বাজার অর্থনীতি
rent seeking সিস্টেমেরই অনুষঙ্গ
Rent Seeking: বিষয়টি আসলে কি?
Rent seeking**-ই দুর্নীতি**
rent seeking উদ্ভূত অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কয়েকটি নির্দেশক
rent seeking এর অন্যতম আর্থিক প্রতিষ্ঠান
rent seeking এর ইতিবৃত্ত
rent seeking-এর প্রক্রিয়া
Rent seeking এর সাথে রাজনীতির সম্পর্কটি প্রত্যক্ষ
rent seeking এর সাথে সংশ্লিষ্ট রাজনীতি
rent seeking এর নিয়ামক উপস্থিতি ও বাড়-বাড়ন্ত
rent seeking**-সহ দুর্বৃত্তায়ন**
rent seeking-সহ দুর্বৃত্তায়নই দারিদ্র্যের উৎস
Rent seeking নিয়ন্ত্রিত দারিদ্র্য

ল

লবি
লবিস্ট
লুটপাটতন্ত্র
লুটেরা
লুণ্ঠন সংস্কৃতি
লুণ্ঠনের সংস্কৃতি
লুণ্ঠন প্রক্রিয়া

লুণ্ঠনমূলক মূল্য নির্ধারণ
লি কুয়ান ইউ
লিবিয়া ও সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ
লোকবক্তৃতা
ল্যাতিন আমেরিকা
ল্যাতিন আমেরিকার সবচেয়ে বেশি তেল সমৃদ্ধ ধনীদেশ

শ
শক্তিভিত্তি
শফিক উজ জামান
শহুরে জীবনের গ্রামায়ন
শামসুল হুদা
শারীরিক দুর্দশা
শাহ্ এএমএস কিবরিয়া
শাহীন আহমেদ
শিল্পায়ন
শিল্প বিকাশের প্রাথমিক স্তরের দারিদ্র্য
শিশুর মস্তিষ্ক কোষের সুস্থ বিকাশ
শিক্ষক
শিক্ষা
শিক্ষা পণ্যায়ন
শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার অভিগম্যতা
শিক্ষার দারিদ্র্য
শিক্ষার সাম্প্রদায়িকতা
শিশু দারিদ্র্য
শিশু নির্যাতন
শিশু মৃত্যুহার
শিশুর জীবন সমৃদ্ধি
শোষণমুক্ত বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি
শোষিত মানুষ মাত্রেই দরিদ্র
শুল্ক হার
শ্রমজীবী মানুষ
শ্রমজীবী মানুষের জীবন-সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা
শ্রমজীবী দরিদ্র
শ্রমের অবাধ চলাচল
শ্রমের উপায় বা হাতিয়ার
শ্রমের বস্তু
শ্রমিকের মালিকানাভিত্তিক অংশিদারিত্ব
শ্রেণি
- শ্রেণি
- বুদ্ধিজীবী শ্রেণি
- মধ্যবিত্ত শ্রেণি
- রাষ্ট্রের চালক এজেন্টদের শ্রেণি
- শ্রমিক শ্রেণি
- সুশীল সমাজ শ্রেণি
- নিয়ামক শ্রেণি

সম্পদশালী শ্রেণি
ধনিক শ্রেণি
শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে বিনির্মিত
শ্রেণি সমাজে
শ্রেণিবিভক্ত সমাজে জন সমৃদ্ধি
শ্রেণিবিভক্ত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা
শ্রেণি পিরামিড
শ্রেণি বিশ্লেষণ
শ্রেণিবিভক্ত সমাজ
শ্রেণিভিত্তিক সমাজ
শোষণ ও বঞ্চনার চক্র

ষ
ষড়যন্ত্র

স
সকল নাগরিকের সুযোগের সমতা
সকল মানুষ— মানুষ হিসেবে সমান
সন্দেহবাদ
সচেতন সক্রিয়-রাজনৈতিক মতাদর্শ
সমস্বার্থ আঁতাত
সমসুযোগের অভাব
সমাজ ব্যবস্থা
সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র
সমাজব্যবস্থা
সমাজতন্ত্র
সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য
সন্ত্রাস-সহিংসতা
সংশয়বাদ
সংখ্যাস্বল্প ক্ষমতাধর মানুষ
সংখ্যাগুরু ক্ষমতাহীন মানুষ
সংবিধান
সংবিধানিক বিধান
সংস্কৃতির গণমুখীনতা
সংবিধানের মূল চেতনা
সংহতিবোধ
'সংযোগসূত্র'
সহিংসতা
সমতল ভূমি
সমরাস্ত্র ক্রয়
সমস্বার্থ সম্মিলন
সমানুপাতিক হিস্যা
সমাজ
সমাজ
শ্রেণিভিত্তিক সমাজ
শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্যভিত্তিক সমাজ

শোষণহীন সমাজ
অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজ
অন্যায্য সমাজ
আলোকিত মানুষের সমাজ
জ্ঞানভিত্তিক সমাজ
নাগরিক সমাজ
সামাজিক-গণতান্ত্রিক (জনগণতান্ত্রিক) সমাজ
সামাজিক-গণতান্ত্রিক সমাজ
সুশীল সমাজ
জনসমৃদ্ধিকামী সমাজতান্ত্রিক সমাজ
জন-গণতান্ত্রিক সমাজ
পিছিয়ে যাচ্ছে সমাজ
সমাজ শ্রেণিবিভক্ত
সমাজ প্রগতি
সমাজ ও অর্থনীতি
সমাজ ও রাষ্ট্রে এক ধরনের স্থবিরতা
সমাজ কাঠামো
সমাজ বিকাশ জীবদেহের মতই ক্রমবিকাশমান
সমাজ, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সরকার, রাষ্ট্র
সমাজগুলোর পতন ও মৃত্যুর জন্য দায়ী সম্পত্তির পুঞ্জীভবন ক্ষমতা
সমাজদেহ প্রকৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অংগ
সমাজ-বিপ্লবের যুগ
সমাজদেহ প্রকৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অংগ
সমাজ বিকাশ জীবদেহের মতই ক্রমবিকাশমান
সমাজতন্ত্র
সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা
সমাজ-বিপ্লবের যুগ
সমাজভাবনা
সমাজে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কার্য-কারণ
সমাজে মনুষ্যসৃষ্ট দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বিলুপ্ত হবে?
সম্পদ
সম্পদ
বৈশ্বিক পুঁজিবাদে সম্পদ
বৈশ্বিক খানা-সম্পদ
দুর্নীতি থেকে প্রাপ্ত সম্পদ
ভৌত সম্পদ
অর্থ-সম্পদ
অর্থ-বিত্ত-সম্পদ
অন্যের সম্পদ
অঢেল সম্পদ
আকাশ-বাতাস-মহাকাশ সম্পদ
ধনিক শ্রেণির হাতে সম্পদ
ইরাকের তেল সম্পদ
নীচুতলার বিত্ত-সম্পদ
প্রাকৃতিক সম্পদ
পানির মধ্যে এবং পানির নীচের সম্পদ

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ
উৎপাদনেই (sphere of production) সম্পদ
উৎপাদনী সম্পদ
বস্তুগত– আত্মিক– আবেগী সম্পদ
বস্তুগত, আত্মিক ও আবেগী সম্পদ
মানব সম্পদ
মাটির উপরের ও তলার সম্পদ
রাষ্ট্রের মালিকানাধীন প্রাকৃতিক সম্পদ
রাষ্ট্রীয় সম্পদ
খানা-সম্পদ
খানাভিত্তিক সম্পদ
খনিজ সম্পদ
সমাজের নীচুতলার মানুষের সম্পদ
সঞ্চিত সম্পদ
জনগণের সম্পদ
জল-সম্পদ
জঙ্গিদের সংশ্লিষ্ট সকল সম্পদ
জমি-জমা-সম্পদ
নিজের শ্রমে সম্পদ
সম্পদ সৃষ্টির (by wealth creation) মাধ্যমে
সম্পদ প্রবাহ
সম্পদ মালিকানা পিরামিড
সম্পদ মালিকানা পিরামিডের সবচে' নীচে অবস্থিত
সম্পদ মই
সম্পদশালী হবার প্রক্রিয়া
সম্পত্তির পুঞ্জীভবন ক্ষমতা
সম্পদের সুষম বণ্টন
সর্বরোগের নিরাময়
সরকার
সরকার
রাজনীতি ও সরকার
রাষ্ট্র-সরকার
নাগরিক সমাজ ও সরকার
বাজার-অর্থনীতি-রাজনীতি-সরকার
দুর্বৃত্তবেষ্টিত সরকার
স্থানীয় সরকার
মৌলবাদের সরকার
সরকারের মধ্যে সরকার
রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সরকার
যুক্তরাষ্ট্রে অসমতা-বৈষম্য বৃদ্ধিতে সরকার
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সরকার ও দাতাগোষ্ঠী
সরকার ও ক্ষমতার রাজনীতি
সরকার এবং ধর্মভিত্তিক জঙ্গি
সরকার পরিতোষিত একচেটিয়া বাজার
সরকার ও রাজনীতি

সরকার ও রাজনীতি rent-seeker-দের অধীনস্থ
সরকার ও রাজনীতিবিদদের যথেষ্ট সম্পদ ব্যয় করতে হয়
সরকারি অনিয়ম
সরকারের অধপতন
সরকারের দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলপত্র
সরকারের অধীন সত্তা
সরকারের মধ্যে সরকার
সরকারের জঙ্গিদমন
সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা
সরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাত
সরকারি নীতি দর্শন
সরকারি ভর্তুকি
সরকারি ভর্তুকি ও প্রণোদনা
সরকারি ও ক্ষমতার রাজনীতি
সরকারি মালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান
সরকারি রাজনীতি
সশস্ত্র জঙ্গিবাদ
সশস্ত্র বাহিনী
সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য
সন্ত্রাস
    সন্ত্রাস
    দুর্বৃত্তায়ন-দুর্নীতি-সন্ত্রাস
    বাজার সন্ত্রাস
সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট
সহজ শর্তে, স্বল্প সুদে বন্ধকি ঋণ
সর্বোচ্চ সম্পদবান
সরকারের নিয়ন্ত্রণহীনতা
সাদ্দাম হোসেন
সাব প্রাইম মর্টগেজ
সাম্রাজ্যবাদ
সাম্রাজ্যবাদ ও আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা
সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি
সাইফুল আলম
সাম্যবাদী মতাদর্শ
সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা
সামাজিক সচলতা
সামাজিক অভিঘাত
সামাজিক ইন্সুরেন্স সিস্টেম
সামাজিক রীতি-নীতি
সামাজিক সুবিচার
সামাজিক নিরাপত্তা
সামাজিক-গণতান্ত্রিক
সামাজিক-গণতান্ত্রিকব্যবস্থা
সামাজিক বৈষম্য-অবৈষম্যের বিচারে
সামাজিক সংহতি
সামাজিক সাংস্কৃতিক মানব উন্নয়ন

সামাজিক সুবিধাদি
সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি
সামাজিক সুরক্ষা
সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-বিচারিক অঙ্গন
সামাজিক হত্যাকাণ্ড
সাহিদা আখতার
সাংবিধানিক বিধান ও বিধৃত অধিকার
সিঙ্গাপুর
সিন্ডিকেট
সিস্টেম সুদূর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানসমৃদ্ধ সৎ ও দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব
সুইডেন
সুইস ব্যাংক
সুস্থ-সবল চেতনা সমৃদ্ধ
সুযোগের অভাব
সুযোগের অসমতা বৃদ্ধি বিদ্যমান বৈষম্য-অসমতা আরো বাড়াবে
সুআকাঙ্ক্ষার তালিকা
সুভাস কুমার সেনগুপ্ত
সুরক্ষামূলক
সুশাসন
সুশাসন-অপশাসন
সুশীল সমাজ
সুবিচার
সুযোগের সমতা
সুপার ধনী
সুশীল সমাজ শ্রেণি
সেনা শাসন
সেনা শাসক
সেলিম রেজা
স্যার উইলিয়াম পেটে
স্ট্যাবিলিটি বাড়ে উঁচুতলায়
স্ট্যাবিলিটি বাড়ে নীচতলায়
স্নায়ুতন্ত্র
স্নায়ুতন্ত্রের সুস্থ বিকাশ
স্নায়ুবিজ্ঞানী
স্নায়ুতন্ত্রের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি
স্নায়ুতান্ত্রিক বা মনোজাগতিক ধর্মদর্শন
স-স্বার্থ
স্বচ্ছতা
স্বল্পবিকশিত অর্থনীতি
স্বাস্থ্য
স্বাস্থ্যগত বিপত্তি
স্বজনপ্রীতি
স্বাধীনতার মূল আকাঙ্ক্ষা
স্থানীয় সরকার
স্বাস্থ্যসেবা

স্থির-অনড়
স্থূল দুর্নীতি
স্বৈরতন্ত্র
'স্বস্বার্থ' বিবেচনাবোধ
"স্বয়ংক্রিয়ভাবেই"
"সম-সদস্য"
"সম্ভাব্য কাঙ্ক্ষিত অবস্থার আদর্শ রূপ"
"সর্বোচ্চ ধনী"

হ
হতাশা নিরাশা উদ্ভূত আস্থাহীনতা
হরকাতুল-জিহাদ-আল-ইসলামি
হরণ
হরণ-দখল-বেদখল-আত্মসাৎকরণসহ
হত্যাকাণ্ড
হা জোন চ্যাং
হাইতি
হিটলার
হিন্দু সম্প্রদায়
হুগো শ্যাভেজ
হোসে মার্তি

২১ দফা এজেন্ডা
৮৩ শতাংশ মানুষই নিরন্তর বঞ্চিত, বঞ্চনা-বৈষম্যের শিকার এবং অসমতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ
১৯৫৪ এর জাতীয় সংসদ
১৯৭১-এ যারা মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধ করেছেন
১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ
১৯৭২ এর সংবিধান
১৯৭৫ পরবর্তী
২০০৮ সালের আর্থিক পচন

A
absolute comparative advantage
Abul Barkat
adverse incentive effects
adverse inclusion
agrarian reform

B
bad dictators
bad governance
bribe
BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa)
business cycle

C
class analysis
cognitive capture
Commitment
common denominator
Comparative advantage
Comparative disadvantage
Competence
Concern
Corporate CEOs
cost of sufferings
creation of wealth
Criminalization of politics
criminalization trap
culture of plundering
culture of silence

D
damage minimizing strategy
deradicalisation programme
deregulation
derivative market
derivatives/Derivatives
dictator
disparity
distress sale
distributive justice
divest
domestic market
dominant class
dynamic

E
economic opportunity
economic power based political process
effective demand

efficiency
epistemology
equality
ethanol subsidy
Everyday Low Price
evolutionary process
external factors
extra return
extremism

F
Failed States
fair game
fair price
financial distress
financial meltdown
flow of thoughts
free trade
freedom mediated process
freedom of choice

G
GDP (Gross domestic product)
Global Wealth Report 2015
globalization
globaphiles
globaphobes
good administration
good dictator
good governance
government policies
government procurement
Great Depression
guarantee of transparency

H
hard state
head count ratio
health shocks
Hegemony or survival
hidden transfer
home equity
home grown development philosophy
household wealth
housing bubble
humane process of globalization

I
IMF (International Monetory Fund)
Imperialism and religious fundamentalism

Incidence of poverty
inclusion of the excluded
independent variable
Individual human factor
inequality
intellectual fraud
Intellectual property right
intellectual property rights
internal factors
irreversible vicious cycle

J
justiciable rights

L
lack of opportunity
Level playing field
Links
Livestock method of measuring poverty
logos
low birth weight
Node
Periphery
privatization
Ted Talks
TNC
transnatioinal corporation

M
Manifesto with specific programme agenda
material incentive
means of production
methodological
methodology
Millennium Development Goals (MDG)
mindset poverty
misuse of chair
misuse of office
mode of production
monopoly profit
monopoly rent
moral incentive
mythos

N
negative sum game
neuroscientist
neurotheology
nexus
nexus of common unholy interest

noble cause corruption
Node
non competitive procurement
non-level playing field
not urbanization but slumization

O
Of the 1%, for the 1%, by the 1%
Open transfer

P
Patronage Secretary of the Treasury
payment against document (PAD)
people's democratic system
people's welfare
people's well-being
People's wellbeing oriented socialist system
Peoples democratic system
Peripheral Sovereign
Periphery
Political Economy
Political Economy of Corruption
Political Economy of Khas Land
Political freedom
Poverty eradication
Poverty reduction
Poverty Reduction Strategy Papers
Predatory Pricing
privatization
Production and reproduction of Poverty disparity inequality
Protective security

Q
quota rent

R
real economy
reality
reasoning
regulatory capture
Religion and Brain
religious brain
religious brain and mind
religious fundamentalism
rent seeking
rent-seeker
res cognitans
res extensa
revolutionary process
risk minimizing strategy

risk reduction strategy
role model
ruralization of urban life

S
Saddam
self interest
Singapore Story
slumization
Social democratic system
Social facilities
social murder
Socialism
socio-economic formation
soft state
sovereign debt crisis
static
statistical economy
Statutory requirements order (SRO)
sub-prime mortgage
subsidy
super rich
super-duper rich
Sustainable Development Goals (SDG)

T
tax
Ted Talks
The Price of Inequality
TNC
total wealth decreases
trade globalization
trade liberalization
transnatioinal corporation
transparency guarantee
trickle down
trickle down theory
Trust

U
UN (United Nations)
uncertainty
Understanding neurotheology
unfair
Unified political economic theory
Unified Political Economy Theory
Unified theory
unnatural death
urbanization

V
Violation of trust
value

W
"We are the 99 percent"
Wealth
Wealth distribution
wealth transfer
wealth, asset and power
World Bank
World Trade Organization (WTO)

Z
Zero sum game

3c Paradigm